হলিউড
আবার ‘আত্মহত্যা’র নেপথ্যে মারগট রবি। বিস্তারিত চারের পাতায়

অন্য সময়

ent.eisamay.com

কলকাতা বৃহস্পতিবার ১৩ জুলাই ২০১৭

হলিউড
শার্লিজের সঙ্গে মজা করে বিপাকে পড়লেন টম হ্যাঙ্কস চারের পাতায়

প্রচার অভিযান

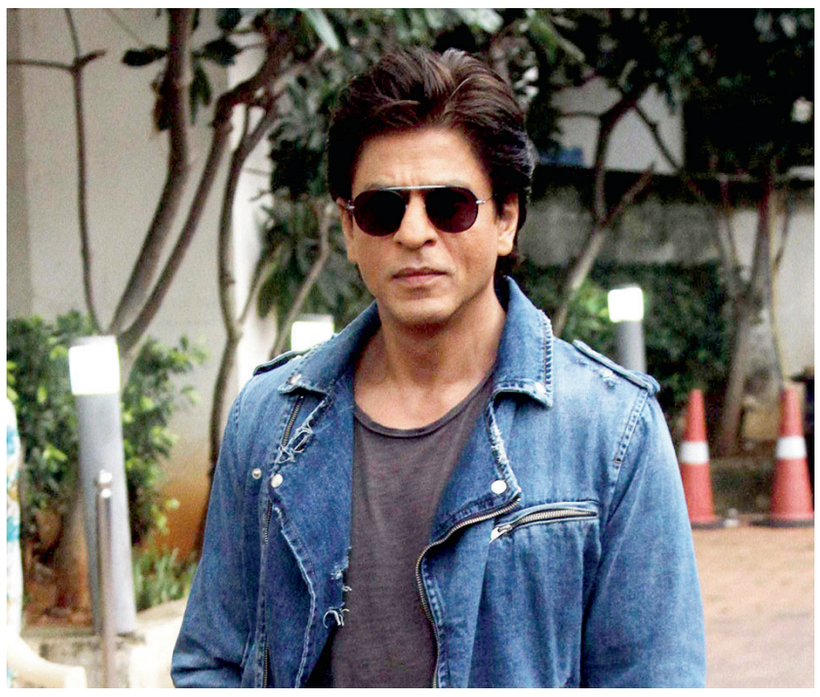

নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির নতুন ছবি ‘বাবুমশাই বন্দুকবাজ’। তা ‘বাবুমশাই’-এর বং কানেকশন এই ছবিতে প্রবল। কেননা, ছবির নায়িকা **বিদিতা বাগ** বাঙালি। তা সেই বিদিতাকে নিয়েই ছবির প্রচারে অভিনব পন্থা নিলেন নওয়াজ। ‘বাবুমশাই’ নিজেই টানলেন রিকশা! এদিকে প্রচারে ব্যস্ত **শাহরুখ খান**ও। তাঁর নতুন ছবি ‘যব হ্যারি মেট সেজাল’-এর জন্য। দু’টি ছবিই মুম্বইয়ে তোলা। পাঠিয়েছে সংবাদ সংস্থা **এএফপি**

রুদ্রবীণার সঙ্গে এক জার্মানের প্রেমকাহিনি

সব ছবি: অর্ণব চক্রবর্তী

জানতে পেরেছেন, কারিগররা বিশ্বাস করেন বীণা যন্ত্রটা নিজেই এক ঈশ্বরের মতো। তাই এঁকে ছোঁয়ায়, পরিচর্যায় ভুলত্রুটি হলে নির্বংশ হবেন!

কার্সটেন উইকি। বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় ধ্রুপদী বাদ্যযন্ত্রের জার্মান উত্তরাধিকারী। দেশ-ঘর ছেড়ে এ শহরেই পড়ে থাকেন। ভাড়া বাড়িতে। তাঁর কথা শুনলেন **ইন্দ্রনীল শুক্লা**

ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে। টালিগঞ্জ ট্রামডিপো থেকে অটো চেপে কয়েক মিনিটেই চালিয়া মোড় পৌঁছানো গেল। এখানেই দাঁড়াতে বলেছিলেন। তিনি নিজে এসে ভাড়াবাড়িতে নিয়ে যাবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাতা মাথায় হনহনিয়ে হেঁটে এসে হাজির সেই জার্মান সাহেব। পরনে খাকি পাঞ্জাবি আর ছাই রঙের পাজামা। ঢুকে পড়া গেল গলিরাস্তায়। হঠাৎ একটা মাঠ। বৃষ্টির জল পেয়ে ভীষণ সবুজ। বললেন, ‘কী সুন্দর লাগে এখানটা। তাই না। জানেন, এই মাঠটায় দুর্গাপুজো হয়। ওদিকটায় ভোগ খাওয়ানো হয়!’ কয়েক বছর ধরেই কলকাতায় এসে এখানকার ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। বোঝা গেল বার বার এসে টিপিক্যাল কলকাতার পাড়াটিকে ভালোবেসে ফেলেছেন বাঙালির মতোই।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল চতুর্দিকে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রাধান্য পেয়েছে বীণা। মহাদেবের হাতে বীণা। সরস্বতীর হাতে বীণা। তিনি যে যন্ত্র বাজান, তার পৌরাণিক উৎসটায় যেন পৌঁছে যেতে চান তিনি।

দিনের পর দিন খুঁজেছেন, বীণা কোথায় পাওয়া যায় এবং কে তা শিখিয়ে দেবেন।

প্রকাণ্ড সে যন্ত্র। বিপুল দুটো লাউ দু’পাশে। কিন্তু আওয়াজ ভারি ক্ষীণ। বললেন, ‘হ্যাঁ, জানি যন্ত্রটা দেখে মনে হয় যেন দু’পাশে দুটো স্পিকারের মতো। কিন্তু এ যন্ত্রটা অন্যকে শোনানোর যন্ত্র নয়। পৌরাণিক মতে, এই যন্ত্র নিজেকে শোনানোর এবং নিজের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথবিশেষ।’

যে যন্ত্র বাজান তার পৌরাণিক উৎসেরও খোঁজ রাখেন তিনি। কেমন করে অন্য দেশে থেকে এসে এভাবে ব্যাপারটা করায়ত্ত করা সম্ভব হল? কার্সটেন শুরু করলেন খুব সহজভাবে। বললেন, ‘আসলে সবটাই খুব অ্যাক্সিডেন্টাল। নব্বই সাল নাগাদ প্রথমবার ভারতে আসি কয়েকজনের সঙ্গে। আর এসেই দেশটা অদ্ভুত রকমের ভালো লেগে গেল।’ প্রাথমিকভাবে কথাটা শুনে বেশ অবিশ্বাসের মতো লাগল। কার্সটেন যোগ করলেন, ‘জানি এখনও মানুষ জার্মানি শুনলেই হিটলারের দেশ ভাবতে বসেন। কিন্তু ওভাবে নয়। একটু অন্যভাবে দেখতে হবে। এটা আমি নব্বই সালের কথা বলছি। মানে ’৮৯-এ বার্লিন প্রাচীর ভেঙেছে। আর তার পরের বছর আমি ভারতে এসেছি।’

কিন্তু কেন ভালোলাগলো? কার্সটেনের ব্যাখ্যা, ‘আমি ইস্ট জার্মানির দিকের লোক। রাশিয়ার দিকটা। পারছিম নামে এক শহর থেকে আসা। প্রাচীর ভেঙে দুটো পাশ মিলে গেল। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি থেকে কত কত রিফিউজি এসে পড়েছেন। পশ্চিম জার্মানিতে আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেসব কেনার সামর্থ্য নেই। ভারতে এসে আমি সেই ব্যাপারটার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম।

▶এরপর চারের পাতায়

অমর্ত্য-ছবি বিতর্কে সুমনের পাল্টা যুক্তি

অমর্ত্য সেনের জীবন ও চিন্তা নিয়ে সুমন ঘোষের তথ্যচিত্র ‘দি আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান’ সেন্সর ছাড়পত্র পায়নি। পরিচালক কথা বললেন ‘অন্য সময়’-এর সঙ্গে

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে নিয়ে তৈরি পরিচালক সুমন ঘোষের এক ঘণ্টার তথ্যচিত্র ‘দি আরগুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান’-এর বিশেষ স্ক্রিনিং হয়েছে সম্প্রতি। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র না পাওয়ায়, সেই তথ্যচিত্রের পাবলিক স্ক্রিনিং হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই আগামী শুক্রবার থেকে। যদিও সেন্সরের ছাড়পত্র পেলে তেমনটাই হওয়ার কথা ছিল। সুমন বলছেন, ‘আমি চেয়েছিলাম এই শহরের দর্শক তথ্যচিত্রটি দেখুন। সে কারণেই শহরের একটি মাল্টিপ্লেক্সে যাতে একটা শো-এ এই তথ্যচিত্র দেখানো যায়, তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম পঙ্কজ লাডিয়াকে। ‘নন্দন’ প্রেক্ষাগৃহেও যাতে এই তথ্যচিত্র দেখানো যায়, সে কারণেও কথা বলি সিইও যাদব মণ্ডলের সঙ্গে। মাত্র এক সপ্তাহের জন্যই ছবিটি দেখাতে চেয়েছিলাম। কারণ এ শহরের অনেক দর্শক আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, ‘কবে ছবিটি দেখতে পাব’।’

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দিল্লি, বিশ্বের বহু জায়গাতেই তথ্যচিত্রের স্ক্রিনিং হওয়ার কথা ছিল। তারপর ছবিটিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রিলিজ করতে চাইছিলেন পরিচালক। কিন্তু আপাতত দেশে আর কোনও পাবলিক স্ক্রিনিং সম্ভব নয়! তথ্যচিত্রে ‘গরু’, ‘গুজরাট’, ‘হিন্দু’, ‘হিন্দুত্ব’ এই চারটি শব্দ অমর্ত্য সেনের মুখে থাকায় সেন্সরের ছাড়পত্র পায়নি তথ্যচিত্রটি। সুমন বলছেন, ‘সেন্সর বোর্ডে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যথেষ্ট শান্তভাবেই কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে। তাঁদের কিছু নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে হয়। ওঁরা ওঁদের কাজ করছেন। কিন্তু তাঁদের গাইডলাইন দিচ্ছেন যাঁরা, সেই প্রধান মাথাদের ভাবনা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি সেন্সরের জন্য আবেদন করেছি এক মাস আগে। এতটা সময় লাগল, সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ‘গুজরাটের দাঙ্গা’-কে তো ‘কেরালার দাঙ্গা’ করে দিতে পারি না! এটা তো সত্যি যে গুজরাটে ঘটনাটা হয়েছিল!

▶এরপর দুয়ের পাতায়

পিআর খারাপ, তাও ‘বাহুবলী’

কলকাতা-শান্তিনিকেতন-মুম্বই। ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-এর প্রথম সিজনের প্রতিযোগী। ‘বাহুবলী’ গায়িকা অদিতি পাল-এর সঙ্গে কথা বললেন **মহুয়া দত্তমিত্র**

ও রাজা...

আমি জানতামই না, ‘বাহুবলী টু’র জন্য গান গাইছি। ক্রিমজি (এম.এম. ক্রিম) আমায় বলেন, একটা গান গাইতে হবে। রাজি হয়ে গেলাম। আসলে এত বড় একজন মানুষ গান দিচ্ছেন, তাঁকে কখনওই জিজ্ঞাসা করতে পারিনি কোন ছবির জন্য গান করছি। আর অনেক সময়ই হয় গান গাইলেও পরে ছবিতে সেই গান দেখা যায় অন্য কারও গলায় মুক্তি পাচ্ছে। তাই প্রশ্ন না-করে কাজটা করে যাওয়াতেই বিশ্বাস করি। তবে গাওয়ার সময় ‘দেবসেনা’ নামটা থাকায় বুঝতে পারছিলাম, কোন ছবির জন্য গাইছি। ‘রামলীলা’র সময়ও সঞ্জয়জিকে (সঞ্জয় লীলা বনশালি) প্রশ্ন করিনি, কোন ছবির জন্য গাইছি।

প্রাপ্তি

গানটা আশাজির (আশা ভোঁসলে) ভালো লেগেছে, উনি প্রশংসা করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী-ই বা হতে পারে!

ফ্ল্যাশব্যাক

২০১৩। ‘রামলীলা’য় দীপিকা পাড়ুকোণের লাস্যের ব্যাকগ্রাউন্ডে ‘অঙ্গ লাগা দে রে’। অদিতির প্রথম প্লে-ব্যাক। কিন্তু ২০০৪ থেকে ২০১৩ তো প্রথম প্লে-ব্যাকের জন্য লম্বা সময়। তার পরে যাঁরা বিভিন্ন রিয়্যালিটি শোতে এসেছেন, তাঁরাও কাজ করছেন চুটিয়ে। আপনার এতগুলো বছর লাগল কেন? ‘প্রতিযোগিতার পর ফিরে গিয়েছিলাম কলকাতায়। প্লে-ব্যাক করব এমন ভাবিনি কখনও। কারণ, আমার হিন্দিটা খুব খারাপ। মাঝে মাঝে তো প্রতিযোগিতার সময় হাতে লিখে নিতাম। না-হলে শব্দ ভুলে যেতাম।

▶এরপর দুয়ের পাতায়

রুদ্রবীণার সঙ্গে এক জার্মানের প্রেমকাহিনি

সব ছবি: অর্ণব চক্রবর্তী

জানতে পেরেছেন, কারিগররা বিশ্বাস করেন বীণা যন্ত্রটা নিজেই এক ঈশ্বরের মতো। তাই এঁকে ছোঁয়ায়, পরিচর্যায় ভুলত্রুটি হলে নির্বংশ হবেন!

কার্সটেন উইকি। বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় ধ্রুপদী বাদ্যযন্ত্রের জার্মান উত্তরাধিকারী। দেশ-ঘর ছেড়ে এ শহরেই পড়ে থাকেন। ভাড়া বাড়িতে। তাঁর কথা শুনলেন ইন্দ্রনীল শুক্লা

ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে। টালিগঞ্জ ট্রামডিপো থেকে অটো চেপে কয়েক মিনিটেই চালিয়া মোড় পৌঁছানো গেল। এখানেই দাঁড়াতে বলেছিলেন। তিনি নিজে এসে ভাড়াবাড়িতে নিয়ে যাবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাতা মাথায় হনহনিয়ে হেঁটে এসে হাজির সেই জার্মান সাহেব। পরনে খাকি পাঞ্জাবি আর ছাই রঙের পাজামা। ঢুকে পড়া গেল গলিরাস্তায়। হঠাৎ একটা মাঠ। বৃষ্টির জল পেয়ে ভীষণ সবুজ। বললেন, 'কী সুন্দর লাগে এখানটা। তাই না। জানেন, এই মাঠটায় দুর্গাপুজো হয়। ওদিকটায় ভোগ খাওয়ানো হয়!' কয়েক বছর ধরেই কলকাতায় এসে এখানকার ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। বোঝা গেল বার বার এসে টিপিক্যাল কলকাতার পাড়াটিকে ভালোবেসে ফেলেছেন বাঙালির মতোই।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল চতুর্দিকে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রাধান্য পেয়েছে বীণা। মহাদেবের হাতে বীণা। সরস্বতীর হাতে বীণা। তিনি যে যন্ত্র বাজান, তার পৌরাণিক উৎসটায় যেন পৌঁছে যেতে চান তিনি।

প্রকাণ্ড সে যন্ত্র। বিপুল দুটো লাউ দু'পাশে। কিন্তু আওয়াজ ভারি ক্ষীণ। বললেন, 'হ্যাঁ, জানি যন্ত্রটা দেখে মনে হয় যেন দু'পাশে দুটো স্পিকারের মতো। কিন্তু এ যন্ত্রটা অন্যকে শোনানোর যন্ত্র নয়। পৌরাণিক মতে, এই যন্ত্র নিজেকে শোনানোর এবং নিজের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথবিশেষ।'

দিনের পর দিন খুঁজেছেন, বীণা কোথায় পাওয়া যায় এবং কে তা শিখিয়ে দেবেন।

যে যন্ত্র বাজান তার পৌরাণিক উৎসেরও খোঁজ রাখেন তিনি। কেমন করে অন্য দেশে থেকে এসে এভাবে ব্যাপারটা করায়ত্ত করা সম্ভব হল? কার্সটেন শুরু করলেন খুব সহজভাবে। বললেন, 'আসলে সবটাই খুব অ্যাক্সিডেন্টাল। নব্বই সাল নাগাদ প্রথমবার ভারতে আসি কয়েকজনের সঙ্গে। আর এসেই দেশটা অদ্ভুত রকমের ভালো লেগে গেল।' প্রাথমিকভাবে কথাটা শুনে বেশ অবিশ্বাসের মতো লাগল। কার্সটেন যোগ করলেন, 'জানি এখনও মানুষ জার্মানি শুনলেই হিটলারের দেশ ভাবতে বসেন। কিন্তু ওভাবে নয়। একটু অন্যভাবে দেখতে হবে। এটা আমি নব্বই সালের কথা বলছি। মানে '৮৯-এ বার্লিন প্রাচীর ভেঙেছে। আর তার পরের বছর আমি ভারতে এসেছি।'

কিন্তু কেন ভালোলাগলো? কার্সটেনের ব্যাখ্যা, 'আমি ইস্ট জার্মানির দিকের লোক। রাশিয়ার দিকটা। পারছিম নামে এক শহর থেকে আসা। প্রাচীর ভেঙে দুটো পাশ মিলে গেল। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি থেকে কত কত রিফিউজি এসে পড়েছেন। পশ্চিম জার্মানিতে আমরা অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেসব কেনার সামর্থ্য নেই। ভারতে এসে আমি সেই ব্যাপারটার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম।

▶এরপর চারের পাতায়

▶ একের পাতার পর

যেন নিজের দেশ। হঠাৎ করে খোলা বাজারের সামনে পড়েছে। অনেক রকম ভালো ভালো জিনিস এসে পড়েছে দোকানগুলোয়। কিন্তু সবই দামি দামি। মানুষ কী করবে বুঝতে পারছে না। আর বয়স্করা ভাবছেন এসব ভোগ-বিলাস যখন ছিল না তখনই ছিল ভালো।'আর ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতকে আপন করে ফেলা? কার্সটেনের উত্তর, 'ভারতে এসে আমি বন্ধুদের সঙ্গে এক গুরুর কাছে মেডিটেশন শিখতে গিয়েছিলাম। সেই বন্ধুদেরই একজন ক্যাসেটে ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকাল চালাচ্ছিল। বোধহয় প্রথম শুনেছিলাম হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশি। মিউজিক ছোটবেলা থেকেই প্রিয়। জার্মানিতে আমি বেহালা শিখতাম। সুর তালের বোধ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এইসব ক্যাসেট, আশ্রমে হারমোনিয়াম-তবলায় খেয়াল শুনে আশ্চর্য আকর্ষণ বোধ করলাম। আর মেডিটেশনের সঙ্গে মার্গসঙ্গীতের যোগাযোগটাও যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।'

সেই থেকেই শুরু? 'না প্রথমে আমি তবলা শিখতে শুরু করেছিলাম। পন্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কলকাতায় যাতায়াত শুরু করলাম। উনি এতো আন্তরিকভাবে শেখাতেন যে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হঠাৎ একদিন রুদ্রবীণা শুনলাম। সিডি-তে। আগের শোনা সমস্ত কিছুর থেকে আলাদা একটা অনুভূতি। মনে হল এ যন্ত্র না শিখতে পারলে জীবন বৃথা। সেটা ১৯৯৬ সাল।'

এরপর তিনি দিনের পর দিন খুঁজে ফিরেছেন, এই যন্ত্র কোথায় পাওয়া যায় এবং কে তা শিখিয়ে দেবেন। একজনের থেকে খোঁজ পেলেন গুরু আসাদ আলি খাঁ-র। দিল্লিতে তাঁর বাড়ি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কথাটা পেড়ে এলেন। কার্সটেনের বিস্ময়, 'ওঁর স্টেচারের একজন মানুষ যে আমার মতো 'নভিশ'কে শেখাতে রাজি হয়ে যাবেন ভাবতে পারিনি। কিন্তু উনি তো রাজি হলেন। যন্ত্র পাই কোথায়?' যন্ত্র খোঁজার এক দীর্ঘ পর্বের কথাও শোনালেন জার্মান যন্ত্রী। কারণ, রুদ্রবীণা মেলা দুষ্কর। যদিও বা পুরনো যন্ত্র পাওয়া যায়, তো তা সারানোর কারিগর মেলে না। এমনটা কেন? 'আমি বীণা খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই এই যন্ত্র নিয়ে প্রচলিত মিথগুলোর সংস্পর্শেও এলাম। জানলাম, কারিগররা বিশ্বাস করেন বীণা যন্ত্রটা নিজেই এক ঈশ্বরের মতো। তাই এঁকে ছোঁয়ায়, পরিচর্যায় ভুলত্রুটি হলে নির্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা। সেই রোষ থেকে বাঁচতেই বড় সংখ্যক কারিগর বীণায় হাত দিতে চান না।'

শেষটায় অতি কষ্টে দিনের পর দিন চেষ্টায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে এক দোকান থেকে যন্ত্র যোগাড় হল। তাতে দিল্লি গিয়ে আসাদ আলি খাঁ সাহেবের কাছে শেখা শুরু হল। বাড়ির সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন করে দিনরাত গুরুগৃহে পড়ে থাকা শুরু করলেন কার্সটেন। তিনি বলেন, 'টাকা যখন ফুরিয়ে যেত, দেশে ফিরে যেতাম। নানা রকম 'অড জবস' করতাম। লোকের বাড়ি পরিষ্কার করা, বাজার করে দেওয়া, বাসন মাজা— এই রকম সব কাজ। টাকা জমিয়ে ফেলতে পারলেই আবার চলে আসতাম দিল্লি। এভাবে কিছুদিন চলল। তারপর ভাবলাম না, অন্য কিছু চেষ্টা করতে হবে। দিল্লিতেই একটা কাজ নিলাম ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। অফিসের লোকেরা সবাই ভালো। কিন্তু কাজের শেষে বীণা নিয়ে বসার শক্তিটাই হারিয়ে যেতে লাগলো। তাই আবার ফিরে গেলাম। দু'বছর পর ফিরলাম। আমার গুরুজি আমার এই গোটা জার্নিটাতেই আমায় সাপোর্ট করেছেন। উনি বুঝতেন লড়াইটা। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতাও ভীষণ প্রিয়। এতো মিউজিক্যাল শহর দুনিয়াতেই কম আছে। এখানেই আমি নিজেকে খুঁজে পাই।'

রুদ্রবীণার সঙ্গে এক জার্মানের প্রেমকাহিনি

> নিজে কাঠের কারিগর এনে, অন্যান্য উপকরণ যোগাড় করে মনোমতো একটি বীণা তৈরি করিয়েছেন কার্সটেন। তিনি বলেন, 'এই বীণা তৈরি করতে আমার যা খরচ হয়েছে তাতে একটা গাড়ি বাড়ি হয়ে যেত। কিন্তু এই বীণা তো আমার কাছে 'কুইনা'। মাই লাইফ, মাই ওয়াইফ।

নিজে কাঠের কারিগর এনে, অন্যান্য উপকরণ যোগাড় করে মনোমতো একটি বীণা পরে তৈরি করিয়েছেন কার্সটেন। তিনি বলেন, 'এই বীণা তৈরি করতে আমার যা খরচ হয়েছে তাতে একটা গাড়ি বাড়ি হয়ে যেত। কিন্তু এই বীণা তো আমার কাছে 'কুইনা'। মাই লাইফ, মাই ওয়াইফ। আমি পঁচাত্তর টাকার পাজামা আর একশো টাকার পাঞ্জাবি পরে দিব্যি আছি। ফ্রিজ খুলে দেখুন আম এনে রেখেছি। সকালে ফল খাই। আর রাতে নিরামিষ সিদ্ধ। আর দুধ। জানি লোকে একসময় হয়তো আমায় বলবে 'ওই যে পাগলা জার্মান বুড়ো যাচ্ছে'। তাতে কিছু যায় আসে না। জানি, জেদি জার্মান জাতের না হলে কেউই হয়তো এই লড়াইটা লড়তেই সাহস পেতো না।'

কিন্তু এই বিপুল লড়াই, দেশ ছেড়ে, আপনজন ছেড়ে... আফশোস হয়না কখনও? হেসে ফেললেন কার্সটেন? বললেন, 'জানি এই লড়াই সহজ নয়। কিন্তু আফশোস হয় না বিশ্বাস করুন। এর অনেক স্যাটিসফ্যাকশনও আছে। গর্ব আছে। আমার গুরুর পুরনো ইন্টারভিউগুলো দেখি। '৮৫ সালে দেওয়া একটা ইন্টারভিউতে উনি বলছেন, 'আমার ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চাশজন বিদেশের। দেশের ছাত্র কমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একটা সময়ে ভারতীয়দের বোধহয় রুদ্রবীণা শিখতে হলে বিদেশিদের কাছেই যেতে হবে।' আজকাল এই কথাটা আমারও খুব মনে হচ্ছে। সেতার, সরোদ তবু অনেকে বাজাচ্ছেন, কিন্তু বীণা কোথায়?' বুকে বীণা আঁকড়ে ধরে বসে থাকা লড়াকু জার্মানের চোখে কোথাও উঁকি মারে বিশ্বজয়ের উচ্ছ্বাস!

बिग स्टोरी

नाज है वजन पर

कुदरत की तरफ से या बदलती लाइफस्टाइल से पनपी शारीरिक बनावट में भारी शरीर वालों का कोई दोष नहीं और जब उनका कोई कसूर नहीं तो वे खुद को कमतर क्यों समझें? नंदिनी दुबे बता रही हैं कि वे जी रहे हैं खुलकर, क्योंकि उन्हें नाज है अपने वजन पर...

छोटे पर्दे पर इन दिनों 'ढाई किलो प्रेम' में पीयूष के पास न तो सिक्स पैक्स हैं और न ही अंजलि की काया छरहरी है। फिर भी दर्शकों को यह जोड़ी पसंद आ रही है। पीयूष और अंजलि की तरह ही वास्तविक जिंदगी में भी आज लोगों को अपने बढ़ते वजन पर कोई शर्म या अपराधबोध नहीं है। भले ही लोग तेजी से फिटनेस फ्रीक और साइज जीरो फिगर के पीछे भाग रहे हों या अखबार से लेकर वेबसाइट्स तक हर जगह वजन कम करने के लिए तमाम तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। मगर इसी दौर में बढ़े वजन के लोग रियल से लेकर रील लाइफ में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वे अपनी शारीरिक बनावट को दरकिनार कर असाधारण सोच, मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में राज कर रहे हैं। उनके लिए मोटापा परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि वे अपनी सच्चाई स्वीकार कर समाज में पतले, स्लिम-ट्रिम, मोटे, गोरे, काले, सांवले, लंबे, छोटे कद जैसे लोगों के प्रति स्थापित मोटापे के टैबू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को फिट रहना और दिखना पसंद नहीं है लेकिन सिर्फ मोटापे की वजह से खुद को कमतर समझना कतई मंजूर नहीं है। सोसाइटी का उन्हें अलग-थलग करना, उनका आकलन केवल उनके लुक से करना, उन्हें नागवार है। वे चाहते हैं कि अब सोसाइटी अपनी सोच बदले।

मजाक का सोशल सब्जेक्ट

मोटापे को लेकर समाज में पूर्वाग्रह तय है। सोसाइटी उनके बारे में पहले ही एक राय बनाकर चलती है, जो ठीक नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट संभालने वाले सौरभ सिंह कहते हैं, 'मुझे ऐसा लगता है समाज पहले ही तय कर लेता है कि अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वह आलसी ही होगा। उनकी डाइट नॉर्मल नहीं होगी। उसको तो खाने की प्लेट में दोगुना खाना ही चाहिए लेकिन जरा सोचिए। किसी की डाइट क्या उसके मोटापे से निर्धारित हो सकती है? अगर कोई मोटा है तो क्या वह चार आदमी का खाना खा जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। दरअसल मोटापा हमारे यहां सोशल मजाक का एक विषय है। हमारे यहां तो लड़की की शादी सिर्फ इसलिए अटक जाती है क्योंकि वह मोटी है। युवकों को जॉब में दिक्कत आती है क्योंकि मोटापे के साथ आलसी होने का टैग चिपक जाता है। ये भी तो हो सकता है कोई व्यक्ति थायरॉइड या आनुवंशिक कारणों से मोटा हो गया हो या फिर अपनी बिजी लाइफ के कारण खान-पान पर ध्यान नहीं देने से ऐसा हो गया हो, मगर लोग यह फिक्र नहीं करते है कि आपकी समस्या क्या है? मोटा व्यक्ति न चाहते हुए भी सोशल रैगिंग का शिकार बन जाता है। ऐसे में लोगों को अपनी सोच पर फिर सोचना चाहिए। मैं जैसा हूं उसमें बेहद खुश हूं लेकिन अब वक्त आ गया है कि कम से कम इन मुद्दों से हटकर कुछ गंभीर विषयों पर मंथन हो।'

तंज बढ़ाता डिप्रेशन

मोटापा एक सच्चाई है और उसे स्वीकार करने में शर्म और हीनभावना नहीं होनी चाहिए लेकिन लोगों के ताने ऐसे होते हैं कि न चाहते हुए भी संबंधित व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। इंटलेक्चुअल, रिअलिस्टिक और स्प्रिचुअल थीम पर मूर्ति बनाकर नेशनल अवार्ड जीतने वाले और इंटरनेशनल फिल्म एंड टीवी क्लब की ओर से पुरस्कृत कपिल बताते हैं, 'मुझे लगता है कि सोसाइटी में मोटापे को लेकर इतना ज्यादा हौव्वा बना दिया गया है कि न चाहते हुए भी शख्स डिप्रेशन में चला जाए। वह सोचने लगता है कि रातों-रात वह ऐसा क्या करे कि फिट हो जाए। हालात ये होते हैं कि कोई भी शख्स अपने बढ़े वजन को लेकर इतना परेशान नहीं होता है, जितना वह समाज और आस-पास के लोगों से मिलने वाले तानों से परेशान होता है। मैं खुद बचपन से मोटा नहीं था। कोई चार-पांच साल पहले मेरा वजन बढ़ गया। उसके बाद से जैसे हर कोई बस सलाह ही देता रहता है कि तुम शेप में नहीं हो लेकिन जब वे किसी भी काम में मेरी एनर्जी देखते हैं, तो चौंक जाते हैं। मैं जब भी किसी पार्टी में डांस करता हूं तो अच्छी-खासी पर्सनालिटी वाले लोग भी मेरे मूवमेंट को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा वजन भले ही सामान्य न हो लेकिन तुम्हारी फुर्ती में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मोटा है वह आलसी होगा ही। ये सिर्फ कुंठित सोच है। जहां तक मेरी बात है तो सबकुछ मेरे कंट्रोल में है। मुझे इन बातों की परवाह नहीं है लेकिन लोगों को इस तरह के व्यवहार से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।'

मोटापे में भी लिंगभेद

लड़का-लड़की में भेदभाव यूं तो जगजाहिर है लेकिन मोटापे में भी भेदभाव होता है। 'साज बाई अंकिता' में बिजनेस हेड अवंतिका चौधरी कहती हैं, 'मुझे लगता है कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन फिर भी लिंग के आधार पर बांटना बंद नहीं होगा। अब जैसे पुरुषों को बताया ही नहीं जाता कि वे मोटे हैं, उनसे कहा जाता है कि वे भारी-भरकम और ताकतवर हैं। पुरुषों को कभी-कभार ही अपने शरीर को लेकर शर्म महसूस होती है, जबकि महिलाएं इस बात को लेकर काफी सतर्क रहती हैं कि वे कैसी दिखती हैं। इसीलिए इस तरफ भी गौर करना होगा कि लोग इस तरह की मानसिकता से बाहर निकलें क्योंकि मोटापा किसी को भी हो सकता है। यह एक बहुत सामान्य सी अवस्था है और किसी को कभी भी हो सकती है। जैसे ध्यान नहीं देने पर सर्दी-जुकाम हो जाता है। ठीक उसी तरह वजन का बढ़ना भी एक नॉर्मल स्टेज है बॉडी की, जो अनियमित खान-पान या फिर मेडिकल कारणों की वजह से हो जाती है। यह कोई पाप नहीं है। लोगों को चाहिए कि भेदभाव करना बंद करें।'

दूसरे ग्रह के नहीं है हम

समाज में लोग मोटापा, सफेद दाग, काला रंग, नाटे लोगों को अजीब तरह से देखते हैं। रंग या बनावट के आधार पर प्रतिभा का आकलन करते हैं जबकि ऐसे कई लोग इन सभी बातों को धता बताकर दुनिया में राज कर रहे हैं। भोपाल की पेंटर काजल राय बताती हैं, 'जिस किसी का भी वजन बढ़ा हो उसके साथ लोग इस तरह व्यवहार करते हैं, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से हो। लोग तंज तो यूं कसते है मानो धरती की आधी समस्याओं के लिए वो ही जिम्मेदार है। किस क्षेत्र में मोटे लोग नहीं हैं? सिनेमा जगत से लेकर बिजनेस तक हर क्षेत्र में इन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। अदनान सामी, कोरियोग्राफर गणेश, भारती सिंह, नुसरत फतेह अली खान, ये सभी सफल हैं। फिट रहना और हेल्दी रहना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि ओवरवेट हो जाओ लेकिन अगर किसी कारणवश किसी का वजन बढ़ा है तो उससे भेदभाव तो मत करो।'

व्यक्तित्व पर हो फख्र

मैं स्कूल के दिनों में एक मोटा बच्चा था। उन दिनों स्कूल में होने वाली रेस में मैं अक्सर छिप जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर बच्चों ने मुझे दौड़ाया और मैं नहीं भाग सका तो सब मुझ पर हंसेंगे। इस तरह ऐसी बहुत सी चीजें होती थीं, जिन्हें मैं बचपन से झेल रहा था। मैं लोगों की सोच बदलना चाहता था। लोग बाहरी खूबसूरती को इतना महत्व देते हैं कि आंतरिक खूबसूरती और उनकी प्रतिभा को अनदेखा कर देते हैं। जबकि यह ठीक नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोग जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकारें। अपने व्यक्तित्व को लेकर शर्मिंदा न हों।

संदीप सिकंद
क्रिएटिव डायरेक्टर, 'ढाई किलो प्रेम' और 'ये हैं मोहब्बते'

खूबसूरत भी हो सकता है मोटापा

मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मुझे किसी बॉडी लोशन के विज्ञापन में चुना गया है, क्योंकि इससे पहले तो मेरे मोटापे को देखकर आटा, घी के ही विज्ञापन करने के प्रस्ताव आते थे। मुझे सबसे बुरा तो यह लगा था कि एक मिठाई के ब्रांड ने मुझे यह ऑफर दिया कि सिर्फ मैं अपनी तस्वीर पोस्टर पर लगाने की इजाजत दे दूं। इस बात से मैं काफी दुखी होती थी लेकिन जब मुझे बॉडी लोशन के ब्रांड से जुड़ने का मौका मिला तो लगा कि हां, मोटी लड़कियां भी इस तरह के विज्ञापन कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस विज्ञापन से जुड़ी हूं।

भारती सिंह, कॉमेडियन

8TH JAGRAN FILM FESTIVAL www.jff.co.in
OVER 400+ SCREENINGS • 16 CITIES • 1 FILM FESTIVAL

कहानियों ने बदली करवट

दूसरा पहलू

समय की नब्ज को पहचाना है आज के सिनेमा ने। वे कहानियां पर्दे पर आ रही हैं जिनमें जीवतंता है, विविधता है। विषय भी ऐसे जो आम आदमी के दिल को छूते हैं। यशा माथुर बता रही हैं कि आज के फिल्मकारों को विश्व सिनेमा का एक्सपोजर है। वे उसे गढ़ने के लिए नए प्रयोग करते हैं और ट्रीटमेंट को लेकर खास तौर पर सतर्क रहते हैं...

खूबसूरत वादियों में रोमांटिक गाना गाते, स्विट्जरलैंड में एक-दूसरे पर बर्फ फेंकते हीरो-हीरोइन, बचपन में बिछुड़े और फिल्म के आखिर में मिलते भाई, विलेन से बदला लेते हीरो अब फिल्मों से गायब हो गए हैं। अब एक नया सिनेमा गढ़ा जा रहा है, जिसमें हीरो अपनी पत्नी को टॉयलेट उपलब्ध कराने के लिए समाज से लड़ रहा है, हीरोइन अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है। लैंगिक समानता की बात हो रही है। समाज में अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। छोटी जगहों के विषय प्रमुख बनकर उभर रहे हैं। यह नया सिनेमा वैविध्यता से परिपूर्ण है और बॉलीवुड की हस्तियां मान रही हैं कि हमारे एक्टिंग करने का समय तो अब आया है।

और भी हैं रास्ते

आज पॉजिटिव टाइम है। अलग-अलग कहानियां कही जा रही हैं। डिजिटल माध्यम से भी काफी कुछ आसान हो गया है। हर फिल्म बड़े पर्दे पर ही रिलीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस वक्त देशभर के सफर पर निकले जागरण फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्मों का भी एक सेक्शन है, जिसमें 'चटनी' और 'काजल' सहित अनेक भाषाओं में ढेरों लघु फिल्में दिखाई जा रही हैं और इन्हें दर्शक खूब पसंद भी कर रहे हैं। ऑफबीट फिल्मों के लिए मशहूर तनिष्ठा चटर्जी आज मिल रहे मौकों को क्रिएटिविटी का समय मानती हैं। वे कहती हैं, 'डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लघु फिल्में आ रही हैं, जिनके माध्यम से अच्छी कहानियां कही जा रही हैं। लोगों को सकारात्मक संदेश दिए जा रहे हैं। यह कंटेंट का महत्वपूर्ण दौर है। कहानी कहने और क्रिएटिव काम करने वालों का समय है। हम सब इस डिजिटल मूवमेंट का पार्ट बन रहे हैं।' हास्य अभिनेता राकेश बेदी भी सोशल मीडिया और शॉर्ट फिल्म्स को अहम मानते हुए कहते हैं, 'आज सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल की बात कह सकते हैं। ढाई घंटे की फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, दस मिनट में भी अपनी बात कहकर पूरी दुनिया में स्टार बन सकते हैं और फिल्ममेकर व थिंकर के रूप में स्थापित हो सकते हैं।'

बदल गए हैं दर्शक भी

फिल्म में फाइटिंग सीन पर तालियां बजाने वाले दर्शक अब बदल गए हैं। उन्हें कुछ अलग चाहिए, ऐसा जो उन्हें झकझोर दे। 'अनारकली ऑफ आरा' के डायरेक्टर अविनाश दास कहते हैं, 'दर्शकों को हम आज पहली बार दुनिया नहीं दिखा रहे हैं। सूचनाओं के मामले में वे पहले से ही समृद्ध हैं। वे चाहते हैं कि उनके शहर की कहानी वास्तविक रूप में सामने आए। वे अपनी दुनिया देखना चाहते हैं। आज कंटेंट के आगे स्टारडम का भ्रम भी टूट रहा है। सलमान खान की 'ट्यूबलाइट' को इसलिए पसंद नहीं किया गया कि दर्शकों को वह सलमान खान के पहले के काम के बराबर नहीं लगी। उन्होंने स्टारडम को वोट नहीं किया। किस फिल्म को प्रमोट करना है किसको नहीं, जनता जान गई है।' ऋषि कपूर भी कहते हैं, 'सिनेमा देखने वाले दर्शक बदल गए हैं। जो 400 रुपए खर्च करके मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने आया है, उसकी अलग ही सोच है। हमारे समय में ऐसा नहीं था। बदलाव अच्छे के लिए हुआ है। दर्शकों को अच्छी फिल्में मिल रही हैं। हिट कॉमर्शियल भी बन रही हैं।'

अभी बाकी है संघर्ष

विनय पाठक की इमेज हास्य अभिनेता की बन गई है लेकिन इस दौर में वे जल्दी ही नए और यादगार किरदार करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी छोटी फिल्मों का संघर्ष कम नहीं हुआ है। विनय जागरण फिल्म फेस्टिवल को छोटे शहरों में ले जाने और वहां के दर्शक को अच्छी फिल्में दिखाने की सराहना करते हैं। वे कहते हैं, 'अभी भी बड़ी फिल्मों की रिलीज में 500 शो उनके नाम पर होते हैं। छोटी फिल्मों का संघर्ष अभी बाकी है। उन्हें शो कम मिलते हैं। जिनमें कोई अपील होती है वे महीने भर चल जाती हैं तो इन्हें हिट कह दिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कम लागत से ज्यादा कमाई कर ली होती है। नहीं तो छोटी फिल्में खांसकर जल्दी ही दम तोड़ देती हैं। वैसे अब कहानी प्रधान फिल्में ज्यादा बन रही हैं तो कलाकारों का सम्मान भी बढ़ गया है।'

प्रतियोगिता है वर्ल्ड सिनेमा से

हमारे समय में हर एक्टर के पास चार-चार फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड की होती थीं। पहली रील में बिछड़े और आखिर में विलेन को मारकर मिल गए। आज के दर्शक इसे रिजेक्ट कर देंगे। आज प्रतियोगिता इतनी है, इंटरनेट है, टीवी है, सूचनाएं हैं। आपकी विश्व सिनेमा से प्रतियोगिता है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो ही चल सकेंगे।

ऋषि कपूर, अभिनेता

बेस्ट है यह टाइम

आज आर्ट और कॉमर्शियल सिनेमा के बीच की लाइन धुंधली हो गई है। आप 'दंगल' को क्या कहेंगे? यह कॉमर्शियल फिल्म है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। कॉमर्शियल फिल्मों में आर्ट दिखाई दे रही है। अर्थपूर्ण सिनेमा की तादाद बढ़ गई है। आप किसी भी एंगल से देखें, यह बेस्ट टाइम है।

सारिका, अभिनेत्री

जमाने के साथ कंटेंट

आज इश्यू बेस्ड फिल्मों का दौर है। पंद्रह साल पहले तक तीन तरह की फिल्में बनती थीं जिनमें प्रेम कहानी, लॉस्ट एंड फाउंड और बदला लेने की कहानी होती थी। कॉमेडी फिल्म तो एक दशक में कोई एक ही बनी होगी। फॉर्मूला के जमाने में हास्य तो बहुत दूर चला गया था। आज अगर आपकी फिल्म में दम है तो वह जरूर चलेगी। कंप्यूटर शॉट जितनी मर्जी ले लें लेकिन जब तक कंटेंट ताजा और जमाने से तालमेल खाता नहीं होगा तब तक लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

राकेश बेदी, हास्य अभिनेता

हम एक्टर्स का दौर है यह

यह कहानियों, अच्छे डायरेक्शन और चरित्र अभिनय का दौर है। बड़े सितारे भी चरित्र अभिनय कर रहे हैं। हां, मैं कहती हूं कि यह हम एक्टर्स का दौर है। हम सब मिलकर एक अलग तरह का सिनेमा कर रहे हैं। दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो नई चीजों को लेकर बहुत स्वीकार्य हैं। अब बहुत कुछ है करने के लिए। हम बहुत अच्छे समय में आए हैं।

दिव्या दत्ता, अभिनेत्री

आज पर बन रही फिल्में

एंटरटेनमेंट में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक सिचुएशन पैदा हो गई है। आज हर कस्बे में इंटरनेट है। लोग अपनी तरह के कंटेंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसे ढूंढ ले रहे हैं। इंटरनेट ने सभी को सब उपलब्ध करा दिया है। आपको जो चीज पसंद आ रही है उसे देख सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर फिल्में हमेशा बनी हैं। आज लिंगभेद, यौन उत्पीड़न और बलात्कार पर फिल्में बन रही हैं क्योंकि यह आज की सच्चाई है।

टिस्का चोपड़ा, अभिनेत्री

जड़ों से जुड़ रहा सिनेमा

सिनेमा में हमेशा शहर के लोग आए और मुंबई के मेनस्ट्रीम फॉर्मूला को फॉलो करते रहे, लेकिन पिछले दो दशक से अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी, तिग्मांशु धूलिया, सुभाष कपूर, आनंद एल. राय जैसे लोग छोटे शहरों से निकलकर फिल्में बना रहे हैं। उनके अनुभवों की दुनिया बड़ी है, इसलिए सिनेमा का विषय भी फैला है। बड़े शहरों से देश की जड़ों की ओर गया है सिनेमा। सिनेमा ने पूरे भारत को जगह दे दी है तभी पूरे भारत का सिनेमा बन रहा है। अच्छी बात यह है कि इन सिनेकारों ने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया है। इन्हें पता है कि अच्छा और बुरा सिनेमा क्या है।

अविनाश दास, लेखक-निर्देशक

आप जैसा कोई

उमापति का प्रेम है रुद्रवीणा

भगवान शिव का स्वरूप हैं रुद्र और शिव का वाद्य मानी जाती है रुद्रवीणा। इस पौराणिक वाद्ययंत्र पर सुरों की साधना करते हैं मूल रूप से जर्मनी के कार्सटन विके। कार्सटन अब कोलकाता में रहते हैं। बचपन में वॉयलिन से गहरा प्रेम रखने वाले यह संगीतज्ञ अब भारतीय संगीत और खासतौर से रुद्रवीणा में पूरी तरह रमे हुए हैं। शिव के महीने सावन में शिववाद्य रुद्रवीणा के इतिहास, विशेषता और अपने अब तक के सफर के बारे में कार्सटन से मनीष त्रिपाठी की बातचीत के अंश...

बात अगर वीणा की करें तो वीणा शब्द से ढेरों वाद्य यंत्र हैं। मगर जो शिव से संबंधित है वो है रुद्रवीणा। रुद्र भगवान शिव का एक स्वरूप है। अपने गुरु और रिसर्च के जरिए माइथोलॉजी की बात करें तो एक बार शिव कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो पार्वती की खूबसूरती को बता सके तो उन्होंने रुद्रवीणा बनाई। रुद्रवीणा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसका स्वरूप देवी पार्वती को दर्शाता है। फिर वो चाहे तुंबा हो या उसके तार हों। आप कई तरह के वीणा के बारे में पाएंगे। ये बाकी सभी से एकदम अलग है। अगर आप इसके बारे में पता करें तो यह 16वीं शताब्दी में असल आकार में आया। जिसके बाद इसको जानने और समझने वाले बढ़ते गए। आप पाएंगे कि जो इसे बजा रहे हैं वे भगवान शिव के भक्त हैं। वो इसे बजा रहे हैं ताकि शांति पा सकें।

बंदिशों में मिली संगीत की आजादी

मैं जर्मनी में पैदा हुआ और वहीं पला-बढ़ा हूं। उस दौरान जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था। तब राजनैतिक तौर पर बहुत बंदिशें थीं, वीजा वगैरह मिलने में भी दिक्कत आती थी। जब मैं 18-19 साल का हुआ तब संगीत से जुड़ने का मौका मिला। उस समय मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को जाना। दरअसल, मेरे एक दोस्त को मेडिटेशनल गुरु मिले, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टेप लेकर घूमते थे। मैंने जब इसे सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इस संगीत से मेरा कोई जुड़ाव अवश्य है। ये मुझे बड़ा आकर्षक लगा। तब मैंने फैसला किया कि मैं भारत जाऊं और इसको समझूं। यहां आकर मैंने कोलकाता में पं. अनिंदो चटर्जी से तबला सीखना शुरू कर दिया था। मैं रुद्रवीणा सुनने के लिए जगह-जगह जाता था। दिल्ली जाकर मुझे उस्ताद जी से मिलने का मौका मिला जहां मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ।

बेजोड़ है क्लासिकल म्यूजिक

दुनियाभर में तमाम संगीत है, मगर जहां तक मुझे लगता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक अलग ही स्तर का होता है। आप देखें कि बॉलीवुड मूवीज में भी संगीत और खासतौर से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रहता जरूर है। यह उस ऊंचाई तक जाता है जहां पाश्चात्य संगीत नहीं पहुंच सकता। हालांकि वहां के क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वॉयलिन भी अपनी एक अलग ही छाप लिए हुए है। इसका भी अपना स्थान है यह भावनाओं की छींटे लिए हुए होता है।

उदास हो रहा है रुद्रवीणा

जब मैं अभ्यास करता हूं तो मेरे पास तमाम युवा आकर पूछते हैं कि वो भी इसे बजाना सीखना चाहते हैं। कई सवाल होते हैं उनके मन में। इसकी तकनीक, बजाने का तरीका, इतिहास आदि। पहले समय में ये होता था कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कहां हैं? आज पूरे देश में खासतौर से उत्तर भारत में सभी रुद्रवीणा को पूछते हैं न कि सरस्वती वीणा को, जो खासतौर से दक्षिण भारत का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। रुद्रवीणा और सरस्वती वीणा में बहुत अंतर है। सरस्वती वीणा सितार की तरह होता है, जबकि रुद्रवीणा में दो एकसमान तुंबा होते हैं। भले ही देश के कई हिस्सों में रुद्रवीणा की परफॉर्मेंस होती है, मगर इसमें भी एक कठिनाई है। रुद्रवीणा सीखने में कोई परेशानी नहीं होती, जो असल परेशानी होती है वो यह कि आज रुद्रवीणा हर जगह नहीं मिलते। रुद्रवीणा बनाने वाले कई लोग अब नहीं रहे या फिर तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने रुद्रवीणा के प्रति लोगों की उदासीनता के चलते अपना काम बंद कर दिया है। मैं खुद रुद्रवीणा बनाता हूं। जब मैं अपने उस्ताद पद्मभूषण असद अली खान के पास आया तो मैंने पूरे कोलकाता में ढूंढा मगर मुझे रुद्रवीणा नहीं मिले और जो मिले भी वे या तो इस्तेमाल किए हुए थे या फिर रिपेयर किए हुए।

संयम के साथ साधना

रुद्रवीणा बजाने के लिए वज्रासन में बैठना पड़ता है जो कठिन भी होता है। साथ ही रुद्रवीणा का वजन भी 2-3 किग्रा होता है। आपको पूरा वीणा उठाना होता है। आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। आप जैसे सांस लेते हैं वीणा की आवाज भी बदल जाती है। जो तार होते हैं वो आपके हिलने से भी मुड़ जाते हैं तो आपको अपनी मूवमेंट पर बेहद संयम और नियंत्रण रखना पड़ता है। अब इसीलिए मैं वादन के समय सुखासन को वरीयता देता हूं।

फ्यूजन का तड़का बेअसर

रुद्रवीणा में ध्रुपद मेरा पसंदीदा कंपोजीशन है। मारवा मुल्तानी, सबसे जरूरी राग में से हैं। ध्रुपद में जो भाग हम बजाते हैं वो असल में पूरा नहीं होता। हम केवल जरूरी राग ही बजाते हैं। न तो इसमें ज्यादा मिक्सिंग कर सकते हैं न इसके साथ जुगलबंदी की जा सकती है। जोर, झाला जैसे अलाप होते हैं, जिसे पखावज के साथ मिलकर बनाया जाता है। हर राग का अपना रंग और श्रुति होती है। मैंने अब तक कई ध्रुपद वोकलिस्ट के साथ काम किया है। मगर मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता। हालांकि मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सैक्सोफोन के साथ जुगलबंदी की थी। लोग भले ही फ्यूजन पसंद करते हों मगर रुद्रवीणा में यह थोड़ा मुश्किल होता है।

सिर्फ लगन है जरूरी

अगर आप वाकई में इसको सीखना चाहते हैं तो इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। जो बात मायने रखती है वह यह कि आपका पैशन और बैकग्राउंड कितना मजबूत रहा है। लोग सीखने का पैशन तो रखते हैं मगर पूरी तरह से कोशिश नहीं करते। मैंने अपने शुरुआती दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखे। यह मुश्किल तो होता है मगर असंभव कुछ भी नहीं। इसमें उम्र आड़े नहीं आती, यदि आड़े आती है तो वो आपकी लगन है। ...क्योंकि यह केवल संगीत साधना नहीं है, बल्कि रुद्रवीणा सीखने में आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व निर्माण होता है।

25th Dr. Vasantrao Deshpande
ANTAR-RASHTRIYA
SANGEET SAMAROH
NAGPUR

मध्यदक्षिणी SCZCC

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

Presents

25th रजत जयंती वर्ष
Silver Jubilee Year

DR. VASANTRAO DESHPANDE ANTAR-RASHTRIYA SANGEET SAMAROH

भारत का सबसे बड़ा एवं पहला अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह

30TH-31ST JULY, 1ST-2ND-3RD AUGUST 2016; DAILY: 6.00 PM
DR. VASANTRAO DESHPANDE SMRUTI SABHAGRUHA, CIVIL LINES, NAGPUR

PROGRAMME

Saturday, July 30, 2016 - Carsten Wicke - Germany (Rudra Veena) • Pt. M. Venkateshkumar (Hindustani Vocal) • Dr. L. Subramaniam (Violin)

Sunday, July 31, 2016 - Taka Hiro - Japan (Santoor) • Pt. Hari Prasad Chaurasia (Flute) with Pt. Vijay Ghate (Tabla) and Pt. Bhavani Shankar (Pakhawaj) • Shama Bhate & Group (Nritya Vasant - Kathak Ballet)

Monday, August 1, 2016 - Nagnath Adgaonkar (Hindustani Vocal) • Tarun Roshan Lala (Tabla) • Sangeet Preeti-Sangam (Sangeet Natak by Mumbai Marathi Sahitya Sangh)

Tuesday, August 2, 2016 - Deepti Namjoshi (Hindustani Vocal) • Dr. Kadri Gopalnath (Saxophone) & Pravin Godkhindi (Flute) • Rashid Khan (Hindustani Vocal)

Wednesday, August 3, 2016 - A. Sivamani & Runa Rizvi Sivamani (Fusion) • Sh .Rahul Deshpande (Hindustani Vocal) • Ustad Amjad Ali Khan (Sarod)

ADDED ATTRACTIONS

SMRITI VASANT - A Multimedia Exhibition on Dr. Vasantrao Deshpande will be on display during the event between 11.00 am and 10.00 pm daily, at Raja Ravi Verma Art Gallery, adjacent to Vasantrao Deshpane Hall.

• Display of famous Portrait Rangoli of Maharashtra on legendary musicians of India

DAILY DONATION CARDS @ ₹ 150/- , SEASON CARDS @ ₹ 600/- AND SEASON PRIVILEGE CARD @ ₹ 2500/- ARE AVAILABLE

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR, 56/1, CIVIL LINES, NAGPUR-440001 P: 0712 - 256 5107 | E: sczccdirector@gmail.com | W: www.sczcc.gov.in

"DISCLOSE YOUR UNDISCLOSED INCOME" *-In Nation's Intrest-* **SCZCC**

Superb Classical vocal recital by M Venkatesh Kumar marks inaugural of *Sangeet Samaroh*

■ Staff Reporter

Carsten Wicke artist from Germany presently learning Hindustani Classical music in India presenting *raga Marwa* on *Rudra Veena* on the opening day of the 25th Dr Vasantrao Deshpande Sangeet Samaroh organised by SCZCC on Saturday. (Related report on page 3) (Pic by Satish Rau

THE 25th International *Sangeet Samaroh* organised in the memory of Dr Vasantrao Deshpande by South Central Zone Cultural Centre (SCZCC), Nagpur began on a powerful note with Hindusthani Classical vocalist Prof Venkatesh Kumar putting up a robust performance at the newly done-up, beautifully decorated Dr Vasantrao Deshpande Hall on Saturday.

Other artists who also performed were Carsten Wicke from Germany who presented *Dhrupad ang Rudra Veena* Recital and Carnatic Violinist Dr L Subramaniam , also known as the 'Emperor of Violin'.

Amongst the three, Prof Venkateshkumar's rendition was the most memorable one, as his *gayaki* reflected the very soul of Hindusthani classical music at it's best. His first presentation of 'Raga Yaman Kalyan', had a *vilambit* in 'Pata Tore Kavan' followed by a brilliant piece in *drut* that was marked with several powerful *taans*. His ornate *meends* and *Sargams* were at reat. He followed it with a *teentaal bandish* in 'Raga Durga' in 'Mata Bhavani'. What frustrates connisseuers is the paucity of time allotted to top artists, who barely open up in the time allotted. His style of *gayaki* was one that can be said of as vanishing.

With fire in the belly, he unleashed some brilliant fiery *taans* that were mind-boggling. He was provided equally good musical accompaniment on the tabla by Sridhar Mande, on the harmonium by Guruprasad Hegde, on Tanpura by Local artist Vinod Wakhre and Anand Fadnavis.

First to take the stage was, as curtains parted, was the German scholar, Film-maker, Writer and Musician Carsten Wicke of Germany. He took up the 'Raga Marwa' for a detailed delineation that had an *alaap, Jod* and *Jhala* with a *gat* in *taal Dhamar*. Carsten did full justice to his presentation and showed that music is universal and can be learnt by anyone who has the ear and sense of rhythm to understand it's grammar. His handling of the fragile yet weighty stringed instrument was technically sound and effortless and revealed his mastery over the celestial instrument.

The presentation was spiritually elevating and had many in the audience going into a meditative trance.

The last to perform for the day was Dr L Subramanium also called the 'Violin Chakraborty'. He selected the *Raga Bhupali* also known in Carnatic genre as 'Mohana' for a detailed presentation. It had an *alap*, a *varnam* that was played at multiple speed. He was provided musical accompaniment by DSR Murthy, Satish, Satya Sai. The performance was not reviewed due to the time constraint.

Earlier, the programme commenced a good 45 minutes late, with the lighting of the lamp by Veena Artist Carsten Wicke, Prof Venkateshkumar, Vilas Kale, Devendra Parekh and Dr Piush Kumar. Vocalist Aniruddha Deshpande and his team presented a well rendered *Naandi*. Union Minister for Shipping and Surface transport Nitin Gadkari felicitated veteran musicians of Nagpur like Dr Appasaheb Indurkar, Usha Parkhi and Tabla *nawaz* Wadegaonkar with a *Mangal Vastra, Shreefal* and bouquet. Speaking on the occasion, Gadkari paid glowing tributes to Dr Vasantrao Deshpande, who showed his mastery over vocal music as well as acting in the immortal classic play written by Dr Purushottam Darwhekar. He lauded Dr Vasantrao Deshpande's contribution to classical music and also praised the three veterans who were felicitated. He congratulated SCZCC for their effort in extending the duration of the *Sangeet Mahotsav* and also inviting top talent to perform in Nagpur. He said that he will try to seek a prize money of Rs Five Lakh for the motivation of the upcoming talent. He announced his plans for making a musical fountain at Telankhedi Garden and at the Swami Vivekanand Statue site at Ambazari that will have music by AR Rahman and commentary by Gulzar. Shweta Shelgaonkar conducted the proceedings.

(Top) Violin Maestro Dr L Subramaniam and (Above) Prof Venkatesh Kumar presenting instrumental and vocal classical music on the occasion.

Classical stalwarts take centre stage

Barkha.Mathur
@timesgroup.com

Pics: Ranjit Deshmukh

Carsten Wicke from Germany plays the Rudra Veena while Hindustani vocalist Pandit M Vyankatesh kumar (below) presents a rendition during the Dr Vasantrao Deshpande Antar Rashtriya Sangeet Samaroh on Saturday

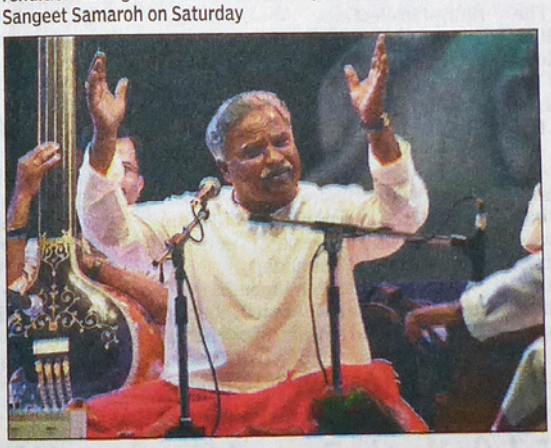

Nagpur: The 25th edition of Vasantrao Deshpande musical festival organized by SCZCC got off to a flying start with stalwarts of music world taking the stage at Deshpande hall in the city on Saturday.

The recently-renovated auditorium with brand new seats was decked up with white flowers. The aesthetics on the stage were complete with a mural of Trinity and a structure with hanging leaves added to the charm of the evening.

In a presentation befitting the occasion, the five-day festival began with the recital of Rudra Veena by German musician Carsten Wicke. Often seen in picture the goddess of learning Saraswati holding it, there were many in the auditorium who saw the divine and oldest instrument of classical music physically for the first time.

DESHPANDE MUSIC FEST

Wicke began his recital with Raga Maarwa, his alaap displaying the meditative depth of Dagarbani Dhrupad style, and worked his performance to the faster stages in the distinguished style of Khandarbani which is recognized for its jor and jhala. He described his training as deeply rooted in Indian tradition. Wicke concluded his recital with a short composition in the same raga.

Following him on the stage was another maestro of Hindustani classical music, M Vyankatesh Kumar who blends the styles of Gwalior and Kirana gharana. Selecting the evening Raga Yaman Kalayan, Kumar's elegant vistaar ran the entire gamut of the classical tradition with high and low notes, bol taans and alaaps. Equally

> Many in the audience saw the divine and oldest instrument of classical music, Rudra Veena, physically for the first time

mesmerizing was the presentation of Raga Durga with the bandish 'Mata Bhawani' which underlined why the vocalist's singing is often termed divine and his visage as that of a saint while he is on stage.

The best was kept for the last, with 'the god of Indian violin' as he is often called, L Subramaniam concluding the presentations of Day One of the festival with his recital. He picked up Raag Bhopali, the equivalent of raga Mohana in Carnatic style, for his maiden performance in the city starting with an alaap and varnam in multiple speeds and concluding it with two speeds.

This being the silver jubilee year of the music festival, the cultural centre also honoured three senior vocalists Appasaheb Indurkar, Usha Parkhie and Gopalrao Wamanrao Wadegaonkar. They were felicitated by union minister Nitin Gadkari. Earlier, the programme began with rendition of a Nandi by Aniruddha Deshpande.

NAG
Modification U/S
No. NIT/DDTP/Sec-37/2016
The Revised Developm
Maharashtra Regional an
vide Urban Developme

Kokuyo Camlin mobilizes prominent artists to paint for Drought Relief

Mumbai, May 26th 2016. Keeping in line with its Eco-Friendly focus and doing its bit for the environment, Kokuyo Camlin, the leading manufacturer in stationery and art materials, invited over 60 prominent artists from across the country to unleash their creativity in a unique initiative titled `Camlin Draws For Drought' at a function held at Rachana Sansad Academy of Fine Arts and Craft in Mumbai today.

Prominent professional artists that participated in this event included Vasudeo Kamath, Anant Bowlekar, MadhavImartey, PrakashBal Joshi, Ganesh Hire, Nana SahebYeole, Aniket Khupse,Arvind Hate, Shrikant Jadhav, Ratnadeep Adivarekar, Vipta Kapadia, Achyut Palav, John Douglas and Suhas Bahulkar to name a few.

With Drought taking place due to the shortage of rainfall in various parts of the country including Marathwada and Vidharba. The objective of this initiative, `Camlin Draws for Drought' is to raise money for these affected drought areas by auctioning the work of these prominent artists and using the money to help in drought relief.The proceeds of the auction will be given to an NGO – Vandana Foundation. Reiterating the need to conserve water, the professional artists that participated in this day-long event painted their creativity using only dry mediums like pastels, pencils, charcoal and graphite.

Excited about the initiative, Mr. Shriram Dandekar, Vice Chairman and Executive Director, Kokuyo Camlin said, "As an eco-sensitive and responsible corporate Kokuyo Camlin has been always involved in various social initiatives which have been successful in achieving their objectives. We are glad to tie-up with Vandana Foundation and do our bit for addressing the prevailing drought situation in the state. With successful events like Project Ganga, Art for the cause of "Swachh Bharat" and also teaming up with the Indian Army ETF, we are optimistic of this being a success too."

Commenting about the initiative, Mr. Saumitra Prasad, Chief Marketing Officer, Kokuyo Camlin said, "Kokuyo Camlin's philosophy is to make meaningful contribution to the society and promote art for good causes. In the past Kokuyo Camlin has organized events like Art for the cause of "Swachh Bharat" and "Project Ganga" in the past where artist have painted for the cause of the nation. Our country is the land of farmers and we are always concerned with the plight of the farmers. The shortage in rainfall over last couple of monsoons has created a severe drought situation in many parts of the country, especially Marathwada and Vidarbha region in the state of Maharashtra. We would like to express our deep gratitude to Vandana foundation and RachnaSansad for supporting us for this activity and especially the artists who donated their paintings for the cause."

Rudra Veena - Sound of the Divine

on May 29, 2016 6:30 PM – 8:30 PM at India Habitat Center, Lodhi Road, New Delhi

Ms. Shabana Dagar, Director of Ustad Imamuddin Khan Dagar Indian Music Art & Culture Society and The Dagar Archives Jaipur presents Gunijan Sabha Verse 11 – "Rudra Veena – Sound of the Divine".

Carsten Wicke, a German by Birth, started his journey of Music by learning Violin and Vocal music. In 1990, he came to India and learnt Hindustani Classical Music through Guru Shishya Parampara. Rudra Veena Maestro Ustad Asad Ali Khan accepted him as one of the very few disciples and taught him traditional Rudra Veena in Khandarvani Dhrupad style. Also Carsten learnt Dagarvani Dhrupad style with Ashish Sanskrityayan.

Based in Kolkata today, Carsten is establishing himself as one of the few present Rudra Veena performer. His performance unites the meditative depth of Dagar Vani style in Aalap with dynamism of Khandar Vani Dhrupad in Jor and Jhala.

Besides, Carsten also develops and manufactures new Veenas in collaboration with local craftsmen.

About the Organization: Scion of the Dagar Gharana, Shree Alimuddin khan Dagar Sahab founded "Ustad Imamuddin khan Dagar Indian Music Art & Culture Society" in 1978. Since then this society is working for enhancement of music, art & culture. Ms Shabana Dagar and her brother Mr. Imran Dagar are governing the society activities for last 14 years. They belong to the 20th Generation of the Dagar Family. They are the grand children of late Vidwan Ustad Imamuddin Khan Dagar, exponent of Dagarvani Dhrupad Gharana.

Under the auspices of the society, in year 2009, Shabana Ji and Imran Ji established "The Dagar Archives". This is the first archive of Dagar Family. It is located on 2nd floor of Ravindra Manch. The archives presents the history of Dagars and hosts rare recordings, rare pictures, Artifacts and many more rarities associated with Dagar family.

The society also supports research work. Two students have completed their PhD research work in music under the auspices of the Society and the Dagar Archives.

The society conducts cultural events and Classical music concerts in Jaipur, Delhi and other cities. In Delhi so far, the society has conducted 10 verses of Gunijan Sabha, which focuses on performance and dialogue with artists from different art fields.

MINISTRY OF CULTURE
GOVERNMENT OF INDIA

Supported by
Dept. of Culture,
Govt. of India

PANDIT RADHA KRISHNA-KARTA RAM MALLICK INTERNATIONAL 22ND DHRUPAD SAMAROH

Present by Dhrupad Academy, Delhi

Pandit Nawal Kishore Mallick
Sh. Nilesh Kumar Mallick
(Dhrupad Vocal) - Delhi

Shri Carsten Wicke
(Rudra Veena) - Germany

Ustad Wasifuddin Dagar
(Dhrupad) - Delhi

29th Dec. 2016 (3 pm to 6 pm)

Pandit Nawal Kishore Mallick (Dhrupad)
Sh. Nilesh Kumar Mallick
Shri Carsten Wicke (Rudra Veena)
Ustad Wasifuddin Dagar (Dhrupad)

30th Dec. 2016 (3 pm to 6 pm)

Pandit Uday Kumar Mallick (Dhrupad)
Smt. Namrrta Raai (Kathak Dance)

Accompanist Artist

Sh. Raj Kumar Jha
(Pakhawaj)

Pandit Uday Kumar Mallick
(Dhrupad Vocal) - Delhi

Smt. Namrrta Raai
(Kathak Dance) - Dehradun

Pt. Ravi Shankar Upadhyay
(Pakhawaj)

Pt. Mohan Shyam Sharma
(Pakhawaj)

Sh. Rupesh Pathak
(Vocal)

Sh. Shubh Maharaj
(Tabla)

Sh. Rishi Upadhyay
(Pakhawaj)

: VENUE :

Vivekanand Auditorium, Kathak Kendra,
2 San Martin Marg, Chankyapuri, New Delhi

Cordially you are invited

M. : 8800341823, 9213394109

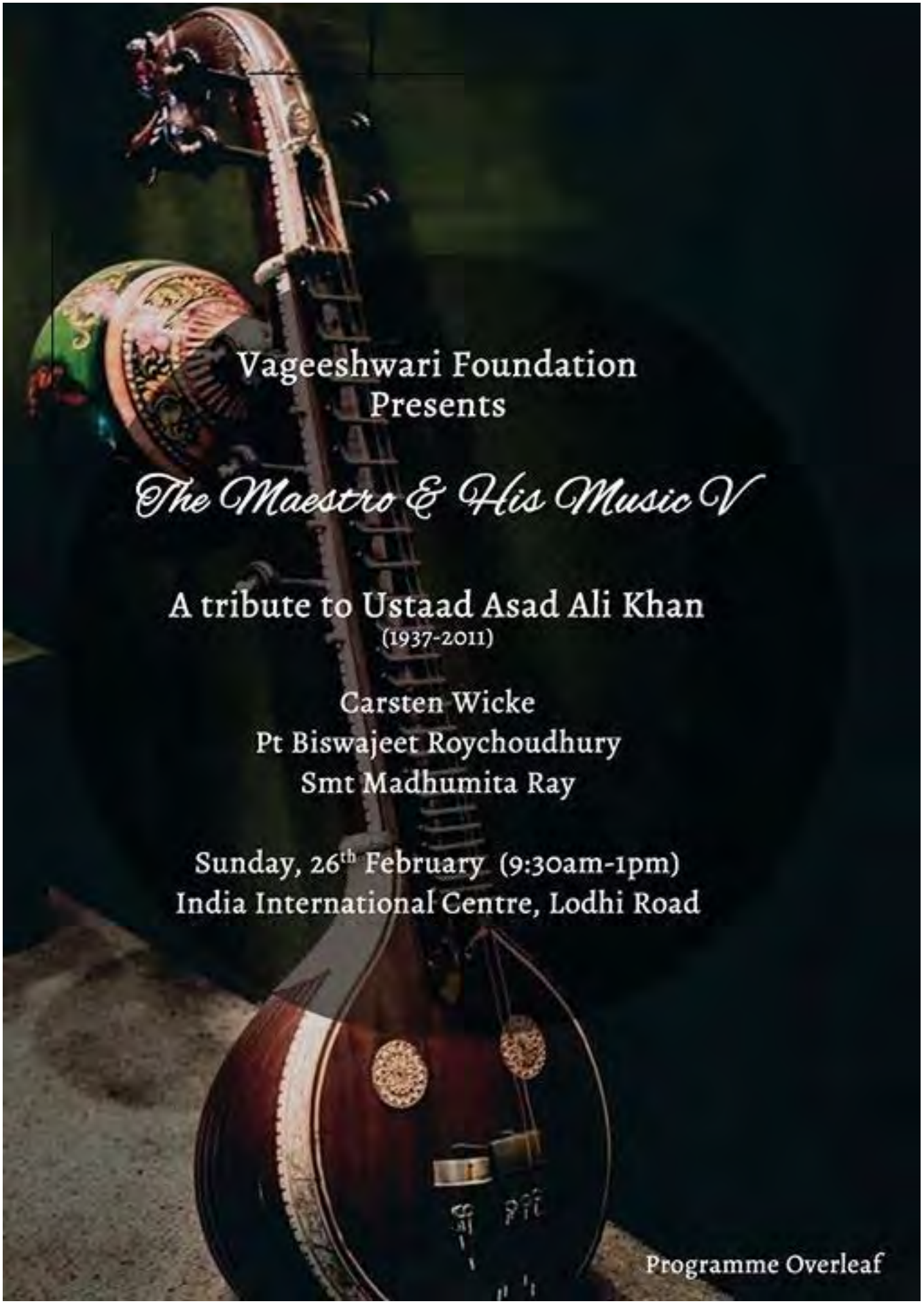
Vageeshwari Foundation
Presents
The Maestro & His Music V
A tribute to Ustaad Asad Ali Khan
(1937-2011)
Carsten Wicke
Pt Biswajeet Roychoudhury
Smt Madhumita Ray
Sunday, 26th February (9:30am-1pm)
India International Centre, Lodhi Road
Programme Overleaf

Department of Archaeology & Museums
&
Art & Culture Govt. of Rajsthan
Present

Rudra Veena Festival 2017

In Association with
Ustad Imamuddin Khan Dagar Indian Music Art & Culture Society
&
The Dagar Archives, Jaipur

13-14-15 October 2017
Albert Hall Museum – Jaipur

Morning Sessions : 11:00 am to 1:00 pm
Evening Concerts : 6:00 pm to 9:00 pm

Ud. M. Bahauddin Dagar

Ud. Zahid Faridi

Sushree Sharada Mushti

Shree Carsten Wicke

Pt. Suvir Misra

Pt. Rajshekhar Vyas

Dedicated to
Ustad Bande Ali Khan Beenkaar
1830 - 1895

Divine Vibrations
Rudra Veena Photo Exhibition
All three days

13th October -17
Gunijan Sabha (Morning Session)

Dhrupad Aalap By
Jerome Cormier
&
Performance
by Young Rudraveena Students
Murali Mohan, Henkel Mloukan,
Arpita Sharma

Evening Concert : Veena Recital by
Sushree Sharada Mushti & Ud. Zahid Faridi

14th October -17
Gunijan Sabha (Morning Session)
Session on Veena Making by
Sh Mangala Prasad Sharma (Veena Maker)
and Panel discussion – Sh. Carsten Wicke,
Pt. Suvir Misra

Evening Concert: Veena Recital by
Sh. Carsten Wicke & Pt. Suvir Mishra

15th October -17
Gunijan Sabha-Verse 27 (Morning Session)
An interaction with
Ud. Bahauddin Dagar,
Pt. Rajshekhar Vyas, Sh. Carsten Wicke,
Pt. Suvir Misra, Ud. Zahid Faridi
& Sushree Sharada Mushti

Evening Concert : Veena Recital by
Ud. Bahauddin Dagar & Venkatesh
Pt. Rajshekhar Vyas

Yuva Shagird

Jerome Cormier

Murali Mohan

Heikel Mlouka

Arpita Sharma

(Pakhawaj Sangat)
Sh. Salman Khan
Sh. Sukhad Munde
Pt. Satya Bhuvan Pathak
Pt. Praveen Arya

Contact:
Dr. Rakesh Chholak (Superintendent Albert Hall) +91-9414335728
Shabana Dagar (President Dagar Society) +91-9929878604

Hospitality Provide by RAJASTHAN
Dera Mandwaa
A Beautiful Boutique Hotel

अपकमिंग इवेंट

उस्ताद बंदे अली खान बीनकार की याद में होगा तीन दिवसीय उत्सव

अल्बर्ट हॉल पर गूंजेंगे रुद्रवीणा के स्वर

डेली न्यूज, mix रिपोर्टर

जयपुर। मशहूर बीनकार रुद्रवीणा वादक उस्ताद बंदे अली खान की याद में होने वाले तीन दिवसीय 'रुद्रवीणा उत्सव' के तहत शहर के अल्बर्ट हॉल की प्राचीर पर देश-विदेश के दिग्गज रुद्रवीणा कलाकारों के स्वर गूंजेंगे। मौका होगा, उस्ताद इमामुउद्दीन खान डागर इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसायटी और कला, संस्कृति विभाग की सहभागिता में करीब 7 साल बाद फिर से शुरू होने वाले रुद्रवीणा उत्सव का। इस बीच तीन दिनों तक रुद्रवीणा के सुरों की सरिता बहेगी। उत्सव के तहत जहां देश-विदेश के कलाकार अपना रुद्रवीणा वादन प्रस्तुत करेंगे, वहीं मॉर्निंग सेशन में टॉक शो भी आयोजित होंगे, इनमें कलाकार लुप्त होते साज 'रुद्रवीणा' पर बातचीत करेंगे। उस्ताद इमामुउद्दीन खान डागर इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसायटी की प्रमुख शबाना डागर के मुताबिक, रुद्रवीणा फेस्टिवल ऐसा अनोखा फेस्टिवल है, जिसमें एक ही मंच पर प्राचीन साज रुद्रवीणा का बखान किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल पिछले सात सालों से सरकार की उदासीनता के चलते नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस साल कला, संस्कृति विभाग ने फेस्टिवल में गहरी रुचि दिखाते हुए रुद्रवीणा जैसे साज को फिर से पहचान दिलाने का सराहनीय कार्य किया है। शबाना के कहा कि इस साल यह फेस्टिवल 13 अक्टूबर से शहर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित किया जाएगा। इसमें मॉर्निंग और इवनिंग कंसर्ट में कलाकारों का रुद्रवीणा वादन होगा।

ऑन द स्पॉट बनाई जाएगी 'रुद्रवीणा'

कार्यक्रम संयोजक इमरान डागर ने बताया कि समारोह की विशेषता इस साल यह होगी कि दर्शकों को ऑन द स्पॉट रुद्रवीणा बनते देखने का मौका मिलेगा। इसमें वीणा मेकर मंगलादास अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। डागर ने बताया कि उत्सव के दूसरे दिन मॉर्निंग सेशन में मंगलादास दर्शकों के बीच रुद्रवीणा बनाने की टेक्निक बताएंगे और रुद्रवीणा के अलावा दूसरी वीणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे।

ध्रुवपद से होगा आगाज

तीन दिवसीय 'रुद्रवीणा उत्सव' का आगाज 13 अक्टूबर को सुबह ध्रुवपद गायिकी के आलाप से होगा। इसमें पेरिस के कलाकार जेरोम प्रस्तुति देंगे। युवा कलाकारों की एक टीम रुद्रवीणा वादन प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा शाम को होने वाले म्यूजिकल कंसर्ट में शारदा मुश्ती और उस्ताद जाहिद फरीदी का रुद्रवीणा वादन होगा। समारोह के दूसरे दिन पैनल डिस्कशन में विदेशी कलाकार करस्टेन विकी, पं. सुवीर मिश्रा और प्रोफेसर सुनिरा कासलीवाल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसी दिन शाम को करस्टेन विकी और पं. सुवीर मिश्रा का रुद्रवीणा वादन होगा। समारोह के अंतिम दिन मॉर्निंग सेशन में गुणीजन सभा आयोजित की जाएगी। इसमें विख्यात रुद्रवीणा वादक बहाउद्दीन खां डागर, पं. राजशेखर व्यास, करस्टेन विकी, पं. सुवीर मिश्रा व उस्ताद जाहिद फरीदी और शारदा मुश्ती अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसी दिन शाम को उस्ताद बहाउद्दीन खां डागर और पं. राजशेखर व्यास का रुद्रवीणा वादन होगा।

SWEET SOUND OF RUDRA VEENA UNHINDERED

After Hrs Correspondent

Organised under the auspices of Ustad Immamuddin Khan Dagar Indian Music Art and Culture Society, the second day of the Rudra Veena Fest started with Rudra Veena recital by Arpita Sharma. She presented an extended aalap, jod and jhala in raag Gujari Todi. This was a very heartening performance. For the morning session, Mangala Prasad Sharma, a famous string instrument maker renowned for Veena making was also there. On the discussion panel were famous Veena players Carsten Wicke and Pt. Suvir Misra.

This session was highly engrossing and thought provoking. It was like the debates of pandits that offered the qualitative enhancement of the discussion. There was a discussion on whether the Veena should be made using bamboo or teak or redwood. The audience got to hear the sweet and melodious sound of Veena unhindered.

The evening session of Rudra Veena Fest also started with the performance of Carsten Wicke. His performance displayed the influence of Dhrupad traditions. The detailed *aalap* in *raag bihag* followed the structure of Dagar Bani Dhrupad. After chautal composition in *raag bihag*, Carsten finished the concert with a short rendition of Raag Sohoni followed by a vocal ang bandish in Sooltaal displaying the vocal background of Veena Playing.

In the second part, Pt. Suvir Mishra presented *raag* Poorvi Kalyaan with *aalap* structured in Dagar Bani Dhrupad style slowly unfolding the beauty of this rare *raag*. He concluded the concert with a fast sooltaal composition in Raag Bageshri Malkauns. Shabana Dagar, who belongs to the 20th generation of the world famous Dagar Gharana of Dhrupad, has taken up her mission to enhance and expand Dhrupad and Veena in India and abroad.

afterhoursjpr@dnaindia.net

Outlook

https://www.outlookindia.com/website/story/what-is-the-future-of-ancient-rudra-veena-in-hindustani-classical/303139

What Is The Future Of Ancient Rudra Veena In Hindustani Classical?

Integral to the Dhrupad system of north India, the rudra veena is facing an existential crisis. A just-concluded three-day music festival in Jaipur seeks to find solutions and strings together its exponents, makers and aesthetes from across the country. Sreevalsan Thiyyadi

[...Not surprising, thus, that Dhrupadiya Carsten Wicke himself makes the instrument punctuated by two large resonators made of dried or hollowed gourds along its long tubular body (made of wood or bamboo) with a length between 54 and 62 inches. “We are torch-bearers of a largely neglected art,” the German-origin Kolkatan sighs.

On day one evening, Sharada Mushti rendered raga Desh, with her performance echoing the influence of surbahar, the bass sitar. As music buff Nitin Vaidya points out, “she is the second woman rudra veena performer after Jyoti Hegde.” That was followed by Zahid Faridi’s recital that began with an alaap in Bhairavi.

The Sunday morning saw Gujari Todi taken up by Arpita Sharma, a disciple of Suvir Misra. This was followed by a session on veena-making, where Sharma, Wicke and Misra spoke. That evening, Wicke, who has learned from (late) Asad Ali Khan, gave a detailed rendition in raag Bihag and later Sohini. Mumbaikar Misra, a disciple of Zia Fariduddin Dagar, presented raag Poorvi Kalyaan and then a fast compositionin raag Bageshri Malkauns....]

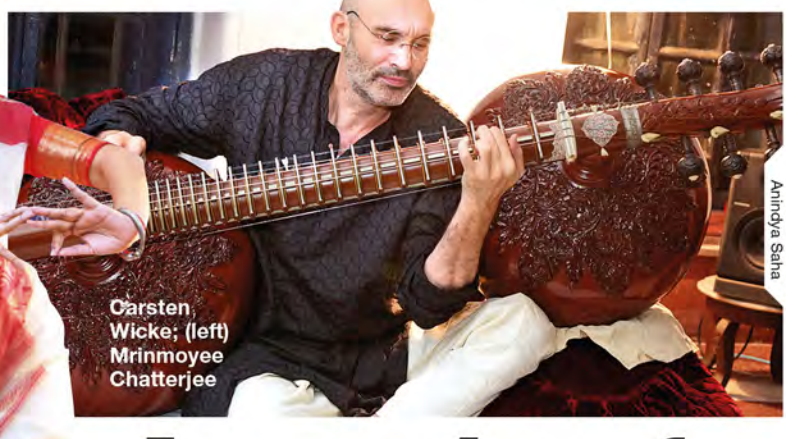

Carsten Wicke; (left) Mrinmoyee Chatterjee

Anindya Saha

An evening of adda and music

German musician **Carsten Wicke** enthralled audience with his soulful playing of the Rudraveena. "Many foreigners have ardently taken up Indian classical music. It takes immense sincerity to pursue such music — be it vocal or instrumental. Only a dedicated apprentice can successfully present classical recital. I am glad that people here liked my music," said Carsten, who played raag Malkauns in dhrupad style. His performance was followed by **Mrinmoyee Chatterjee**'s dance recital.

Damiano Francovigh

Simone Hassett and Louise Parry

Maureen Forrest

Michael Feiner

Jean Frederic Chevallier

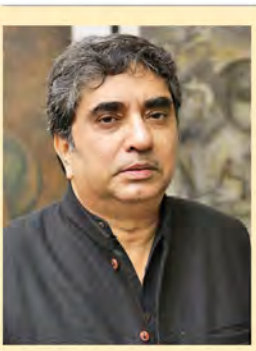

Anik Dutta

Jonathon Ward

Art Adda, the musical evening, that featured musicians and dancers, was enjoyed by a bunch of guests including some of the consulate members in the city. Besides the soulful music, the evening was also about bonhomie and everyone was seen engaged in a relaxed conversation. Theatre director **Jean Frederic Chevallier**, who was seen having a good time at the do, said, "It is a nice and pleasant evening. I like the fact that people in this gathering have a strong will to talk openly and intensely."

Gautam De

Lee Calkins

Larah Brady and Eithne Walsh

Santanu Ghosh

Along with good music, the evening was also filled with lip-smacking finger food. "It was all about loving music and enjoying conversation with like-minded people. Kolkata is a place where one can indulge in informal conversations over art, music and all the other cultural aspects," **Santanu Ghosh**, an art enthusiast.

— SHAMAYITA.C@TIMESGROUP.COM

Soulful renditions, thrilling performances

Legends were commemorated in earnest at disparate musical events in Kolkata

MEENA BANERJEE

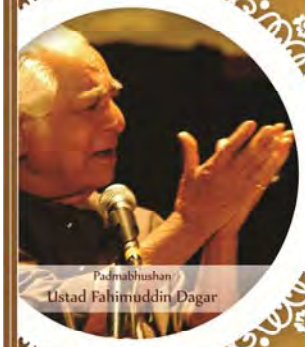

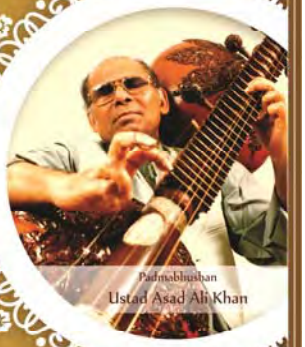

The Uday Shankar Dance Festival, inspired by the chief minister, organised by the information and cultural affairs department, West Bengal government, and held annually as a tribute to the legendary Nritya-Acharya Udayshankar, has undeniably infused a new life in Bengal's dance fraternity. This year the five-day festival at Rabindra Sadan featured some of the invited celebrity dancers from other states led by Sujata Mahapatra (from Bhubaneswar) and Rama Vaidyanathan (from Delhi) while West Bengal was represented by renowned danseuses like Amita Dutta, Mamata Shankar, Tanushree Shankar, Aloka Kanungo, Malabika Mitra, Madhuri Majumder, Rina Jana and several others.

Debamitra Sengupta

Anita Mullick as Sister Nivedita

While Bharatanatyam exponent Anita Mullick's portrayal of Sister Nivedita was very convincing; Odissi exponent and dance composer, Debamitra Sengupta presented a unique self-composed item *Draupadi and the Game of Dice*, scripted by Nityananda Misra, melodically enriched by Guru Bijay Jena and overseen by Guru Ratikant Mohapatra. Charmingly armed with the *ekahaarya*, as described in the old scriptures, her own sensitive facial expressions and communicative body language, she enacted all the different characters from the Mahabharata, depicting thrilling sequences of the infamous game of dice, primarily involving Shakuni, Duryodhan, Duhshashana, Yudhishthir and Draupadi. The portrayal of her humiliation, despair and revenge was soul-stirring.

Sreenanda Shankar

Tanusree Shankar

Next day, warm tributes were paid to the late Ananda Shankar on his 75th birth anniversary. The first dance piece *Alankar* featured Tanusree Shankar and Sreenanda Shankar, the mother-daughter duo's first performance together on stage. The finale was very special and emotional. At the behest of Tanusree Shankar, her students, scattered in the audience, joined in and performed a dance piece which every student, old and new, of Shankar's Dance Academy, is familiar with. They performed along the aisles and in the balcony, in tandem with their guru. The evening also featured a thrilling recital by percussion maestro Bickram Ghosh and celeb composer Debajyoti Mishra along with their respective troupes. The video message by superstar Amitabh Bachchan, a close family friend, was an added attraction.

Dhrupad fest

A three-day Bengal *Dhrupad* Festival, dedicated to Padmabhushan Ustad Rahim Fahimuddin Khan Dagar and Padmabhushan Ustad Asad Ali Khan by their disciples, was held at Jogesh Mime Academy in collaboration with Padaboli. The first evening commenced with Prakriti Dutta's *dhrupad* recital (*raga Kedar* and *Kamod*). Pandit Mohan Shyam Sharma (Delhi) presented solo pakhawaj, accompanied by Allarakha Kalavant's sarangi. Pandit Ashish Sankrityayan, the present Guru and director of the *Dhrupad* Kendra Bhopal, sang *Lalita Gauri* and *Bageshri*, while demonstrating the *shruti* and *murcchana* of these *ragas*.

He explained the *grama-murcchana* system (*ragas Bhairav, Marwa* and *Hameer*), adhering to the Dagar tradition and in greater detail, in the next day's *dhrupad* workshop. RudraVeena exponent Carsten Wicke, disciple of Asad Ali Khan and Sankrityayan, opened the evening session (*sampoorna alap, chautal* composition in *raga Adbhut Kalyan* and faster *sooltal bandish* in *Shuddh Kalyan*), followed by violinist Rashmi Chakraborty (*raga Maru* in *dhrupad ang*: *jhaptal bandish* in *Khamaj*). Ustad Wasifuddin Dagar, supported by Mohan Shyam Sharma, sang *ragas Jayjaiwanti* and *Sohini*. Encores led to a soulful *Bhairavi*. The final evening began with specially choreographed *dhrupad* compositions in Kathak, presented by Sandip Mallik and supported by Sunando Mukherjee (sarod), Prakriti Dutta (vocal) and Nishant Singh (pakhawaj). Next, a solo of Bengal pakhawaj maestro Gurudas Ghosh was followed by a khayal recital (*raga Desi*) by Madhumita Ray, the only vocalist disciple of Asad Ali Khan. She was accompanied by Pandit Subhankar Banerjee (tabla) and Allarakha Kalavant (sarangi). Finally, Kaberi Kar, supported by students and Mohan Shyam Sharma (pakhavaj), sang ragas Gunkali (saadra) and Todi (dhamar).

Carsten Wicke

Wasifuddin Dagar

Blissfully ignorant

To pay respectful homage to *thumri* queen Girija Devi, the sweetly designed launch of *Golden Moments* organised by Bihaan Music at Nandan III turned sour when a celeb litterateur, proudly ignorant of Hindustani dialects (the language of classical music), tried to interpret the lyrics of a famous dadra, "available on *Youtube*". According to his sensibilities that also eschewed the fact that *Appaji*, by leading an exemplary life and innovating intellectual music, infused regal dignity to this "light classical" genre and actually took thumris to devotional heights.

However, dignitaries Ustad Sabir Khan, Pandit Shubhen Chatterjee, Sudhu Dutta and Ravi Srinivasan and several others paid glowing tributes to the legend and officially launched the CD containing some excerpts of *Appaji*'s immortal music and her informal interview by Arijit Maitra and Manisha Bhattacharya. Sujata Roy Manna enthralled the audience with her mellifluously rendered song. Baishali Majumder and Debarati Chakraborty too offered their melodic tributes. A documentary film on *Appaji*, by Films Division, was screened. The CD, *Golden Moments* is a collector's item no doubt.

Sujata Roy Manna being felicitated

SARBARI ROY CHOWDHURY FOUNDATION
&
AKAR PRAKAR
present
The Sarbari Roy Chowdhury Festival of Music
A 2 day musical tribute to celebrate his
85th birth anniversary on the 20th & 21st of January 2018
at SHYOR BITHI SHANTINIKETAN
PANDIT SUBHANKAR BANERJEE
PANDIT SWAPAN CHAUDHURI

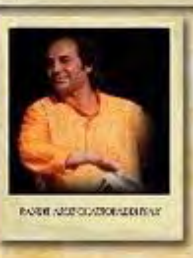

https://www.kaahon.com/music/carsten-wicke-every-instrument-is-the-voice-of-the-instrumentalist/

Carsten Wicke: Every instrument is the voice of the instrumentalist

Posted by Kaahon Desk On March 3, 2018

Carsten Wicke, a *Rudra Veena* player and manufacturer, who lives in Kolkata, India, was born and brought up in the East Germany. As a child, he learnt the western violin and vocal music. In the '90s he came across the recordings of the works of the Indian masters such as the violinist N. Rajam and the *Tabla* player Zakir Hussain. The music intrigued him and led him to pursue learning the *Tabla* from Pandit Anindo Chatterjee in Kolkata. Fascinated by the *Rudra Veena* he met Peter Hennix, a Swedish disciple of Ustad Zia Mohiuddin Dagar and Ustad Asad Ali Khan. Through him he met his future Gurujee, Ustad Asad Ali Khan in Delhi.
He accepted him as one of his few *Rudra Veena* students and while he was preparing for his schooling with Ustad Asad Ali Khan, he faced the problem of the lack of *Rudra Veenas* and its makers. Finally he had to settle for an old *Rudra Veena* in a bad condition. The sorry state of the tradition of this unique instrument was due to the passing away of the major *beenkars* such as *Ustad* Zia Mohiuddin Dagar of the Dagar tradition and absence of people who would take genuine interest as students or audience. Also as the tradition was on the verge of dying out, old *Veena* manufacturing shops were closing down and aged *Veena* makers were not leaving behind any successor. These were the problems that would haunt him for years and later lead him to take up manufacturing *Rudra Veenas* with a serious mind.

https://www.youtube.com/watch?v=Uab4Ao5fl2w (Video interview)

Around 2001, Wicke began to learn the *Dhrupad* vocal from Pandit Ashish Sankrityayan who had learnt from the masters of the Dagar tradition such as Ustad Fariduddin Dagar, Ustad Fahimuddin Dagar and Ustad Sayeeduddin Dagar. This was a major step towards developing his style of *Veena* playing as the structure and grammar of building up of the *alap* in the *Dhrupad ang* is preserved mainly in the Dagar tradition. He wanted to incorporate the elements of *Dagarvani Dhrupad* in his *Veena* playing beside the *Khandarvani Dhrupad* style as taught to him by *Ustad* Asad Ali Khan. At this time he realized that the traditional *Veenas* cannot produce the sound that he was aspiring to create. This was possibly the most important reason for him to eventually begin to manufacture *Rudra Veenas* that would answer to his unique needs as a musician. He met Murari Mohan Adhikari, the last of a family of *Veena* makers who owned the now closed Kanailal and Brothers at Chitpur Road. Murari made a few instruments for Wicke incorporating both traditional and newer elements to acquire better sustain. After Murari passed away and Wicke permanently settled in India, he decided to make his own instruments. Even with the restrictions of lack of knowledgeable craftsmen he has succeeded in creating an instrument incorporating new additions and alterations.

https://www.youtube.com/watch?v=CWhYbsR3wxE (Video interview)

These changes, which were initiated 60 years ago by Ustad Zia Mohiuddin Dagar with the cooperation of Murari Mohan Adhikari, have increased the dimensions of the instrument and as a result the style of handling the instrument also transformed. Wicke explains how this size is a hindrance while travelling or even performing. Yet given a choice of playing a smaller and lighter traditional *Veena* and the rather uncomfortably big ones he would always choose the later because of the wonderfully sonorous sound produces due to its size. He describes the popular reception of Indian Classical music in the West that began in the 50s and the 60s. West's reception of the tradition, especially the *Dhrupad* tradition, finally inspired the Indian audience to be interested in something that truly belonged to them. He laments that in India, most of the time, the traditions are not valued unless it's received and appropriated by the West. Carsten Wicke then tells that he would fuse the traditional aspects of the *Rudra Veena* with Western technology for amplification or modifications but he would never create any fusion music as, for him, the Indian *ragas* are like an endless ocean that everyday delivers something new to all its practioners.

https://www.youtube.com/watch?v=BDT8eMqcfhA (Video interview)

Carsten Wicke who considers himself as an Indian in his own heart feels that every instrument is the voice of the artist. The artist speaks and sings through them. Many people find their voices in many other instruments but for him it has always been the *Rudra Veena*.

https://www.youtube.com/watch?v=_k-GkkLQfwU (Video performance)

ZAUBER DER INDISCHEN MUSIK

ALANKARA CENTRE Grosse Mohrengasse 27/3 Hof rechts, Wien 1020
Eintritt: €20 jedes Konzert / €30 zwei Konzerte / €50 alle 4 Konzerte
Reservierung: +43 650 570 6989 oder: info@alankara.com

Sa. 2.06. 19:30h
So. 3.06. 11:00h
David Trasoff (USA)
Sarod Konzert

Ed Feldman (USA)
Tabla Begleitung

Fr. 8.06. 19:30h
Alokesh Chandra (A/IND)
Sitar Konzert
Ed Feldman (USA)
Tabla Begleitung

Mo. 11.06. 19:30h
Carsten Wicke (D/IND)
Rudra Veena Konzert
Ed Feldman (USA)
Tabla Begleitung

alankara
Verein für Indische Klassische Musik

16. JUNI 2018

Lange Nacht der indischen Musik

20 UHR

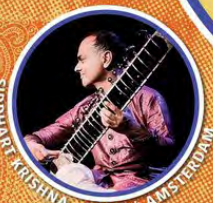

SOMMERFEST YOGA-UNITED

Indian Summer Breeze

AB 17 UHR

MIT INDISCHEN SNACKS, SWEETS, CHAI, LASSI,
HENNA-TATTOO PAITING, SARI WICKEL FUN, INDIAN MAKE UP CONTEST USW.

MEMMINGEN, FUGGERGASSE 3
EINTRITT: 24 EURO/ERM. 19 EURO
INFO/RESERVIERUNG: 08331-499077, WWW.GOVINDA-SCHLEGEL.COM, WWW.YOGA-MM.DE

Meditatives Konzert

Carsten Wicke spielt seine Rudra Vina

Donnerstag, 9.August, 20:00Uhr

www.einhornzentrum.de

Einhornzentrum
Münzstr. 9, Braunschweig
Eintritt: 12-18
(nach Selbsteinschätzung)
Einlass ab 19:30

Das Konzert wird für das Einhornzentrum organisiert von Uta Uthana Budzinski.
Bitte anmelden - begrenzte Plätze: uta.uthana@gmail.com

Die Rudra Vina ist eine wunderschöne obertonreiche Laute, auf der indische klassische Musik gespielt wird. Die Klang(t)räume, die Carsten Wicke auf seinem Instrument erschafft, führen uns in die Welt des Dhrupad, dem ältesten Stil nordindischer Kunstmusik, der als profund und gehaltvoll gilt. Jeder Ton wird mit sorgfältiger Hingabe elaboriert. Sowohl die Rudra Vina als auch der Dhrupad sind mittlerweile selbst in seinem Herkunftsland zu einer Sache für "Kenner" geworden. Dhrupad wird noch selten gespielt und die Rudra Vina wird nur noch wenig gebaut. Den Klängen, die diesem Instrument entlockt werden, kann man sich wunderbar fühlend, meditierend, lauschend hingeben, auch wenn man bisher keine Berührung mit indischer Musik hatte.

Carsten Wicke wurde in Deutschland geboren, wo er als Kind Violine und Gesang lernte. Seit den 90er Jahren studierte er mit verschiedenen Meistermusikern nordindische klassische Musik. Indiens legendären Rudra Vina-Meister Ustad Asad Ali Khan nahm ihn als einen seiner wenigen Vina-Schüler an und lehrt ihn traditionelle RudraVina. In Kalkutta ansässig, gehört Carsten Wicke heute zu den wenigen international konzertierenden Rudra Vina Spielern. Sein Vina Spiel kombiniert subtile melodische Variationen mit komplexer rhythmischer Anschlagtechnik zu einer einzigartigen Hörerfahrung, die von indischen Musikkennern ebenso geschätzt wird, wie vom internationalen Publikum.

www.rudraveena.net

Die **Rudra Vina** wurde der mythologischen Überlieferung nach von Gott Shiva geschaffen. Die Vina war ein beliebtes Instrument der Yogis und Asketen. Für sie vereinte ihr Spiel Ritual und Meditation. Obwohl die Vina auch heute noch als Mutter aller indischen Saiteninstrumente verehrt wird, ist sie im musikalischen Alltag sehr selten geworden. Ihre subtile Spieltechnik und Ästhetik sowie die zum Erlernen erforderliche lebenslange Hingabe und Selbstdisziplin machen sie zum Boten einer vergangenen Epoche. Als Alternativen zum rastlosen Zeitempfinden der Gegenwart werden die Rudra Vina und ihre Musik inzwischen von einem wachsenden internationalen Publikum wiederentdeckt. Unabhängig von der geschichtsträchtigen Vergangenheit des Instruments offenbart die Vina **eine unvergleichliche musikalische Reise zwischen Stille und Ekstase**.

Der **Dhrupad**, welcher auf der Rudra Vina gespielt wird, ist Nordindiens älteste noch praktizierte klassische Musiktradition. Von seinem Ursprung im Chanten vedischer Hymnen über hingebungsvollen Tempelgesang entwickelte er sich unter dem Patronat islamischer und hinduistischer Höfe zu einer Kunstform mit komplexer Ästhetik und Grammatik. Wie generell in der indischen Musikphilosophie, wird insbesondere im Dhrupad die menschliche Stimme als ursprünglichstes und damit wichtigstes Instrument betrachtet. Das Instrumentalspiel orientiert sich möglichst nah an der Gesangsform.

Der resonanzreiche Klang der Rudra Vina bietet die ideale Voraussetzung für die Interpretation eines Ragas im Dhrupad-Stil. Die Tanpura, ein kontinuierlich im Hintergrund gespieltes Lauteninstrument, kreiert einen obertonreichen Bordun-Klang, auf dem sich die Raga Improvisation der Vina entfalten kann.

19. SUFI SOUL FESTIVAL

11.+12. AUGUST 2018

SAMSTAG AB 15h SONNTAG AB 12.30h

MARIAMA & BAND
Soul Frankreich / Deutschland

UNOJAH
Multicultural Reggae and Worldmusic Deutschland

MAHMOOD SABRI
Qawwali Pakistan

CARSTEN WICKE
Rudra Veena Indien

ALI KEELER FEAT. AZAHAR
Accoustic Folk Spanien

Mairaj & The Family Soulful Goodness U.K. | Sarah Spiritual Harp U.K.
Husseiyn Hei & Friends Alpenländisches und Sufi-Lieder Deutschland
Abdulmalik & Munschid Abu Nour Hadrah Deutschland / Syrien u.v.m.

Osmanische Herberge | Rinner Str. 15 / 53925 Kall | www.sufisoul.de

Rudra Vina Konzert

Klang der Stille

Musik aus einer anderen Welt

18.August 20:00 Uhr

Spieker Eckernförde

Langebrückstraße 34 | 24340 Eckernförde

Kontakt: 04351- 883 99 66 | info@spieker-eckernfoerde.de

Eintritt frei - Hutspende für die Künstler

Indisch-französische Tage im Ostseebad

Eckernförder Übersetzerin aus Paris vermittelt Parchimer Musiker aus Kalkutta in den „Spieker“ / Sehr seltenes Instrument im Einsatz

Von Gernot Kühl

Carsten Wicke aus Kalkutta spielt die Rudra Vina, die „Mutter aller indischen Saiteninstrumente“, heute Abend im „Spieker“.

ECKERNFÖRDE Sie möchte Brücken zwischen den Menschen und Kulturen schlagen, er den Menschen neue Hörerfahrungen durch traditionelle, indische Musik auf einem der außergewöhnlichsten Instrumente, der Rudra Vina, vermitteln. Sie, das ist die seit 30 Jahren in Paris lebende und als Übersetzerin arbeitende Eckernförderin Susan Heinze, er, das ist Claus Wicke aus Parchim, der seit zehn Jahren in Kalkutta lebt und sich dort zu einem der wenigen Rudra Vina-Spieler hat ausbilden lassen. Ihre Wege kreuzten sich in Paris bei einem Konzert, die der indischen Musik sehr zugetane Susan Heinze sprach den Musiker an und schlug ihm letztlich einen Auftritt im Eckernförder „Spieker“ am Innenhafen vor. Carsten Wicke willigte ein, „Spieker“-Betreiber Thomas Kunkowski ebenso und so kommt es heute Abend um 20 Uhr zu einem Konzerterlebnis der besonderen Art: „Sound of India“ heißt das Programm, in dem einer der ganz wenigen Musiker auf der Welt, die überhaupt so ein Instrument spielen können, traditionelle indische Musik in westliche Gehörgänge bringen möchte.

Wicke hat sein sehr wertvolle Instrument in Einzelanfertigung bauen lassen und daran mitgewirkt. Sechs Jahr lang hat der Entstehungsprozess gedauert, was zum einen an der Komplexität des Instruments, andererseits aber auch am „indian way of living“ liegt – alles nicht so straff organisiert wie in Deutschland und viel „holiday“, wie Carsten Wicke sagt. Das Instrument gleicht einem Kunstwerk. Ausgehöhlte, mit edlem Birma-Teak überzogene und kunstvoll verzierte Kürbisse als Klangkörper, verbunden mit einem langen Steg mit Elfenbeineinsätzen „aus zertifizierten Altbeständen“, wie Carsten Wicke ausdrücklich betont, auf dem der Meister die Saiten zum Klingen bringt. Die ersten Rudra Vinas gab es bereits in einfacher Form vor 1500 bis 2000 Jahren, das Instrument mit hoher meditativer Kraft gilt als „Mutter und Königin aller indischen Saiteninstrumente“, sagt der 48-Jährige, der das Glück hatte, nach seiner Übersiedlung nach Kalkutta als einer von ganz Wenigen vom legendären indischen Rudra Vina-Meister Ustad Asad Ali Khan unterrichtet zu werden. Inzwischen ist Ali Khan verstorben und Carsten Wicke einer der wenigen internationale auftretenden Rudra Vina-Spielern. Da es diese Instrumente nicht mehr gibt, hat sich Wicke zusammen mit ausgesuchten indischen Handwerkern daran gemacht, selbst acht dieser wertvollen Instrumente zu bauen, von denen das erste, mit dem er nun auf Konzertreise ist, gerade fertig geworden ist. Sobald auch die anderen spielfertig sind, möchte der gebürtige Sachse und in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsene Auswander weiterhin den Klang und die Bedeutung des Instruments für die indische Musik in die Welt tragen und geeignete Musiker daran ausbilden.

Auch die Eckernförderin Susan Heinze ist fasziniert von der indischen Musik und dem außergewöhnlichen Instrument. Sie hat das heutige Konzert im „Spieker“ vermittelt. FOTOS: KÜHL

Sein Weg führte ihn gleich nach der Wende nach Indien, nachdem er diese Musik erstmals in Leipzig gehört hatte und sofort fasziniert war, auch von der Spiritualität des Instruments. Er reiste nach Indien, lernte Tabla und Gesang („Die menschliche Stimme ist das wichtigste Instrument“) und wollte unbedingt die sagenhafte Rudra Vina hören und spielen lernen. Was ihm schließlich auch vergönnt war. Wicke ging zurück nach Deutschland, arbeitete als Web-Content-Manager und verdiente sich das nötige Geld, um in der indischen Metropole Kalkutta leben zu können. „Das Leben dort ist sehr günstig“, sagt der Musiker, die Menschen arm, die Stadt ein „Moloch“ und die Luft zum Schneiden.

Umso mehr genießt er jetzt den hohen Lebensstandard Zeit und die gute Luft in Eckernförde. Er verbringt die Tage im Hause Heinze bei der Mutter von Susan.

Die Eckernförderin wa nach ihrem Abitur an de Jungmannschule nach Paris gezogen, um dort Französisch und Spanisch zu studieren und als Übersetzerin zu arbeiten. Sie ist dort sei 30 Jahren tätig und ist jährlich für zwei bis drei Monate mi ihrem „fliegenden Büro“ in Eckernförde, um von hier aus zu arbeiten. Die von ih gelebte deutsch-französische Freundschaf ist für sie nicht nu Broterwerb – sie möchte dass Deutsche und Franzose sich besser verstehen. „Brücken schlagen“, sagt sie dazu Das gilt auch für die Musik aus unterschiedlichen Kulturen.„Musik ist ein Tei meines Lebens“ sagt Susan Heinze. Und gerade der meditative und ursprüngliche Charakter der indischen Musik gefällt ih sehr, wie neuerdings auch die Vermittlung indische und französischer Musiker in ihre Heimatstadt.

Eckernförde / Instrument Rudra Vina

18:14 Uhr / 17.08.2018

Fremde Klänge im Spieker

Zwei große Kürbisschalen als Resonanzkörper, dazwischen ein Griffbrett – das ist die Rudra Vina, die in Indien als Mutter aller Saiteninstrumente verehrt wird. Es gibt nur noch wenige Musiker, die dieses Meisterstück beherrschen. Der in Kalkutta lebende Deutsche Carsten Wicke ist einer von ihnen.

Von Christoph Rohde

Carsten Wicke ist einer der wenigen international konzertierenden Rudra-Vina-Spieler.

Eckernförde. Wicke tritt am Sonnabend, 18. August, im Eckernförder Spieker auf. Gott ist Klang, sagt der Inder. Und er entwickelte ein Instrument, das diese Schöpferkraft widerspiegeln sollte. „Die Rudra Vida sammelt den Geist, um Zugang zur eigenen Mitte zu bekommen“, sagt Carsten Wicke. Der gebürtige Mecklenburger studierte seit den 1990er-Jahren bei verschiedenen Meistermusikern nordindische klassische Musik. Heute gehört er zu den wenigen international konzertierenden Rudra-Vina-Spielern, gastiert in Metropolen wie Kalkutta, Wien, München, Berlin.

https://medium.com/the-festember-blog/talks-by-the-firelight-1-3-melodies-and-beyond-97ebd4645018 **Aug 26, 2018**

Talks By The Firelight 1.3: Melodies And Beyond

Carsten Wicke, German Rudra Veena maestro

The Rudra Veena Maestro, Carsten Wicke (Source: flickr)

It is a fundamental human characteristic to yearn for something that is lost or be fancied by something that is not identified as one's own. *"We all seek the side where the grass is greener",* the Rudra Veena maestro, Carsten Wicke, aptly rephrases the famous quote. A German by birth, he is sold to the aura of Indian classical music. Over the course of an hour, he managed to draw all the interviewers into his way of seeing the world — as a way to connect to the world beyond. This edition of *Talks By The Firelight* contains excerpts from the interview, where he touches upon the intricacies of Indian and Western music, the ulterior motive behind music, and how to live one's life.

On how it all started…

I first came to India almost 30 years ago in my early twenties. Growing up in eastern Germany, I was quite secluded from all other cultures. I studied western classical violin as I grew up. During my first visit to India, I was introduced to Hindustani classical music through some of my friends who played the recordings on tapes. As I immersed myself in spirituality, my Guruji piqued my interest in Indian classical music and said that it had an inherent power to calm the mind. I believe that the Indian Classical music was born with its base in the Inner Self — the music that exists within and the outer music continued to guide my life. As I delved deeper into Classical music as an art form, I started learning the Tabla from Pandit Anindo Chatterjee in Calcutta. Eventually, I became interested in the

Rudra Veena which was a very rare instrument already in the 90's. Searching for a Guru, I was guided to Delhi to meet my future Guruji Ustad Asad Ali Khan, the last remaining Rudra Veena Maestro at this point of time.

On the connection between Indian music and spirituality…

Indian classical music has its roots in spirituality. The Dhrupad which I play comes right from the chanting of the Vedas. If you see the text of the Dhrupad, it's always in praise of the different deities and beings. Earlier, classical music was maintained and patronised in different courts, both by Muslim and Hindu rulers. The instrument that I play — the Rudra Veena (Rudra is another name of Lord Shiva) in its ancestral forms was not played as a concert instrument. It was rather played as a tool for meditation, in praise of Lord Shiva. So, the instrument in its initial form was not played to perform. It was played by the renunciate, the hermits, the sadhus and yogis. To my understanding, these people, who left the mortal world through meditation and went to higher planes of existence could hear the sounds of those divine planes, and when they came back to the human plane, they tried to recreate something that resembled the sound of the Anahad Naad, the unstruck sound.

According to mythology, Lord Shiva himself created this instrument. This instrument, in my understanding, was created to bring the inner sound to the outer planes — for those who didn't have the inner connection, to remind us that we are souls. It has nothing whatsoever to do with any entertainment; it's not rock and roll! This holds true not only for the Rudra Veena, but the whole of Indian classical music. It came from the wilderness to the temple, when sadhus started to play in front of the deity. Perhaps initially they played just for the pooja, but then the kings came and ordered them to play on special occasions, and then slowly, from its spiritual roots, it became an art form — and art always has an entertainment factor also.

The ideal approach one has to take when performing Hindustani Classical music is to make a connection with God. One has to make a concert not a concert, but a meeting with oneself — a meditation. Young musicians today try to make their version of Indian Classical as fashionable as possible, because that is how people like it nowadays. But that is not the strength of Indian Classical music, its strength lies in here (points to the heart).

On the difference between Indian and western classical music…

Well, I learnt the western violin as a child and I used not to practice those days, but everything I am today is also based on my lessons in western violin. Why I didn't practice, you may ask. It is because it just didn't click. I never felt from the inside that that was the way I wanted to express myself. Everybody has his own instrument inbuilt. As a vocalist you need to train and practice a lot, too. But it is said that an instrumentalist needs double the time as required by a vocalist to master a phrase. So, that was the biggest blessing that I got from playing the violin, learning to create music through my fingers in an early age.

Coming back to the question of the difference between Indian and western classical music; there are a lot of differences one can see from either the historical or technical side, the aesthetical side or the emotional side. Around a thousand years ago, I believe, the music systems were not so different. But then the West created this multi tonal or polyphonic kind of music where you layer multiple instruments and several voices over each other and you create harmonics. They developed the art of composing and pre-composing musical pieces, which was a necessity for this type of music. If you want all these instruments and voices to play together, first thing you must do is to write it down and pre-compose it, so that everyone is playing according to the set. They also work with something

called a tempered scale. This means that the instruments are fixed on a certain pitch and you cannot use a microtonal change, something like a Shruti in Indian classical music. Because, if you play everything together and even if the tone of one instrument is different from another one, the harmony is gone. The thing in western music is that generally a few people compose, and the others just play what is already composed. This gap of somebody composing the music for you and you just playing it, is what I disliked as a child.

But when I came to India and started to learn Indian classical music, what I loved most was that the voice was considered the main instrument. I loved the idea that music always started from the voice. Another aspect I liked the most was that there wasn't anything pre-written and you had to improvise on the spot. So, this idea really started to make sense to me and it started to light a fire in me. I knew that this is where I wanted to go. This is where I wanted to make music. At that stage I never could have imagined that one day I would do nothing else but just sit day and night playing this instrument and even making the instrument!

On playing a rare instrument such as the Rudra Veena…

It certainly requires a constant drive to learn the instrument. It is a good task to preserve a rare tradition, otherwise the future of instruments like these looks bleak. And because there are hardly any players left, why would anybody even put in time and money into making these? So the absence of any instrument maker specialized on the manufacturing of Rudra Veena in India, this is where it started for me, when I decided that beside playing the Rudra Veena I also have to manufacture my own instruments. For the past eight years I have been manufacturing a small series of Veenas in collaboration with local craftsmen, that meet my high quality requirements in terms of sound, playability and finishing.
And as Ustad Ali Khan's words go, making a musician is one thing, but when you become a Veena player, it is the making of a human being. It is the making of character. If the veena decides to call you, there must be in your eyes, a condition like there is nothing else you could find in this world which is calling you so much. One should be madly in love with the instrument to overcome the obstacles that come up in learning and performing it. Somehow, you have to survive. You have to maintain yourself and also have to satisfy the needs of your family.

I sometimes cursed God, asking Him the reason why I was born in Germany when I could've been born in India. If that had happened, I might even have had an earlier exposure to the veena. But it was when I started to make the veenas that I realized the different German mind-set had its own blessings. The fact that I was born in Germany made me passionate and strive a lot more in learning and playing the veena. This striving makes you a human being. It gives you the power and strength to overcome any problem you might have. Unfortunately today, the most difficult part of the whole game is not the music itself, it is the way you survive, it is the way you practice, it is the way you shape your own style. And that is possible only if you are completely and immensely in love with it. The love you have for the instrument is what gives you the devotion and power.

It is quite saddening though understandable that most of the Indian youth nowadays want to move to places like UK and the USA for better prospects, while a German wants to come to India to learn the Veena. Without something that creates a flame in your heart, life will be dry. It need not be something as crazy as the Rudra Veena, it can be anything. So, however your lives may turn out be, whatever are the dreams for your life, I can only wish you to find something you love, because only that makes your life complete.

This article was written in collaboration with Shashvat Jayakrishnan, Murali Krishna, Divya S, Varshiny Arumugam, Srinivas Rajagopalan and Abhinaya S.B.

First Edition Arts
We Love It Live!
PAST PRESENT
AN IMMERSIVE 3 DAYS OF HERITAGE, PHOTOGRAPHY & CLASSICAL MUSIC
NAT MANDIR, SOVABAZAR RAJBARI, KOLKATA
Ranjani Ramachandran
Abhishek Borkar
Carsten Wicke
Budhaditya Mukherjee
Venkatesh Kumar
Swapan Chaudhuri
Pratima Tilak
Date: 22nd,23rd & 24th February

॥ श्री रमणविहारिणे नमः ॥
॥ श्री गुरुकार्ष्णिभगवते नमः ॥
श्रीगुरुकार्ष्णि गोपाल जयन्ति महोत्सव
7 से 10 मार्च, 2019
स्थान :- श्री उदासीन कार्ष्णि आश्रम, श्री रमण रेती, महावन – 281305 (मथुरा)
दूरभाष : 05661– 274225

PANDIT SIYARAM TIWARI MEMORIAL SANGEET TRUST ®
PANDIT SIYARAM TIWARI
BIRTH CENTENARY MUSIC FESTIVAL
Invitation | Sunday | March 10th, 2019 | 5:30 - 9:30 p.m.
Mahima Upadhyay | New Delhi | Pakhawaj Solo
Rishi Shankar Upadhyay | New Delhi | Harmonium
Dr. Ranjana Jha | Patna | Vocal
Raj Shekhar | Patna | Tabla
Prem Chand Lal | Hajipur | Harmonium
Carsten Wicke | Kolkata/Germany | Rudra Veena
Salman Warsi | New Delhi | Pakhawaj
Gundecha Bandhu | Bhopal | Dhrupad Vocal
Rishi Shankar Upadhyay | New Delhi | Pakhawaj
Orientation Hall, Bihar Museum, Veer Chand Patel Marg, Patna
Entry: Free, Gate No. 1 | Gates Open: 5 p.m. | Parking Gate No. 3

An array of delights

The city folk recently witnessed gifted talents from different genres of art forms at a grand three-day soiree

Pandit Budhaditya Mukherjee-02 (Photo - Chirodeep Chaudhuri)

MEENA BANERJEE

The central idea of "Past Present" festival was to expand the presentation context of Hindustani classical music by placing it alongside allied art forms which included curated heritage walks, talks on conservation architecture, photography, urban trades and craft trails as well as oral history and memory. This may widen the reach and resonance of classical music and hopefully cross pollinate a new set of arts.

Curated by First Edition Arts (FEA), the three-day festival took place at the Nat Mandir in Sovabazar Rajbari in the historic structures and neighbourhoods of North Kolkata. It was this Mumbai based arts organisation's first programme in Kolkata which also witnessed a heritage walk in Chitpur, an exhibition and a talk by conservation architect Kamalika Bose on urban trades and crafts of Chitpur.

Vocalist Ranjani Ramachandran opened the soiree with melodious *raga Shree* (*Vaari jaun re* in *vilambit jhoomra, tarana* in *ada-chautal* and *bawaribaawari* set to *drut ektal*). Sanjay Adhikary (tabla) and Chinmay Kolhatkar (from Goa) on the harmonium provided excellent support. Her next

Pandit Swapan Chaudhuri

choice was *raga Shankara* and she concluded her recital with a *teentaal bandish* composed by Pandit Dinkar Kaikini in the seasonal *raga Basant Bahar*.

Tabla solo by Pandit Swapan Chaudhuri was the main attraction of the evening. With Dilshad Khan providing *naghma* on the sarangi, he presented a lot of traditional *bandishes* of Abid Hussain Khan. According to Pandit Omkar Gulvady, splendid roundness of tone, traditional fingering with his own innovative thinking using all assets of the *swarsthan* of the tabla with perfect balance punctuated with dynamic softness and modulation were the hallmarks of his concert.

Day two began with the sarod recital of Abhishek Borkar from Pune, accompanied by Debjit Patitundi (tabla). He played *Yaman* in *gayakiang*, beginning with a brief *alap* and followed melodious interpretation of the *raga* through several *teental khayal bandishes* such as *Aeriaali* and *Kinaare kinaare*. This was followed by a fast *teental gatkari* in Maihar Senia *gharana's* style. His second choice was a Maihar's favourite *raga Hemant*. He played *gatkari* in medium-paced *teentaal* in *Tarankar baaj* (a style developed by Pandit Shekhar Borkar wherein *gamak, ghasit* and *krintan* are used in tandem to reproduce vocal phrases on the sarod).

In the final half, Pandit Venkatesh Kumar adorned the stage with Pandit Samar Saha on the tabla and Pandit Jyoti Goho on the harmonium. He enthralled his fans with his version of *raga Shuddh kalyan* replete with *vilambit ektal* and *Mandar baje* in *drut teental*. He followed it up with *raga Durga* (*Sakhi mori* and *Yeri dhana-dhana*) and *raga Basant* (*Phagwa brij dekhan*). A *Bhairavi bhajan* (*Shyam sundara Madan Mohan*) came as his concluding piece.

Rudraveena exponent Carsten Wicke (a senior disciple of Ustad Asad Ali Khan) commenced the third evening with *Marwa*, an early evening melody, with elaborate *alap-jod-jhala*. He displayed his foundation of the Dagarbani and Khanderbani style of *Dhrupad* with focus on controlled complex *bolkari* and *shruti*. In the following Dhamar composition Pandit Mohan Shyam Sharma a disciple of Pt Totaram Sharma of Vrindavan revealed his mastery on the pakhawaj. The performance finished with a captivating *bandish* in *raga Shivi* set to fast *soolfal*.

Next, vocalist Pratima Tilak (from Mumbai), a senior disciple of Kaushalya Manjeshwar and Kamal Tambe who were the senior most disciples of the legendary Mogubai Kurdikar (Jaipur Atrauli Gharana), gave her debut concert in Kolkata. Ably accompanied by Pandit Omkar Gulwady (tabla) and Chinmay Kolhatkar (harmonium), she sang *raga Bhoop* replete with a vilambit *teental Pratham sur saadhe*, composed by Vidushi Kishori Amonkar; and a traditional *drut teental bandish* Mahadev dev Maheshwar. She followed it up with *Bihari*, a rare *raga* that is a specialty of the *gharana* and concluded with *raga Nat Kamod*, another favourite of the *gharana*. She presented this *jod-raag* with *Newar baajore*, a traditional *bandish* set to medium-paced *teental*.

The final artiste was Pandit Budhaditya Mukherjee. The sitar maestro presented an elaborate *raga Yaman Kalyan* replete with *vilambit teental gatkari* followed by a *drut teental* in *raga Nand*. After the sweet *dhun* in Mishra Kafi set to medium *teental*, he ended with a *Khamaj tappa*. Young tabla virtuoso Soumen Nandy offered commendable support all through.

There also was a five-month photography mentorship programme titled "Kolkata kaleidoscope" was also conducted by the acclaimed Mumbai based photographer Chirodeep Chaudhuri and his colleague Kaushik Ghosh for the young photographers of the city. Through this, the young photographers were being encouraged to look at their cities in new ways. Their photographs and creative processes will be shared at an upcoming show in Mumbai later in the year.

In Memoriam

Arup Chatterjee and Parimal Chakraborty with Sanatan Goswami

Sandeep Chatterjee with subrato Bhattacharya

The 6th annual programme of Bandish Music Foundation, supported by Sohini, offered melodic tributes to the late Pandit Arun Bhaduri at Sisir Mancha recently. The evening commenced with the vocal recital of Malyaban Chatterjee. Aided by Subrata Gupta (tabla) and Gourab Chatterjee (harmonium), he etched the beauty of *raga Bhimpalasi*. Next artiste was santoor exponent Sandeep Chatterjee. He played *alap-jod-jhala* in *raga Hamsadhwani* and with Subrata Bhattacharya's inspiring tabla, played *gatkari* in *matta-tal* and *jhala* in fast *teental*. As the grand finale, the evening presented a tabla duet featuring maestros Arup Chatterjee and Parimal Chakraborty. Supported by Sanatan Goswami's steady harmonium, they played a collection of *kaida, rela, tukra, paran* etc to the delight of the aficionados.

city भास्कर

4 ग्लैमर
आयुष्मान स्टारर 'बाला' के मेकर्स पर लगा कहानी...

PATNA MONDAY, 11/03/2019

HEALTH TIPS

गंजेपन से बचने के लिए बालों में नहीं होने दें डेंड्रफ

अब पुरुषों ही नहीं महिलाओं में भी गंजेपन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। शैम्पू और कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल गंजेपन की बड़ी वजह बन रहा है। यही नहीं, इसके लिए डेंड्रफ भी एक बड़ा कारण है। अक्सर लोग हल्का-सा डेंड्रफ होने पर परेशान हो जाते हैं। वे इसे खत्म करने के लिए रोजाना और अल्टरनेटिव डे पर एंटी-डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। यही बालों को नुकसान पहुंचाता है। जबकि यह डेंड्रफ नहीं साधारण फ्लेकिंग होती है। इसमें स्किन उतरती है। यह किसी तरह की बीमारी नहीं है। लोग इसे हाथ से कुरेद-कुरेदकर पूरा हटा देते हैं। यही, लगातार कैमिकल का यूज करने से स्कैल्प ड्राय बनता है। यह समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है, जिन्हें ऑयलिंग करना पसंद नहीं है। इससे बचाव के लिए समय-समय पर ऑयलिंग करें।

क्या है सॉल्यूशन सप्ताह में एक बार अच्छे से ऑयलिंग और एक बार शैम्पू करें। प्रोटीनयुक्त डाइट लें। बालों को इस तरह से संवारें कि उनमें ट्रोमा नहीं हो जाए। जोर से रगड़कर शैम्पू नहीं करें। ना ही रगड़कर बालों को सुखाएं। ड्रायर को ज्यादा हीट पर यूज नहीं करें। यह बालों को नुकसान पहुंचाता है। बालों को टावल से दबा-दबाकर कर पोंछें। पहले मोटे कंघे से बाल बनाएं। फिर बालों को तौलिये से दबाकर सुखाएं। ताकि बाल नहीं गिरें। महिलाओं को झटककर बालों को नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि यह बालों को डैमेज करके इन्हें पतला बनाता है। बालों का गिरना और बीच-बीच में टूटना शुरू हो जाता है। ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करके इन्हें डैमेज होने से बचाएं। 100 से ज्यादा बाल गिरना असामान्य है। स्ट्रेस, खून व प्रोटीन की कमी, हाइपरथॉयरॉइडिज्म भी इसके रिस्क फैक्टर में शामिल हैं।

Contact Us

बिहार म्यूजियम • पंडित सियाराम तिवारी जन्म शताब्दी संगीत समारोह

क्रस्टन ने रूद्र वीणा पर ध्रुपद की प्रस्तुति से किया अचंभित

सिटी रिपोर्टर | पटना

बिहार म्यूजियम के ओरिएंटेशन हॉल में पंडित सियाराम तिवारी के जन्म शताब्दी पर चल रहे पद्मश्री पंडित सियाराम तिवारी जन्म शताब्दी संगीत समारोह के अंतिम दिन विभिन्न जगहों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ, डॉ. शिववंश पांडेय और अर्थ मंत्री योगेंद्र प्रसाद मिश्रा और पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद मोहन पांडेय, कोषाध्यक्ष उषा पांडेय और सचिव सुमीत आनंद पांडेय ने 'अनुस्मृति' का लोकार्पण किया। इस सत्र की अध्यक्षता कवि व लेखक अलोक धन्वा ने की। कार्यक्रम में राजधानी के कई संगीत प्रेमियों ने हिस्सा लिया।

पहली प्रस्तुति दिल्ली से आई गया घराना की युवा पखावज वादिका महिमा उपाध्याय के एकल पखावज वादन की मंगल ध्वनि से हुई। उन्होंने ध्रुपद चौताल में परन, उपज, लयकारी, आदी ताल गाया। इसके बाद पटना की कलाकार डॉ. रंजना झा ने गायन प्रस्तुत किया। उनके साथ तबला पर राज शेखर और हारमोनियम पर प्रेमचंद लाल ने संगत किया। उन्होंने राग मधुवंती में झपताल में बड़ा ख्याल, अद्धा चार ताल में छोटा ख्याल, ठुमरी राग, दादरा राग मिश्र और आखिरी में विद्यापति गीत गाया। तीसरी प्रस्तुति पटनावासियों के लिए अद्भुत रही जब जर्मनी के क्रस्टन विक ने रूद्र वीणा पर ध्रुपद शैली की प्रस्तुति से सबको अचंभित कर दिया। उन्होंने राग पुरिया, ध्रुपद अलाप और लयकारी गाया। साथ ही आदि ताल की भी प्रस्तुति दी। इनके साथ पखावज पर सम्मान वारसी ने कुशल संगत किया।

कार्यक्रम के आखिरी दिन पंडित सियाराम तिवारी को सांगीतिक श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के आखिरी दिन सांगीतिक श्रद्धांजलि देने आये पद्मश्री सुखदेव बंधु ने राग श्याम कल्याण, ताल धमार, आज ब्रज में उड़त गुलाल..., और होरी खेले नंद के लाल..., से अपनी गायिकी की शुरुआत की। इसके बाद धीर गंभीर ध्रुपद गायकी से समां बांध दिया और चौताल, धमार और सुलताल में पद प्रस्तुत कर पंडित सियाराम तिवारी को सांगीतिक श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पखावज वादन गया घराना के युवा यशस्वी पखावज वादक ऋषि शंकर उपाध्याय ने किया। ऋषि ने लयों के छंद पर सटीक संगत कर खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम का संचालन अमित आनंद ने किया और अंत में पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत ट्रस्ट के सचिव और दरभंगा घराना के युवा ध्रुपद गायक सुमीत आनंद पांडेय ने सभी कलाकारों को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रति वर्ष पटना में यह सांगीतिक उत्सव आगे भी होता रहेगा।

CITY GUEST

मुझे लगा कि स्कल्पचर ही मेरा मीडियम है इसलिए मिट्टी में काम करती हूं

अनिंदिता दत्ता अमेरिका से पटना आई हैं स्कल्पचर बनाने। वह बिहार कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित सीनियर आर्टिस्ट कैंप में स्कल्पचर बना रही हैं। मिट्टी से तितली जैसे आकार वाला स्कल्पचर वह बना रही हैं जिसमें कई डीटेल हैं। पूरा बनने का बाद ही इसका सौंदर्य दिख सकता है। अभी उनके हाथ मिट्टी से सने हैं।

अनिंदिता दत्ता

अनिंदिता का बचपन पटना में बीता है और पटना के केंद्री सहाय स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। राजवंशी नगर और हार्डिंग के क्वार्टर में वह परिवार के साथ रहती थीं। पिता अमादि गोपाल दत्ता, जज थे, इसलिए पटना के साथ आरा, छपरा, मधुबनी, गिरिडीह, चाईबासा, रांची कई जगह रहना हुआ। अनिंदिता का जन्म धनबाद में हुआ और अब पिता पूर्णिया में रहते हैं। इस सब के बावजूद वह 30 साल के बाद पटना आई हैं। शांति निकेतन से अनिंदिता ने स्कल्पचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अमेरिका से दो मास्टर डिग्री हासिल की। यूएसए, जापान, चीन आदि कई देशों की आर्ट गैलरी में इनके बनाए स्कल्पचर हैं। फैब्रिक से काम शुरू किया लेकिन मिट्टी से ही पिछले छह-सात साल से ज्यादा समय से काम कर रही हैं। वह कहती हैं कि ट्रेवल करना और दुनिया देखना मेरा शौक है लेकिन मैं आर्ट के लिए ही जीती हूं। इतने वर्षों बाद पटना आई तो सबसे पहले राजवंशीनगर और हार्डिंग पार्क वाले क्वार्टर को देखने गईं। बचपन से ही पटना से अटैचमेंट है तो जैसे ही विनय कुमार ने पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया मैं तुरंत आने के लिए तैयार हो गई। बिहार की मिट्टी की ही तासीर है कि अब मैं मिट्टी में काम करती हूं। कहती हैं मुझे खुद लगा कि स्कल्पचर ही मेरा मीडियम है। एडी विंग इफ्रान एंड एडी विंग मेंटर- मेरा ज्यादातर काम इसी थीम के आसपास है। मैं विदेशों में अभी भी बिहार का लिट्टी-चोखा बहुत मिस करती हूं।

• प्रणव प्रियदर्श से बातचीत पर आधारित

बदलते मौसम में तेजी से फैलता है इन्फ्लुएंजा, इसलिए सावधानी जरूरी

ब्रज में उड़त गुलाल, होरी खेलत नंद के लाल

हमारे स्टोर में विभिन्न श्रेणी के उत्पाद शृंखला में महिलाओं की साड़ी, सलवार सूट, नाइट सूट, लेगिंग्स, कुर्ती, पुरुषों के टी-शर्ट, शर्ट, आस्तीन कोट, मोडी कोट, पार्टी वेयर पतलून, बरमूडा आदि तमाम वस्त्र मिलेंगे. स्टोर मैनेजर प्रदीप सिंह के मुताबिक बाजार कोलकाता के कुल स्टोर की संख्या 70 हो गयी है.

आइपीएस वाइफ संघ ने किया पौधारोपण

पटना. पर्यावरण के प्रति लोगों जागरूक करने के लिए आइपीएस वाइफ एसोसिएशन ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया. रविवार को आयोजित एकदिवसीय कार्यक्रम में एसोसिएशन की सदस्यों ने बीएमपी-5, बीएमपी-10 और बीएमपी-14 के परिसर में 50 से अधिक पौधे लगाये. इस दौरान वाइफ एसोसिएशन की सदस्या मोमिता, सुमीता सिंघल, चित्रा, डॉ मल्लिका, सुनीता सिंह, रेणु मीना, अर्चना खोपड़े, समिता झा, अमिता जैन, हर्षिका सहित अन्य ने हिस्सा लिया. यह जानकारी एआइजी बीएमपी, पटना अरविंद ठाकुर ने दी.

सुरक्षा सप्ताह का समापन

बाढ़. एनटीपीसी परिसर एशिया कप कॉलोनी में सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह मनाया गया. इसमें बाढ़ के जी माउंट लिट्रा स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समां बांध दिया. इस दौरान बच्चों ने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उपस्थित अभिभावक और सीआइएसएफ के अधिकारियों का मन मोह लिया. सीआइएसफ के डिप्टी कमांडेंट सर्वेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि बच्चे पुष्प वाटिका के समान हैं. जरूरत है उनकी

लाइफ रिपोर्टर @ पटना

राग श्याम कल्याण में आज ब्रज में उड़त गुलाल, होरी खेलत नंद के लाल, राग धमार व सुलताल में बाजत बांसुरिया और राग भैरवी में कबीर की वाणी हम सब माही सकल सब माही की प्रस्तुति से रविवार को बिहार म्यूजियम में भोपाल के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक गुंदेचा बंधु ने अपने गायन से होली की तारीख को और निकट ला दिया. पंडित सियाराम तिवारी जन्म शताब्दी संगीत समारोह के समापन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपनी संगीतमय श्रद्धांजलि दी. शुरुआत दिल्ली से आयी गया घराने की युवा पखावज वादिका महिमा उपाध्याय के सोलो पखावज वादन से हुई. अपनी उन्होंने झाला से लेकर मशीनगन तक सुनाकर खूब तालियां बटोरीं. उन्हें पंडित सियाराम तिवारी युवा कलाकार सम्मान दिया गया. इसके बाद पटना की स्थानीय कलाकार डॉ रंजना झा ने अपना गायन प्रस्तुत किया. तबले पर राज शेखर और हारमोनियम पर प्रेमचंद लाल ने उनका दिया. उन्होंने नकबेसर सजन मंगवा दे, वरना मैं तोसे नहीं बोलूं रे... की तान से दर्शकों का दिल जीत लिया.

जर्मनी के कार्स्टन विके ने बजायी रुद्र वीणा : कार्यक्रम में जर्मनी निवासी और कोलकाता में रह रहे कार्सटन विके ने रुद्र वीणा की प्रस्तुति दी. उन्होंने रुद्र वीणा पर ध्रुपद शैली से सबको अचंभित कर दिया. कार्सटन उस्ताद असद अली खान के शिष्य हैं. उनके साथ पखावज पर सलमान खारसी ने संगत की. पद्मश्री पंडित सियाराम तिवारी जन्म शताब्दी संगीत समारोह के आखिरी दिन उनकी जन्म शताब्दी पर उन्हें सांगीतिक श्रद्धांजलि देने आये पद्मश्री गुंदेचा बंधु ने आखिर में मंच संभाला. उनका गायन शुरू होने से पहले उन्हें पंडित सियाराम तिवारी वरिष्ठ कलाकार सम्मान ट्रस्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें 11 हजार की नकद राशि, शॉल और ताम्रपत्र थे. सम्मान पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा को अलग अलग दिया गया. गुंदेचा बंधु ने अपने धीर गंभीर ध्रुपद गायकी से समां बांध दिया और चौताल, धम्मार और सुलताल में पद प्रस्तुत करके पंडित सियाराम तिवारी को सांगीतिक श्रद्धांजलि दी. उनका साथ पखावज वादन गया घराने के युवा यशस्वी पखावज वादक ऋषि शंकर उपाध्याय ने दिया. कार्यक्रम का संचालन अमित आनंद ने किया और अंत में पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत ट्रस्ट के सचिव दरभंगा घराने के युवा ध्रुपद गायक सुमित आनंद पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

बिहार म्यूजियम में आयोजित कार्यक्रम में रुद्र वीणा बजाते जर्मनी के कार्स्टन विके.

लायंस क्लब के होली मिलन समारोह में गाते मनोज तिवारी.

लायंस क्लब ने मनाया होली मिलन समारोह

कोई डांस कर रहा था, तो कोई होली के गाने गा कर लोगों को झूमा रहा था. वहीं कई लोग होली के रंग-बिरंगे परिधान पहन झूम रहे थे. शहर में होली भरा यह माहौल देखने को मिला बेली रोड स्थित किसन पैलेस में. रविवार को यहां लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 ई द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डा एसके पांडे थे, जबकि विशिष्ट अतिथि भोजपुरी गायक सांसद मनोज तिवारी थे. विधिवत उद्घाटन कर लोग इस होली मिलन के उत्साह में दिखे. रंग भरी सुहानी शाम में हर कोई इस खूबसूरत पल का लुत्फ उठा रहे थे. महिलाएं व पुरुष सभी एक दूसरे को गुलाल लगा कर होली की शुभकामनाएं दी. क्लब के सभी मेंबर्स मिल कर पूरी तैयारी करते दिखे. इन्होंने इस शाम को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

डांस मस्ती और फैशन का जलवा : होली मिलन की इस शाम में जहां एक ओर मनोज तिवारी जी के फगुआ गीतों की बौछार थी. होली खेले रघुवीरा अवध में.. होली आई रे आई रे होली आई रे...जैसे कई होली के धमाकेदार गानों की धुन पर सभी लोग झूम रहे थे. वहीं मंच पर वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगे परिधानों में लिपटी मॉडल द्वारा रैंप शो का भी आयोजन किया गया. यहां कोलकाता से आये केबी अंजन ग्रुप के कई नये-पुराने फिल्मी गीतों की धुन पर लोग झूमते नजर आये. मौके पर प्रभारी लायन बबिता सिन्हा, लायंस क्लब ऑफ पटना फेमिना की अध्यक्ष मधु श्रीवास्तव के साथ क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे.

सिंदूरिया महासभा ने मनाया होली मिलन

पटना. अखिल भारतीय सिंदूरिया महासभा द्वारा रविवार को सरिस्ताबाद द सिटी प्वाइंट में होली मिलन समारोह का आयोजित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और स्वागत गान के साथ हुआ. यहां मुख्य अतिथि सिंदूरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार निराला सचिव राजनंदन दास के साथ कई मेंबर्स मौजूद थे, जिन्होंने मौजूद लोगों को होली की शुभकामनाएं दी. होली मिलन के अवसर पर यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. वहीं, अर्पण फाउंडेशन ने रेनबो होम के बच्चों के बीच होली की सामग्री बांटी .

एक-दूसरे को रंग लगातीं महिलाएं.

पटना, सोमवार, 11 मार्च 2019
दैनिक जागरण
जागरण सिटी
पटना

जहां काम मिलेगा, वहीं करूंगा : टोनी ल्यूक ||| www.jagran.com

सप्तरंग
अलग पहचान
प्रेम से बोलिए जी-हां-जी!
IV

आयोजन

पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत ट्रस्ट के बैनर तले तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन को कलाकारों ने प्रस्तुति से बनाया यादगार

नकबेसर सजन मंगवा दे वरना मैं तोसे नाही बो लू रे...

जागरण संवाददाता, पटना : पखावज और हार्मोनियम की जुगलबंदी तो कभी रूद्रवीणा के साथ पखावज का उम्दा प्रदर्शन देखते बन रहा था। सुर-ताल के साथ राग मधुवंती, राग मिश्र पीलू, राग श्याम कल्याण आदि के साथ ठुमरी, ध्रुपद और दादरा की प्रस्तुति दर्शकों को आनंदित कर रही थी। वाद्य-यंत्रों से निकलते स्वर परिसर में गूंज रहे थे। परिसर में बैठे श्रोता कलाकारों की प्रस्तुति को देख वाह-वाह करते नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को बिहार संग्रहालय परिसर में देखने को मिला। मौका था वरिष्ठ ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी की जयंती पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन का। पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत ट्रस्ट के बैनर तले तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन पर दिल्ली, भोपाल और कोलकाता से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

बिहार संग्रहालय में रुद्रवीणा वादन करते केरस्टेन विक्की।

बिहार संग्रहालय में पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगीत महोत्सव में उपस्थित श्रोता।

महिमा के पखावज वादन कर श्रोताओं का दिल जीता : सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गया घराने की युवा महिला पखावज वादक महिमा उपाध्याय की एकल पखावज प्रस्तुति दर्शकों का दिल जीता। बिहार की एक मात्र और पखावज वादक पंडित रविशंकर की उपाध्याय की पुत्री महिमा ने मंच पर आसीन होकर पखावज वादन से समारोह को यादगार बनाया। महिमा ने ध्रुपद चौताल, परन, उपज, लयकारी, झाला के साथ मशीनगन की आवाज पखावज से निकाल दर्शकों की तालियां खूब बटोरी। पखावज के साथ हार्मोनियम पर संगत करते महिमा उपाध्याय के भाई ऋषि शंकर उपाध्याय ने प्रदर्शन कर सभी का दिल जीता। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता जा रहा है मंच पर देश के अलग-अलग कोने-कोने से आए कलाकारों की प्रस्तुति सांस्कृतिक शाम को यादगार बना रही थी। कार्यक्रम के दौरान मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले कोलकाता से आए कलाकार कर्स्टन विक जो कर्स्टन उस्ताद असद अली खान के शिष्य हैं उन्होंने ध्रुपद शैली में राग पुरिया, ध्रुपद अलाप व धमार राग सोहनी में रूद्रवीणा की उम्दा प्रस्तुति कर दर्शकों को आनंदित किया।

दरभंगा घराने के कलाकारों ने समारोह को बनाया यादगार : समारोह के दौरान दूसरी प्रस्तुति वरिष्ठ गायिका डॉ. रंजना झा ने राग मधुवंती में झपताल में बड़ा ख्याल और त्रिताल में छोटा ख्याल, ठुमरी व दादरा राग मिश्र पीलू में गीतों को पेश कर तालियां बटोरी। रंजना ने 'नकबेसर सजन मंगवा दे वरना मैं तोसे नाही बो लू रे' व विसर्पित गीत को पेश कर दर्शकों का मन-मोह लिया। गीतों को जीवंत बनाने में संगत कलाकारों में तबले पर राजशेखर, हार्मोनियम पर प्रेम चंद लाल ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के समापन पर इसे यादगार बनाने में भोपाल से आए ध्रुपद गायक एवं डागर घराने के कलाकार गुंदेचा बंधु रमाकांत और उमाकांत ने समारोह की महफिल लूटी। मंच पर आसीन दोनों भाईयों ने ध्रुपद व डागर घराने से जुड़े गीतों को पेश कर दर्शकों का पूरा मनोरंजन कराया। बंधुओं ने राग श्याम कल्याण धमार में 'आज ब्रज में उड़त गुलाल होरी खेलत नंद के लाल' गीत के जरिए तालियां खूब बटोरी।

मैडम, अब 18 बाद ही करेंगे बिटिया की शादी

जागरण संवाददाता, पटना : 'मैडम मुझे नहीं पता था कि 18 से कम उम्र में बिटिया की शादी करना अपराध है। माफ कर दीजिए। अब 18 साल की उम्र पार करने के बाद ही करेंगे बिटिया की शादी।'

राजधानी का अति व्यस्त और वीआईपी इलाका पाटलिपुत्र की एक तंग गली के घर में जब नाबालिग की शादी रोकने पहुंची सदर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह, तब बच्ची की मां ने विनती करते हुए यह कहा। एसडीओ ने भी बड़े ही प्यार व अपनेपन से महिला और उसकी बिटिया को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जब बच्ची और मां ने 18 के बाद ही शादी का बांड भरा तब एसडीओ की टीम वापस लौट गई। बाल विवाह की ऐसी सूचना पर एसडीओ तत्काल एक्शन मोड में आ रही हैं। पटना सदर में 22 वर्षों के बाद किसी महिला ने अनुमंडलाधिकारी की कुर्सी संभाली है। कुर्सी संभालते ही खासकर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी शिकायतें गुप्त स्रोतों से इन्हें मिलने लगी है। एसडीओ ही अनुमंडल की बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी होती हैं। बाल विवाह की सूचना मिलते ही अनुपम सदल-बल निकल पड़ती हैं। कहती हैं अनुपम - आश्चर्यजनक है कि राजधानी के कुछ क्षेत्र में भी लोगों को यह जानकारी नहीं है कि बाल विवाह अपराध है। इसके खिलाफ एक्शन के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। एसडीओ ने बाल विवाह की जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की। सूचना देने का नाम गुप्त रखा जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी कानूनन जुर्म है। जान-बूझकर अगर कोई बाल विवाह करता या करवाता है तो उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे।

कहां करें शिकायत

बाल विवाह रोकने के लिए एसडीओ अनुमंडल की बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी और बीडियो सहायक प्रतिषेध पदाधिकारी होते हैं। इनसे शिकायत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त थानों में भी सूचना दी जा सकती है। सूचना गुप्त तरीके से इन अधिकारियों के दूरभाष पर भी दे सकते हैं।

SHARED VALUES
Festival

14 Apr / 6pm / Tileyard Studios

Jerome Cormier - Dhrupad Vocal
Carsten Wicke - Rudra Veena

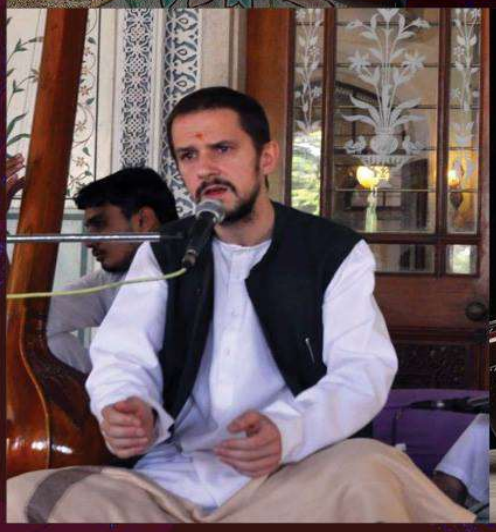

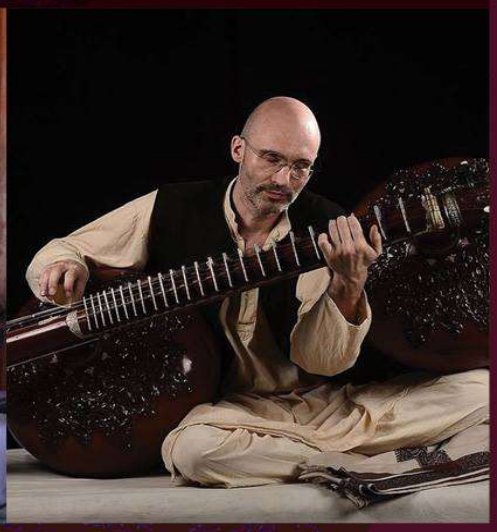

SAMA

Further info
info@sama.co.uk
www.sama.co.uk

Supported using public funding by
ARTS COUNCIL ENGLAND

SHARED VALUES
Festival

18 Apr / 6:30pm / Nehru Centre

Carsten Wicke - Rudra Veena
Matyas Wolter - Surbahar
Olmo Cassiba - Pakhawaj

SAMA

Further info
info@sama.co.uk
www.sama.co.uk

Supported using public funding by
ARTS COUNCIL ENGLAND

Indigo Masala überraschten ihr Publikum immer wieder mit unerwarteten Klangeffekten.

Zwei Ensembles begeisterten im Prinzenpalais mit exotischen Melodien:

Indische Klänge zwischen Tradition und Weltmusik

Wolfenbüttel. Alljährlich verwandelt sich der historische Festsaal im Prinzenpalais in eine Bühne für indische Hofmusik. Mit der Rudra Veena kam diesmal das älteste Saiteninstrument der indischen Musik zur Aufführung, gespielt von Carsten Wicke, der jahrzehntelang bei dem legendären Veena Meister Asad Ali Khan in die Lehre ging, der selbst vor 20 Jahren im Prinzenpalais aufgetreten war. Inzwischen beherrscht sein Schüler nicht nur das Instrument meisterlich sondern auch den Bau: Mit einem prachtvollen Instrument aus seiner Werkstatt in Calcutta, das die herkömmlichen Veenas sogar noch an Tiefe und Klangschönheit übertrifft, bezauberte er seine aufmerksamen Zuhörer im vollbesetzten Festsaal mit den lieblichen Klängen des Abendraga Bageshwari, angefeuert vom Percussionisten Raimund Engelhardt, der die archaische Pakhawaj Trommel dazu spielte. Die tief grundierten Sounds der Rudra Veena weckten animalische Assoziationen und berührten durch voluminöse Tiefe. Einschmeichelnde Improvisationen in Melodiefolgen, die sich in einer unserer Dur-Tonart vergleichbaren Skala bewegen, gipfelten gleichwohl in der ekstatischen Schlusssteigerung, in der Carsten Wicke seine atemberaubende Anschlagstechnik zu unerhörten Höhenflügen trieb. Mit einem Nachtraga von tiefem Ernst und bohrender Eindringlichkeit, dem Chandra Kosh, beendete Carsten Wicke seinen Konzertbeitrag.

Der erste Teil des Abends war dagegen von unterhaltsamer Heiterkeit geprägt, verstehen es doch die drei Musiker von Indigo Masala – was schon nach einer bunten Mischung klingt –, ihr Publikum immer wieder mit unerwarteten Klangeffekten zu überraschen. Diese akzentuieren allerdings subtile rhythmische Muster und melodische Geflechte, die die Muster der indischen Tradition zu moderner Weltmusik transformieren, mit Anleihen an Jazz und Minimal Music. Sowohl Arun Leander am Knopfakkordeon als auch Sitarist Yogendra überzeugten durch oft grenzüberschreitende virtuose Behandlung ihres Instruments. Percussionist Ravi Srinivasan setzt darüberhinaus Bodypercussion und meisterhaftes Pfeifen ein, um den Stücken so überzeugendes ‚tierisches' Kolorit zu verleihen. Allerdings spann sich auch ein ernster roter Faden durch die vielfältigen Stücke, die oft nach Geschöpfen aus Flora und Fauna benannt waren. Der ‚Bandleader' Ravi Srinivasan machte in seinen Moderationen nämlich immer wieder die Bedrohung dieser einst reichen Tier- und Pflanzenwelt zum Thema, und überleitend zum neuen Stück wartete er immer wieder mit schockierenden Berichten über die Dezimierung der Arten auf. Dabei pries er aber die Lebendigkeit und Schönheit der Naturwesen, bevor die Gruppe Indigo Masala diese daraufhin mit betörenden Melodien besang.

Indische Theke mit Kammod Mandal.

Raimund Engelhardt und Carsten Wicke mit seiner Rudra Veena.

Das Publikum, in der Pause gestärkt durch ein schmackhaftes Angebot an indischen Erfrischungen, bedankte sich mit lebhaftem Applaus für die exotischen Klanggenüsse.

Blick in den Saal mit Indigo Masala auf der Bühne. Fots: privat

NIGHT RAGAS

on the RUDRA VEENA

Indisches Klassisches
Dhrupad Konzert

Carsten Wicke - Rudra Veena
Pt. Mohan Shyam Sharma - Pakhawaj
tba - Tanpura

Fr 17. Mai 2019, 21.30
Krypta am Petersplatz

Petersplatz 1
1010 Wien

Eingang rechts am Kirchentor vorbei

Eintritt: € 16,-/ 12,-
Reservierung:
verein.raga@gmail.com
0650 570 69 90
www.vereinraga.com

WIEN KULTUR

Raga Verein zur Förderung der Indischen Musik

Musique classique de l'Inde du Nord

CONCERT DE DHRUPAD
VOCAL ET INSTRUMENTAL

suivi d'un stage immersif de deux jours

Reflets de Présence

un événement rare et unique dans un cadre intimiste

Jérôme Cormier — Carsten Wicke — Pandit Mohan Shyam Sharma

SAMEDI 8 JUIN À 19H30 au CENTRE NADOPASANA

19, avenue de Clichy - 75017 Paris Ⓜ Place de Clichy

DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 JUIN DE 10H À 18H - 83 RUE DAGUERRE Ⓜ GAÎTÉ/DENFERT

Réservations concert et/ou stage : weezevent.com/presence (possibilité de s'inscrire sur place)

Tarif concert : 15 euros - 12 euros / Tarif stage : 180 euros pour les deux jours

Renseignements : 06 69 35 63 88 - dhrupadparis@gmail.com - facebook.com/jeromecormierdhrupad

(codes transmis à la réservation)

© Jérôme Cormier, 2019

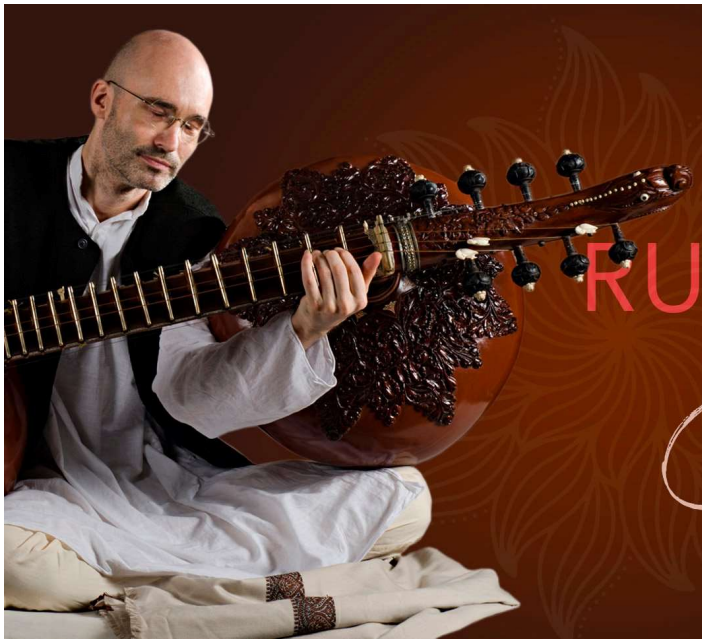

Dharana
Yoga • Kunst • Musik

RUDRA VINA
dhrupad concert

Carsten Wicke

Fr 28. Juni 2019 im Dharana Berlin
Maximilianstraße 17 • 10317 Berlin

nanak niwas

SPECIAL GUEST Carsten Wicke SPECIAL GUEST

WORKSHOP & KONZERT

NAAD YOGA

der Zauber des Klanges

FREITAG 24. MAI

NAAD YOGA SPECIAL 18:00 Uhr - 20:00 Uhr 10€

KONZERT 20:00 Uhr - 22:00 Uhr 15€

im Nanak Niwas | Heinrich-Barth-Str.1 | 20146 Hamburg

Carsten Wicke, seit 1997 in Kalkutta ansässig, ist heute einer der international herausragendsten Rudra Vina-Meister, und bringt uns diese Jahrtausende alten Tradition in die Gegenwart.. Er lernte und lehrt heute in der Tradition des legendären Ustad Asad Ali Khan.

Beim Workshop wird es darum gehen, die Verbindung zwischen Naad und Klang durch die Rudra Vina hervorzubringen.
Im Konzert wird uns Carsten Wicke die Kunst des Naad Yoga darstellen, wie sie in den alten indischen Tempeln seit Jahrtausenden praktiziert wird.

NAAD Yoga! ist eine Konzert- und Workshopreihe organisiert durch Moussa

Moussa Heise: 0157 80 64 4118 | mm77@hush.com | https://up4all.org/moussa

www.nanakniwas.de

NAAD
ist die grundlegende Schwingung, die dem Universum wie dem inneren Wesen innewohnt
Yogi Bhajan

CARSTEN WICKE

20 Jahre
SUFI SOUL
3+4. AUGUST 2019
OSMANISCHE HERBERGE KALL
Markus Stockhausen
& Alireza Mortazavi
Mariama Carsten Wicke Unojah
Abu Hisham Faridah Ahmad Anousheh
Uhuru Habama Brothers Abu Nour & Abdul Malik

Indická duchovní cesta
- meditace až k extázi

v sobotu 24.srpna 2019
od 15:30 do 17:00
na Čajomírfestu

Baulské písně
s Papia Das Baul

Na tabla a dupki bude doprovázet Pavel Kaššai.

Unikátní nástroj Rudra Vina
vám představí Carsten Wicke

Der fliegende Teppich
Weltmusiksalon
in Moving Poets Novilla Schöneweide
Vol. 5

präsentiert von
LIQUID SOUL & BERLIN RAGA TRIBE
mit freundlicher Unterstützung des Bezirksamtes Treptow-Köpenick, Fachbereich Kultur und Museen und den Moving Poets Berlin

Sonntag, den 30.6.2019 um 17.00 Uhr
Einlass: 16.30 Uhr
Eintritt: 12,- / vorbest. 10,- / erm. 8,- Euro
Tickets: 030 - 23 92 53 11

Ort: Moving Poets Novilla
Hasselwerderstrasse 22
12439 Berlin-Schöneweide

Zwischen Stille und Ekstase
Carsten Wicke (Indien) - ind. Rudra Vina
Raimund Engelhardt (Dtl.) - Pakhawaj

Weltmusik alla Turca
Derya Takkali (Türkei) - anatol. Bağlama
Maria Schneider (Dtl.) - Perkussion

Zentrum für Interkulturelle Musik e. V.

RUDRA VINA

EINE REISE IN DIE KLASSISCHE MUSIK INDIENS

KONZERT

Carsten Wicke – Rudra Vina
Sharajdeep Singh – Pakhawaj

Mi., 02. Oktober 2019, 19 Uhr
Anthroposophisches Zentrum
Wilhelmshöher Allee 261 • 34131 Kassel • 12€/7€ ermäßigt

Do., 03. Oktober 2019, 10 – 18 Uhr:

Begegnung mit der
indischen **RAGA**-Musik

WORKSHOP

Workshop für Stimme & alle Instrumente
mit **Carsten Wicke**

Konzertkartenreservierung / Workshop-Infos u. -Anmeldung:
www.zentrum-fuer-interkulturelle-musik.de

Gerhard-Fieseler-Stiftung · Hessisches Kultusministerium · Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst · Kassel · documenta Stadt · Kasseler Kunstpreis Dr. Wolfgang Zippel-Stiftung · Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen · Kasseler Sparkasse

https://www.interactif.in/blog/musique/artist-of-the-month

ARTISTE OF THE MONTH: CARSTEN WICKE

Striking An Unstruck Chord With Rudra Veena Maestro Carsten Wicke.

In my many discussions on music, especially indigenous music, there has always been mystique around one such Indian musical instrument. Until the day that I heard it on for the first time on television, as it was aired on a spiritual channel during a Holi festival programme. Seeing the two *tumbas* or resonators on a stringed-instrument, I immediately knew it was the veena. And it made sweet vibrations and as the playing progressed, I could hear a distinct sound, one that I had never heard before!

This time I could connect to this new sound made by the veena. With further research, I found out that what I had seen that day on television was the rarest version of the veena – rudra veena. And I was fortunate to contact the artiste who performed it live at Gokul Ashram at Vrindavan-India.

Carsten Wicke is a devout musician and dedicated to playing the rudra veena. You may start to wonder that how come a person with a Western name is associated with the rarest of Indian instruments. *"I was born in Germany, that is why I am here. If I was born in India, I would possibly not have taken to the veena."* And I am reminded of the famous song by country singer Willie Nelson when he sang: *"Mamas' don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let 'em pick guitars or drive them old trucks. Let 'em be doctors and lawyers and such."* Well, we still do not have a song explaining the scenario of Indians giving preference to similar careers like doctors, businessmen, engineers and so on. Only a few have

embraced Indian culture, arts and music, thankfully in my family we still appreciate and continue to explore the country through our travels.

On a similar journey in the 90s, at the time when Germany was separated into East Germany and West Germany by the Berlin Wall, Carsten Wicke experienced this political turmoil. The moment the wall was taken down, he travelled to India at the age of 19 years. While he visited many ashrams and took time out for meditation, he developed a keen interest for Hindustani classical music. Every winter holiday, he made his way to India to learn tabla from Pandit Anindo Chatterjee. As he discovered more about Indian music during performances and *baithaks*. On reaching upon the music room of his guru - Ustad Asad Ali Khan is what Carsten describes as his breakthrough moment. He learned to play the rudra veena in Khandarbani style and later studied Dagarbani Dhrupad. Till this day, Carsten continues to play in the traditional style with aalaps and does not believe in the idea of creating fusion music. If you are interested in listening to him live, then you can attend the Tollygunge *baithak* in Calcutta hosted at his home during the first week of February.

"The Veena is the base of all instruments and the beenkars (veena players) used to be the musicians of the musicians, the maestros of maestros," said Carsten. Such is the power of this divine instrument – the veena. What makes the rudra veena divine is the fact that it is considered to be Lord Shiva's instrument. *"It is necessary to perform the right poojas and there is superstition surrounded to the instrument when it comes to manufacture or repairing it,"* exclaimed Carsten as the veena has the rudra factor attached to it. When he shifted to India, the craftsmanship for making the rudra veena was already dying. There was one veena maker by the name of Murari Mohan Adhikari of Kanailal & Brothers-Calcutta, who also made Surbahar, Veena and Sitar.

In 1995 he closed his shop because he became old-fashioned in his business and made a few instruments on private orders before he passed in 2006, leaving no trained successor behind. Carsten had to start making the rudra veena in his own workshop, where he built the veena with better sustain and plays it in the orthodox style of classical music.

For many, the veena is still an instrument that resides only in museum and for discussion in select arty circles, there are rudra veena masters like Carsten Wicke and Bahauddin Dagar who continue to play this instrument which is more than 1500 years old. At that time it was a single bamboo stick with only one tumba (resonator). Performed mainly for meditation in the temples and jungles. Almost 800 years ago, the rudra veena had developed its final shape with two tumbas. In the medieval times, it started to be used for accompaniment than for solo. From the temples, it was taken to the courts of Hindu as well as the Mughal kings for performances. After the end of the court era, many musicians did not find work and performed publicly only for survival. Such was the story of Ustad Asad Ali Khan, who was among the last generation of veena players. *"He was a teacher at Bhartiya Kala Kendra and Delhi University where he did not teach the rudra veena but taught sitar for his survival."* The rudra veena is now an instrument for the classes, not for the masses mentioned Carsten Wicke. In today's time of listening to ahata naad (audible sound), one rarely makes a connection with the divine sound of anahata naad which is mirrored in the sound of the rudra veena. I was lucky to have discovered the unstruck yet divine sound and happy to share it with the world. *Om.*

संतूर व मृदंगम् की प्रस्तुति से झूम उठा सभा मण्डप

[illegible]

दूसरी निशा इनकी रही प्रस्तुति

[illegible]

तीसरी निशा की प्रस्तुति

[illegible]

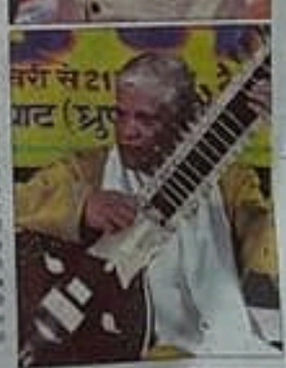

साधना!

पूर्व जर्मनीत असताना लहानपणी माझ्या आईने मला संगीतात ढकलण्याचा प्रयत्न केला, पण मी त्यात रमलो नाही. एकदा घरातलीच भारतीय संगीताची एक कॅसेट ऐकली. त्यात एन. राजम यांचे व्हायोलिन आणि झाकीर हुसेन यांचा तबला ऐकताना अंर्तबाह्य शहारलो. इतका उत्स्फुर्तपणा? कुठून आला या संगीतात? खिशात होते ते पैसे घेतले आणि मी भारताची वाट धरली. तिथेच अचानक माझी भेट झाली रुद्रवीणा या वाद्याशी. भारतीय संगीतात एक हीलिंग पॉवर आहे हे मला एव्हाना समजले होते; पण या वाद्याने त्यापलीकडच्या अज्ञात पारलौकिकाची ओढ लावली आणि मला माझ्या जगण्याचा हेतू मिळाला..!

कार्स्टन विके धृपद अंगाने वीणावादन करणारे जे अगदी मोजके कलाकार भारतात आज आहेत त्यातील एक आघाडीचे कलाकार. जर्मनीत जन्म झालेले कार्स्टन भारतीय योगशास्त्र आणि ध्यानधारणा याच्या ओढीने आधी भारतात आले आणि त्या वाटेवर त्यांना भारतीय राग संगीत भेटले. पाश्चिमात्य संगीतापेक्षा अगदी भिन्न जातकुळीच्या या संगीताच्या शिक्षणाची सुरुवात त्यांनी तबल्यापासून केली आणि मग त्यांना रुद्रवीणा या आदिम वाद्याच्या गूढ स्वरांनी मोहिनी घातली. रुद्रवीणा वाजवणाऱ्या कुटुंबातील सातव्या पिढीचे प्रतिनिधी उस्ताद असद अली खान यांच्याकडे त्यांनी या वाद्याचे शिक्षण घेतले आहे. देश-परदेशात होणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या धृपद महोत्सवात त्यांनी आजवर हजेरी लावली आहे. आता भारतात स्थायिक झालेल्या या कलाकारचे वैशिष्ट्य म्हणजे, रुद्रवीणा बनवणारे कुशल कारागीरच आता उरलेले नसल्याने हे वाद्य बनवण्याची कला त्यांनी अवगत केली आहे आणि आजवर स्वत:च्या वापरासाठी आठ वाद्यं तयार केली आहेत..

रुद्रवीणा नावाच्या वाद्याचे नाव ऐकलेय तुम्ही? बहुदा नसेल ऐकले. आपल्या संगीत मैफली, महोत्सव, संगीताच्या खासगी बैठका यामध्ये कुठेच सहसा आमंत्रण नसलेल्या (आणि त्यामुळे न दिसणाऱ्या!) या वाद्याचे नाव तुम्ही ऐकणार तरी कुठे आणि कसे? शास्त्रीय संगीताच्या मैफलींची एवढी गजबज आत्ता-आत्तापर्यंत देशभरात सुरू असताना आणि सतार, संतूर, सरोद, बासरी अशी तऱ्हेतऱ्हेची वाद्य या मैफलींमधून रसिक श्रोत्यांची तुडुंब दाद घेत असताना रुद्रवीणेकडे रसिक अशी का पाठ फिरवतील? या प्रश्नाचे नेमके उत्तर मिळणे जरा अवघड. कदाचित श्रोत्यांच्या अभिरुचीकडे बोट दाखवणारे वाटेल ते. गेल्या काही दशकापासून आम्हाला सोप्पे, झटकन मनाची पकड घेणारे, वादन सुरू होताच माहोल निर्माण करणारे असे संगीत आवडायला लागले आहे कदाचित. असं म्हणताना मी आजच्या कोणत्याही वाद्याला कमी लेखत नाहीय. पण जगण्याच्या आपल्या प्रत्येकच निवडीमध्ये हवे ते चटकन मिळवण्याची ही घाई आली आहे आता. मग संगीत त्याला अपवाद कसे असेल? मोजक्याच दोन-तीन स्वरांसोबत मैफल सुरू करीत, त्या स्वरांमधील परस्परसंवादाची नाजूक कलाकुसर अनुभवत, त्या वाद्याच्या स्वराचा आपला असा काही बाज असतो तो जोखत-अनुभवत मैफल ऐकायची तर त्या मैफलीत काही तास मांडी ठोकून बसावे लागते. कलाकाराला अवचित सुचणारा आणि

मुसाफिर

● कार्स्टन विके

अभिजात भारतीय संगीतासाठी जीव वेचणाऱ्या परदेशी साधकांच्या दुनियेत

श्रोत्याला व्याकूळ करून टाकणारा एखादा आलाप कानावर पडेपर्यंत जीव मुठीत धरावा लागतो. आणि असा निवांतपणा असल्यावर त्या रागाच्या चहू दिशांनी उजळत जाणाऱ्या रूपाचे तेज झेपणे हे कोणा ऐऱ्यागैऱ्याचे काम नाही...! हा निवांतपणा आणि जातिवंत सुंदर क्षण वाट्याला यावा यासाठी करावी लागणारी साधना करण्याचा संयम आम्ही गमावला आणि रुद्रवीणा आमच्या मैफलींमधून मागे-मागे सरत गेली...! आणि तरीही, मी मात्र माझ्या मातृभूमीला निरोप देऊन, जगण्यासाठी भारताची निवड करून या वाद्याची साधना करतो आहे. कारण? खर सांगू, ही निवड मी नाही, आपले बोट धरून चालवणारा तो जो कोणी आहे त्याने केली आहे. त्यानेच माझ्या मनात या माझ्या वाद्याबद्दल इतके अथांग प्रेम भरले आहे की, मी त्याशिवाय माझ्या आयुष्याचा विचार करूच शकत नाही...

पूर्व जर्मनीमधील एक छोटेसे गाव ते भारतातील कोलकात्यासारखे महानगर हा काही हजार मैलांचा प्रवास छोटा नाही आणि सोपापण नाही. पण तो करण्याची इच्छा माझ्या मनात निर्माण केली ती जर्मनीमधील माझ्या घरी मी ऐकलेल्या भारतीय संगीताने. मी जेमतेम विशीत असेन तेव्हा. पूर्व जर्मनीमध्ये राहणारे आम्ही सगळेच त्यावेळी एका विलक्षण अनुभवातून जात होतो. पूर्व आणि पश्चिम असे आमच्याच देशाचे दोन तुकडे पाडणारी भिंत जमीनदोस्त होण्याच्या अनुभवातून. भिंत पडण्यापूर्वीचे आयुष्य सोपे होते. अगदी साधे, फक्त गरजा भागवणारे आणि पोट भरणारे. पण भिंत पडली आणि महापूर यावा तशा आमच्या बाजारपेठा तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तूंनी ओसंडून वाहू लागल्या. कालपर्यंत आम्हाला एकाच कंपनीचे चॉकलेट, गाडी आणि कपडे मिळत होते. आता शंभर ब्रॅण्ड्स आमचा अनुनय करू लागले. हे सगळे खिशाला न परवडणारे, पण मोहाच्या जाळ्यात खेचणारे होते. या तुफानात मी स्वत:ला काठावरच ठेवू शकलो कारण, सुदैवाने याच काळात माझ्या घरात आलेल्या काही पाहुण्यांमुळे भारतीय संगीत आणि त्याबरोबर योग आणि ध्यान याची माझी तोंडओळख झाली होती. लहान असताना कधीतरी आईने ढकलले म्हणून मी व्हायोलिनवादन शिकलो; पण कागदावर लिहिलेल्या त्या रचना बघत वाजवणे मला फार कंटाळवाणे आणि निर्जीव वाटत होते. त्यामुळे त्या वाटेवर मी तत्काळ भलीमोठी फुली मारली आणि संगीताच्या वाटेला न जाण्याचा निर्धार केला. त्या कॅसेटमधून कानावर येत असलेले एन. राजम यांचे व्हायोलिन आणि झाकीर हुसेन यांचा तबला ऐकताना सर्वात प्रथम जाणवली ती त्या संगीतातील उत्स्फूर्तता आणि ताजेपणा. हा कुठून आला या संगीतात? मग, खिशात होते ते पैसे घेतले आणि भारताची वाट धरली तेव्हा मी जेमतेम वीस वर्षांचा होतो. त्यानंतरचे कित्येक हिवाळे मी भारतात काढले. मला ध्यानात अधिक खोलवर जायचे होते आणि भारतीय संगीताची नीट ओळख करून घ्यायची होती. दोन्हीकडे साधना होती. त्यासाठी गुरु अनिन्दो चॅटर्जी यांच्याकडे आधी तबल्याचे शिक्षण सुरू झाले. त्या काळात मला जाणवले, कोलकत्याच्या हवेतच संगीत आहे त्यामुळे तिथे माणसे भेटत होती ती एकतर गाणे म्हणणारी किंवा गाण्यावर बोलणारी! त्या काळात कोलकात्यात होणाऱ्या संगीत मैफलींना हजेरी लावत मी हे संगीत आणि त्यामागे उभी संस्कृती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत होतो. अशाच एका मैफलीत रुद्रवीणेबद्दल प्रथम ऐकले!

रुद्रवीणा. किती कहाण्या आहेत या वाद्याभोवती. संहार करणारा अशी ज्याची ख्याती त्या शिवाने निर्माण केले हे वाद्य. पार्वतीचे अनुपम सौंदर्य बघत असताना त्याच्या तोडीचे काही निर्माण करायचे या इच्छेतून निर्माण झालेले. शिवाला प्रिय ते त्याच्या भक्तांनाही प्रिय, म्हणून ते योगी आणि तपस्वी यांच्या साधनेत आले. मन स्थिर आणि शुद्ध करीत, साधनेच्या अत्युच्च क्षणी अनुभवाला येणारा अनाहत नाद वास्तव जीवनात त्यांना पुन्हा ऐकू आला तो या वीणेतून. त्यामुळे या वाद्याला असलेले दोन तुंबे/भोपळे हे दोन जगांचे प्रतीक मानले गेले. एक, पाय मातीवर ठेवणारे भौतिक जग आणि दुसरे, अनाहताची ओढ लावणारे पारलौकिक जग. असे वाद्य मनोरंजन, करमणूक यासाठी काय उपयोगाचे? नीरव अशा शांततेची ओढ लावते ते. उपासनेचा एक भाग झाल्यावर साधूंनी ते आपल्याबरोबर मंदिरात नेले आणि तेथून ते आले राजदरबारात होणाऱ्या मैफलींमध्ये...! भारतीय संगीतात एक हीलिंग पॉवर, स्वस्थ करण्याची ताकद आहे हे मला एव्हाना समजले होते; पण या वाद्याने त्याच्यापलीकडे असलेल्या अज्ञात पारलौकिकाची ओढ लावली आणि मला माझ्या जगण्याचा हेतू मिळाला..! खूप शोधानंतर गुरु उस्ताद असद अली खां भेटले तो क्षण मला अजून आठवतो. दिल्लीमधील त्यांच्या घरातील त्यांच्या खोलीत पाय ठेवला आणि त्यांनी माझ्याकडे बघितले तेव्हा मला जाणवले, माझे आयुष्य आरपार बदलणारा हा क्षण आहे. धृपद गायकीची जी चार प्रमुख घराणी आहेत त्यापैकी लयाला जात असलेल्या खंडर घराण्याचे ते प्रतिनिधी. अर्थात तेव्हा केवळ धृपद गायकीच लयाला जाण्याच्या बेताला होती असे नाही तर तिच्याबरोबर वीणा हे वाद्य बनवणारे कारागीर (खरं म्हणजे तेही कलाकारच!) पुढच्या पिढीच्या हाती आपले संचित न सोपवताच निरोप घेऊ लागले होते...! संचित घेण्यासाठी सिद्ध होतच नव्हते त्याला ते तरी काय करणार ! मग मी ठरवले, केवळ वीणावादन नाही शिकायचे तर वाद्य बनवण्याची कलापण शिकायची. रुद्रवीणा बनवणारा शेवटचा कारागीर मुरारी मोहन यांच्या निधनानंतर, जवळजवळ वीस वर्षांपूर्वी भारतात स्थायिक होण्यासाठी आलो. ९० साली ज्या शहरात मी प्रथम आलो होतो त्या कोलकात्याची निवड केली.

जर्मनीसारख्या देशातून भारतात स्थायिक होण्यासाठी येणे हे सांस्कृतिक धक्का देणारे नव्हते का, असा प्रश्न मला अनेकदा विचारला जातो. तेव्हा मला जाणवते, मी पूर्व जर्मनीत वाढलो हे एका अर्थाने उपकारकच होते. अतिशय साधे, किमान गरजांमध्ये जगण्याचे धडे मला माझ्या देशाने दिले. त्यामुळे भारतात येऊन राहणे हे मला कधीच अवघड वाटले नाही. पण इथे आल्यावर जाणवलेली एक बाब अस्वस्थ करणारी होती. २५-३० वर्षांपूर्वी ज्या भौतिक समृद्धीच्या लाटांवर जर्मनीसारखी राष्ट्रे स्वार होती आणि हळूहळू या भौतिक सुखांच्या चवीची व्यर्थता अनुभवल्यावर भारतीय संगीत, योग, ध्यानधारणा याकडे वळली ती लाट भारतातून मात्र अजून ओसरलेली नाहीये. आणि म्हणून धृपद गायकी कालबाह्य होत गेली. रुद्रवीणा वस्तुसंग्रहालयापुरती उरली! विद्यार्थी माझ्याकडे येतात आणि मला सांगतात, 'मला तोडी शिकायचा आहे, महिनाभरानंतर होणाऱ्या स्पर्धेत मला तो म्हणायचा आहे...' तेव्हा मला आठवते, गेल्या दोन दशकांपासून माझी साधना सुरू आहे की! हातावर सुपारी घेऊन तोंडात टाकण्याइतके संगीत सोपे नाही म्हणूनच ते हजारो वर्ष जिवंत आहे हे कोणी सांगायचे ह्या पिढीला? मन:शांतीचा, आपल्या आतील जगाला जोडून देणाऱ्या आयुष्याचा शोध घेणाऱ्या पाश्चिमात्य लोकांनी धृपदसारखी वेदपठणाशी नाते सांगणारी आणि देवतास्तुती करणारी गायकी उचलून धरली त्यामुळे भारतात आता पुन्हा तिला पूर्वीचा सन्मान मिळू लागला आहे. तेव्हा मला माझ्या गुरुजींचे एक वाक्य नेहेमी आठवते. ते म्हणायचे, 'कलाकार घडवणे ही वेगळी गोष्ट, तुम्ही जेव्हा वीणावादक घडवता तेव्हा तुम्ही एक माणूस, चारित्र्य घडवत असता...!' नव्याने धृपद गायकीकडे आणि वीणावादनाकडे वळणाऱ्या या देशासाठी ही भविष्यवाणी समजायची का?

सूरज्योत्स्ना

अभिजात भारतीय संगीताच्या अनमोल ठेव्याचे जतन, संवर्धन आणि या संगीताच्या अरण्यात शिरू पाहणाऱ्या तरुण साधकांना उत्तेजन यासाठी आकाराला आलेले 'सूरज्योत्स्ना' हे एक तीर्थरूप व्यासपीठ आहे. दिवंगत ज्योत्स्ना दर्डा यांच्या स्वरांशी एकरूप जीवनाचा उत्सव सतत निनादता ठेवणारे हे व्यासपीठ आता दर रविवारी 'लोकमत'मध्येही आपली हजेरी लावणार आहे. अभिजात गायन-वादन-नर्तनाच्या क्षेत्रातले दिग्गज कलाकार इथे भेटतील आणि या जगात नव्याने पाऊल ठेवत्या झालेल्या तरुण साधकांशीही गप्पागोष्टी होतील.

http://www.surjyotsna.org/

मुलाखत, शब्दांकन : वंदना अत्रे
vratre@gmail.com

(ही लेखमाला दर पंधरा दिवसांनी प्रसिद्ध होईल.)

हिंदुस्थानी संगीतात मुरलेला परदेशी 'बापू'

वंदना अत्रे

धृपद गायन आणि रुद्रवीणावादन या दोन उपेक्षित कलाप्रकारांना आत्मसात करण्याचा ध्यास घेतलेल्या एका मनस्वी जर्मन कलाकाराची ही ओळख.

▶ एक-दीड वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल. कोलकात्याच्या संगीत रिसर्च अकादमीत पंडित उदय भवाळकर यांच्याशी गप्पा सुरू होत्या. गप्पांदरम्यान विषय निघाला त्यांच्या आगामी ढाक्का दौऱ्याचा, तिथे दरवर्षी होणाऱ्या संगीत महोत्सवाचा. तिथे भारतीय संगीताचं शिक्षण देणारं गुरुकुल सुरू झाल्याचं त्यांच्याकडून समजलं.

चार-चार दिवस चालणाऱ्या या संगीत महोत्सवासाठी ढाक्क्याच्या आसपासच्या छोट्या छोट्या गावांतून विलक्षण ओढीने रसिक येतात. त्यांच्यासाठी या महोत्सवाला हजेरी लावणं म्हणजे 'स्टेटस सिम्बॉल' नसतो. व्यासपीठावर मैफल सुरू असताना ते समोर बसून अतिशय शांतपणे फक्त या मैफलीचा(च) आनंद घेत असतात. हे माझ्यासाठी फारच नवलाचं होतं. वाटलं, आपल्या शेजारी देशाच्या रसिकांना भारतीय संगीताबद्दल वाटणाऱ्या या प्रेमाची बीजं या देशाच्या इतिहासात असतील का? की बाकी जगभरातही या संगीतावर प्रेम करणारे असेच काही वेडे रसिक, कलाकार आहेत? असतील तर कसे भेटतील ते? शोध सुरू केला.

मनात साशंकता खूप होती; पण घडलं ते नेमकं उलटं, सुखद धक्का देणारं. चिवटपणे शोध सुरू केल्यावर हळूहळू जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, जपान, कझाकस्तान, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांतले कलाकार भेटत गेले. तबला, सतार, बासरी आणि कथक-भरतनाट्यम... प्रत्येकाने आपल्या-आपल्या आवडीचा संगीतप्रकार निवडला, त्यासाठी गुरूचा शोध घेतला. कोरोनाने दिलेल्या तडाख्यामुळे सगळ्यांनाच मुकाटपणे आपापल्या घराची दारं बंद करून बसावं लागत असताना या कलाकारांशी डिजिटल खिडकीतून गप्पा सुरू झाल्या.

याच दरम्यान गाठ पडली कर्स्टन विकेशी. धृपदसारखी फारशी लोकप्रिय नसलेली

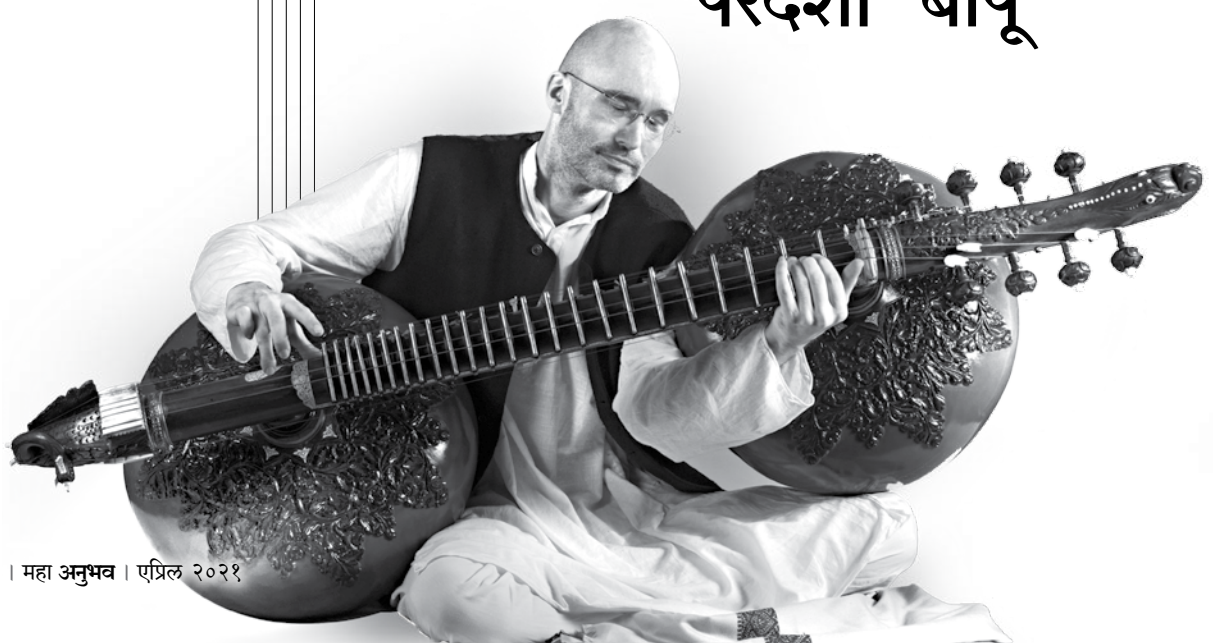

गायकी आणि त्यात रुद्रवीणा हे मैफलीतून जवळजवळ हद्दपार झालेलं वाद्य यांचा ध्यास असलेला हा कलाकार.

कर्स्टन विकेची पहिली भेट झाली तेव्हा मला आठवण आली ती 'गांधी' सिनेमातल्या बेन किंग्जलेंची. डोक्याचा तुळतुळीत गोटा, डोळ्यांवर गोल फ्रेमचा चष्मा आणि त्या चष्म्यातून दिसत असलेल्या लुकलुकत्या डोळ्यांत तसाच निर्मळ आनंदी भाव. लॅपटॉपच्या पडद्यावर दिसत असलेल्या कर्स्टनकडे मी पुन्हा पुन्हा अविश्वासाने बघत होते. विस्मयाचे एक-दोन क्षण अनुभवल्यावर मिस्कीलपणे हसत कर्स्टन म्हणाला, ''यू कॅन कॉल मी बापू, वंदना!'' तेव्हा आश्चर्याचा दुसरा धक्का बसला. हा मनकवडा वगैरे आहे की काय? मग मुलाखतीची पहिली काही मिनिटं कोलकात्यातील आपल्या घराच्या शेजारपाजारच्या मुलांसाठी 'बापू' असल्याचा आपला अनुभव तो सांगत राहिला. जर्मनीमधून भारतात येऊन राहिलेले बापू. गप्पा सुरू झाल्या आणि जाणवू लागलं, बापू आणि कर्स्टन या दोघांमधील हे साम्य निव्वळ बाह्यरूपापुरतं नाही. या माणसामध्ये हा महात्मा खोलवर उतरला, झिरपला आहे.. अगदी साधी, कमी गरजेची जीवनशैली, दैनंदिन जीवनातील स्वावलंबन आणि एका ध्यासासाठी वाहून घेतलेलं आयुष्य.

परदेशी कलाकारांना भारतीय संगीतापर्यंत घेऊन येणारी प्रमुख वाट म्हणजे त्यांच्या कानावर पडणारी पं. रविशंकर यांची सतार किंवा उस्ताद अली अकबर खाँसाहेब यांचं सरोदवादन. त्यासोबत पं. चतुरलाल किंवा अल्लारखाँसाहेबांचा तबला ऐकून आधी हे श्रोते चकित होतात. स्वरांचे संथपणे उलगडत जाणारे आलाप, त्यानंतर त्यासोबत सुरू होणारा मध्य लयीतील तबल्याचा ठेका आणि हळूहळू गती पकडत रंगत जाणारी तबल्यासोबतची जुगलबंदी... स्वररचना लिहिलेलं कागदाचं बोटभर चिटोरंसुद्धा समोर नसताना हे संगीत येतं कुठून, हा प्रश्न त्यांना अस्वस्थ करतो आणि तो त्यांना हळूहळू भारतीय रागसंगीतापर्यंत घेऊन येतो. या मार्गावर आणणारी दुसरी वाट म्हणजे योग आणि ध्यानधारणा शिकवणारे एखादे आध्यात्मिक गुरू. कर्स्टनचा प्रवासही याच मार्गाने झाला.

कर्स्टन पूर्व जर्मनीतल्या हँबर्गजवळच्या पर्चीम नावाच्या एका छोट्याशा गावातला. लहानपणी त्याला आईने व्हायोलिन शिकायला कोणा सरांकडे पाठवलं; पण ते वाद्य त्याला कधीच आवडलं नाही. तरुण वयात तो थिएटर-सिनेमाकडे अधिक ओढला जाऊ लागला. तो काळ जर्मनीतील राजकीय धामधुमीचा होता. पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीला विभागणारी बर्लिन भिंत पाडण्यावरून जनमत तापू लागलं होतं. अनेक निर्बंध असलेलं पूर्व जर्मनीतील बंदिस्त आयुष्य जगणाऱ्या तरुणांना पश्चिम जर्मनीचं मुक्त जगणं खुणावत होतं. पूर्व जर्मनीतील जगण्याचं वर्णन करताना कर्स्टन सांगतो, ''आमच्याकडे फक्त एकाच ब्रँडचं चॉकलेट मिळायचं. कारचाही एकच ब्रँड होता, आणि कपड्यांचाही.''

नव्वदीच्या दशकात जनमताच्या रेट्याने बर्लिनची भिंत जमीनदोस्त झाली आणि फिरण्या-वावरण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबर पूर्व जर्मनीची बाजारपेठ तऱ्हेतऱ्हेच्या मोहमयी वस्तूंनी ओसंडून वाहू लागली. मोहाच्या अनेक कड्या पायांत अडकवणारं स्वच्छंद आयुष्य खुणावू लागलं तेव्हा बदलाच्या या लाटेने कर्स्टनसारख्या काही तरुणांना अस्वस्थ केलं. जगणं अर्थपूर्ण करण्यासाठी खरंच कोणत्या प्रकारचं स्वातंत्र्य आपल्याला हवं आहे, या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात असताना त्याला भारतीय योग, ध्यान यांची ओळख करून देणारा एक गुरू भेटला आणि कानावर येऊ लागलं भारतीय संगीत. त्याने तोवर ऐकलेल्या पाश्चिमात्य संगीतापेक्षा हे फार फार वेगळं होतं. त्यात विविध वाद्यांचा स्वरमेळ नव्हता, ठेका देणारं वाद्यही एकच होतं, पण वातावरण भरून आणि भारूनही टाकण्याची क्षमता त्यात होती हे नक्की. लहानपणी व्हायोलिनच्या वर्गाकडे हट्टाने पाठ फिरवणाऱ्या कर्स्टनला या संगीताबद्दल मात्र मनातून ओढ वाटू लागली. एका अनावर क्षणी पाठीवरच्या धोपटीमध्ये चार कपडे, आजवर काम करून मिळवलेली मूठभर पुंजी आणि मनात खूप प्रश्न व उत्सुकता घेऊन तो घरातून बाहेर पडला.

नव्वदीच्या दशकात तो भारतात उतरला तेव्हा जेमतेम वीसेक वर्षांचा होता. पुढची दोन वर्षं भटकंतीत गेली. ध्यानधारणा आणि योग यांचं शिक्षण घ्यायचं, त्याबरोबर भारतात ठिकठिकाणी चालणाऱ्या संगीत महोत्सवांमध्ये हजेरी लावायची, हिवाळा-उन्हाळा भारतात घालवायचा आणि मग मायदेशी जाऊन पैसे कमवायचे. यादरम्यान

भारतात संगीत शिक्षण घेण्याचा त्याचा निर्णय दृढ होत गेला. आधी तबल्याचं आणि नंतर रुद्रवीणेचं शिक्षण सुरू झाल्यावरसुद्धा जवळजवळ सोळा-सतरा वर्षं कर्स्टनने असे भारत-जर्मनी दौरे केले. अखेर २००९ साली त्याने या धावपळीला पूर्णविराम देत भारतात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने स्वरांमध्ये गुरफटून जगणाऱ्या कोलकाता शहराची त्याने त्यासाठी निवड केली. 'चहाच्या एका कपाबरोबर अनोळखी व्यक्तीला कुटुंबाचा एक सदस्य म्हणून सहज स्वीकारणारं हे शहर आहे' असं तो गप्पांमध्ये पुन्हा पुन्हा सांगत असतो! (आणि अगदी क्षुल्लक कारणांनी काम बंद करून सुटी घेणाऱ्या संस्कृतीबद्दल खंतही व्यक्त करतो)

पंडित अनिंदो चटर्जी यांच्याकडे कर्स्टनचं तबल्याचं शिक्षण सुरू झालं. त्याला त्याच्या गुरूंनी इतर अनेक शिष्यांबरोबर आपल्या कुटुंबात सामावून घेतलं. त्याला गुरुबंधू मिळाले. 'आणि तो तबला शिकू लागला' या नोंदीसह ही गोष्ट इथेच संपली असती; पण या कहाणीत आणखी बरंच काही घडणं बाकी होतं. 'कहानी में ट्विस्ट' आला तो रुद्रवीणेमुळे. हे वाद्याचं नाव ऐकून कर्स्टनला त्याबद्दल कुतूहल निर्माण झालं. पुढे रुद्रवीणा वादन ऐकल्यावर आणि त्या वाद्याचा इतिहास जाणल्यावर त्याचा त्यातला रस अधिकच वाढत गेला. या वळणाविषयी बोलताना एक गोष्ट तो पुन्हा पुन्हा सांगतो, ''दोन वर्षं मी केलेल्या प्रखर ध्यानधारणेने मला काही महत्त्वाचे धडे दिले. गुरू-शिष्य परंपरेची ओळख करून दिली आणि

गुरूच्या खोलीत प्रथमच प्रवेश करण्याचा क्षण कर्स्टनसाठी जादुई होता. स्वतःच्या घरी आल्याची शांत करणारी भावना त्या वेळी त्याच्या मनात होती. गुरूची सेवा करण्याचा शिष्याचा धर्म तो इथे शिकला. निसर्गातील प्रत्येक घटकाशी, बदलत्या ऋतूंशी, मानवी भावनांशी जोडलेलं भारतीय संगीत आत्मसात करण्यासाठी या संस्कृतीशी स्वतःला जोडून घेत तो भारतीय बनत गेला..

स्वतःमध्ये, आत पूर्ण लक्ष केंद्रित करत स्वस्थ बसणं शिकवलं. रुद्रवीणेसारखं वाद्य शिकण्यासाठी लागणारी एकाग्रता आणि संयम मला या साधनेने दिला.आणि शिकवली शिस्त, विनाशर्त समर्पण. ते नसतं तर रुद्रवीणेचं शिक्षण फार फार अवघड झालं असतं.''

संगीत महोत्सवांमधील सततच्या हजेरीमुळे एव्हाना कर्स्टनच्या बऱ्याच ओळखी झाल्या होत्या. त्याच ओळखींचं बोट धरून तो रुद्रवीणा शिकवणाऱ्या गुरूपर्यंत दिल्लीत पोचला. हे होते गुरू असदअली खान. रुद्रवीणा वाजवणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबातील सातव्या पिढीचे वादक.

रुद्रवीणा हे आद्य तंतुवाद्य मानलं जातं. पार्वतीच्या सौंदर्याचं यथार्थ वर्णन करू शकेल, असं वाद्य शिवाला निर्माण करायचं होतं. त्या प्रयत्नांमधून जन्माला आली रुद्रवीणा. शिवाचा उग्र संताप, संहाराची शक्ती यांचं वर्णन करणाऱ्या अनेक दंतकथांचं गूढ अर्थातच या वाद्याभोवती आहे. शंकराच्या उपासनेमध्ये योगी या वाद्याचा वापर करत. पुढे सोळाव्या शतकात धृपद गायकीच्या साथीने रुद्रवीणा राजदरबारात पोचली. धृपद गायकी म्हणजे अतिशय संथपणे आलाप गात केलेली देवाची स्तुती. अठराव्या शतकापर्यंत भारतात ही गायकी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होती, पण जगण्याचा वेग वाढू लागला तसं संगीतही गतिमान होऊ लागलं. या स्थित्यंतरात धृपद ऐकण्याएवढी सवड कोणाकडे असणार? हळूहळू त्यावर उपेक्षेची धूळ जमू लागली. एकोणिसाव्या शतकाने बघितलेली दोन महायुद्धं, त्यांतील मनुष्यसंहार, बेकारी, कमालीचं दारिद्र्य आणि उपासमार, त्याबरोबरीने वाढत गेलेली उपभोगाची साधनं आणि माणसाच्या जगण्यातील कमालीच्या विसंगती यातून निर्माण होणारे प्रश्न जगणं ढवळून काढायला लागले. दुसरीकडे, विशेषतः युरोपमध्ये अर्थपूर्ण जगण्याचा, मानसिक शांततेचा शोध सुरू झाला. जगण्याचं उद्दिष्ट शोधणारा कर्स्टन याच पिढीचा प्रतिनिधी.

कर्स्टनचे गुरू अतिशय कर्मठ, वागण्या-वाजवण्याच्या नियमांचा आग्रह धरणारे होते. या गोऱ्या विद्यार्थ्याचा स्वीकार करण्यापूर्वी त्यांनी त्याला गायला सांगितलं, तानपुरा लावण्याची त्याची परीक्षा घेतली. गुरूच्या खोलीत प्रथमच प्रवेश करण्याचा हा क्षण आपल्यासाठी कसा जादुई होता याचं वर्णन तो आपल्या प्रत्येक मुलाखतीत करतो. स्वतःच्या घरी आल्याची शांत करणारी भावना त्या वेळी त्याच्या मनात होती. रोजचा काही तासांचा रियाज आणि बाकी वेळी गुरूंच्या मैफलीसाठी होणारे प्रवास हे त्याच्यासाठी निव्वळ संगीताचं शिक्षण देणारं नव्हतं.

गुरूची सेवा करण्याचा शिष्याचा धर्म तो इथे शिकला. या शिक्षणात त्याला भारतीय रागसंगीताची चौकट समजली. त्या चौकटीच्या मर्यादेत राहून तो राग विकसित करण्याच्या अफाट क्षमता समजत गेल्या. पूर्वरचित संगीत फारसं मान्य नसलेल्या भारतीय संगीताच्या उत्स्फूर्ततेमधील ताकद त्याला जाणवत गेली. निसर्गातील प्रत्येक घटकाशी, बदलत्या ऋतूंशी, मानवी भावनांशी जोडलेलं भारतीय संगीत आत्मसात करण्यासाठी या संस्कृतीशी स्वतःला जोडून घेत घेत तो भारतीय बनत गेला...

वीणावादनातील धृपद शैली अधिक नेमकी होण्यासाठी कर्स्टनने आशिष सांकृत्यायन यांच्याकडे गायकीचं शिक्षण सुरू केलं होतं. पंधरा वर्षं त्याला आपल्या गुरूंचा सहवास लाभला. या प्रवासात आणखी काय घडलं? या प्रश्नावर कर्स्टन जे उत्तर देतो ते विलक्षण आहे. तो म्हणतो, ''रुद्रवीणेला असलेले दोन तुंबे दोन जगांचं प्रतिनिधित्व करतात. एक लौकिक जग आणि दुसरं पारलौकिक. या दोघांना जोडणाऱ्या दांड्यावर असलेल्या तारांमधून निघणारे स्वर या दोन जगांना जोडतात हे मला जाणवलं. आता वादन करताना माझं लक्ष असतं ते त्या दुसऱ्या तुंब्यावर...''

रुद्रवीणा हे मनोरंजनाचं वाद्य नाही. मुळात भारतीय रागसंगीत हेच करमणुकीसाठी नाही. घायाळ, तगमगणाऱ्या मनाला शांत करणारं ते संगीत आहे. हे वारंवार सांगणारा हा कलाकार भारतीय नाही याचंच मग आपल्याला विस्मरण होऊ लागतं. 'भारतीय वातावरणाशी जमवून घेण्यातील आव्हानं काय होती?' या प्रश्नानंतर येते काही क्षण शांतता आणि मग उत्तर येतं, ''नथिंग!'' त्यानंतर खूप वेळ तो पूर्व जर्मनीतील आणि भारतातील साधर्म्य असलेल्या साध्या जीवनशैलीबद्दल सांगत राहतो...

म्हणून भारताने त्याच्यापुढे आव्हान उभं केलंच नाही असं नाही. हे आव्हान होतं रुद्रवीणा तयार करून देणारा कसबी कलाकार न मिळण्याचं. वाद्य तयार करणाऱ्या कसबी कारागिरांच्या भारतात होणाऱ्या अवहेलनेने तो सुरुवातीपासूनच अस्वस्थ होता; पण त्यातून त्याच्या समस्येचं उत्तर मिळणार नव्हतं. मग हे आव्हान जणू त्याने अंगावर घेतलं. लाकडावर काम करणारी कुशल कारागिरांची एक फळी उभी करत, हाताशी असलेलं जुनं वाद्य समोर ठेवून त्याने एकलव्याच्या निष्ठेने स्वतःची एक नवी रुद्रवीणा स्वतःच बनवण्याचा निर्धार केला. वाद्यासाठी अनुरूप भोपळे आणि लाकूड मिळवणं, कारागिरांना चुचकारत काम शिकवत राहणं, वेळीअवेळी येणाऱ्या त्यांच्या सुट्ट्या मुकाटपणे मान्य करणं आणि तरीही पुन्हा

वंदना अत्रे या विविध विषयांमध्ये रस असलेल्या लेखक आणि अनुवादक आहेत.

पुन्हा मोजमापं घेत इंच-इंच पुढे सरकत राहणं हा त्याचा खटाटोप एक-दोन नाही, सहा वर्षं सुरू होता. 'प्रत्येक जर्मन माणसाच्या गुणसूत्रातच इंजिनियरची जनुकं असतात, मी त्याला अपवाद कसा असेन?' असं तो मिस्कीलपणे विचारतो आणि सांगतो, ''तयार झालेल्या पहिल्या वाद्यावर तारा लावल्या आणि माझं एकदम अवसान गळालं. हवा तसा सूर या वाद्यातून नाही निघाला तर...? या प्रश्नाचा गळफास घेऊन मी तळमळत रात्र काढली. पहाटे वाद्य उचललं, त्याला नमस्कार केला आणि छेडलं... तो क्षण... कसा होता तो? वर्णन करणं शक्य नाही.'' कर्स्टनने स्वतःसाठी आजवर अशी आठ वाद्यं तयार केली आहेत. कष्टाने मिळवलेलं हे शिक्षण एखाद्या शिष्याला देण्याची आता त्याला इच्छा आहे.

मुलाखत संपता संपता कर्स्टनने अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित केले. तंत्रज्ञानामुळे संगीत आपल्या अंगणात मोफत पाणी भरू लागलं आहे, अशा वातावरणात कलाकार कसे जगणार? कोण जगवणार त्यांना? बदलता काळ अनेक परंपरा गिळंकृत करतोय. संगीतातील परंपरांचं काय होणार? 'महिन्याभरात मला तोडी शिकवू शकता? एका स्पर्धेत वाजवायचा आहे,' असा सोपा अजेंडा घेऊन गुरूला (?) भेटायला येणाऱ्या शिष्यांना काय उत्तर द्यायचं? कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्या तशा गावोगावी सुरू झालेल्या गुरुकुलांचं भविष्य काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं फक्त काळाच्या अथांग, अदृश्य उदरात दडलेली आहेत हे त्याला ठाऊक आहे. पण ते प्रश्न ऐकताना वाटू लागतं, कोणी तरी आपल्या संगीताच्या भवितव्याची एवढी चिंता करतं आहे, हे ठाऊक असणंसुद्धा किती दिलासादायक आहे!

एकूणच, भारतीय संगीताचा जगभरात सुरू असलेला असा 'अभ्यास' जुजबी नाही. काळाच्या वाहत्या अथांग प्रवाहात आपली रसरशीत मुळं खोलवर, घट्ट रोवून उभं असलेलं हे संगीत जाणून घेण्याचा हा ध्यास नक्कीच अव्वल आणि अस्सल आहे, हे कर्स्टनसारख्या कलाकारांमुळे अधिक दमदारपणे सिद्ध होतं.

■ **वंदना अत्रे**
vratre@gmail.com

Sarwatobhadra Chowk resonates with the chimes of Veena

Rudra Veena Festival 2022

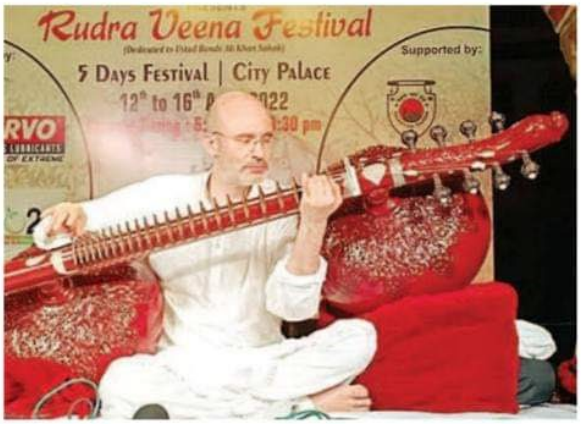

Jaipur. The 4th Rudra Veena Festival 2022 was organized by the Govt of India in collaboration with Ustad Imamuddin Khan Dagar Indian Music Arts and Culture Society, Gunijankhana, Maharaja Sawai Man Singh Museum Trust and Ministry of Culture, Govt.

It was a mesmerising unique festival of 5 days. The Rudra Veena has been a part of the Indian cultural fabric since Vedic times, and very few prominent artists currently play this majestic instrument on stage. The festival was graced by the presence of eminent masters. Notable among them are Bala Chanderji, Ustad Zahid Khan Faridi Desai, Carsten Wicke and Pt Suvir Mishra. They have mastered the nuances of sound production on this instrument. The first day of the program began with a live sculpting session, where a perfect replica of the Rudra Veena was created by the sculpture artist Mukesh Prajapati, followed by a performance by the very younger students Tript Rewale, Shwetaki Mayekar and Saurabh Nagre, learning the art form. The second day was the festival of Chandra Veena. It is a form of the veena which reflects the south-north veena traditions in the same instrument. It was presented by its maker and instrumentalist Pt. Bala Chanderji.

Ustad Zahid Khan Faridi belongs to a family of Veena players. In the ongoing live concert at the City Palace he performed with his students Shwetaki and Saurabh. His furious and fast playing style is what makes these unique. The performance of Arpita Sharma, a disciple of Pandit Suvir Mishra, was also superb. Carsten Wieck, a German expert and a skilled player, played the Rudra Veena in the closing ceremony. He kept the music lovers engaged in his music till late in the evening.

A panel discussion was organised at The Dagar Archive during the day of Rudra Veena Mahotsav. Artists Carsten Wicke, Bala Chandra, Pandit Hanuman Sahai, journalists Iqbal Khan, Reshma Khan, organisers Shabana Dagar, Imran Dagar and other artists and their students participated in this discussion. Many sessions on Rudra Veena were also organied in schools and documentaries were shown.

It is to be known that Ustad Imamuddin Khan Dagar Indian Music Art & Culture Society is exclusively dedicated in preserving and promoting Indian Classical Music and Arts. Since its inception, the society has organised many classical concerts, lecture and demonstrations.

CITY ACTIVITY

NEWS BRIEF

एक्सपो में शामिल हुए 100 से अधिक एग्जीबिटर्स

सिटी रिपोर्टर | बिड़ला सभागार परिसर में बीएनआई के दो दिवसीय बिज एक्सपो का उद्घाटन फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीएमडी जगदीश चन्द्र ने किया। एक्सपो में 5000 से अधिक एग्जीबिटर्स व विजिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। विधायक रफीक खान ने एक्सपो में लगी सौ से अधिक स्टॉल्स का अवलोकन किया। बीएनआई के अक्षत गोयल ने कहा कि कोविड के बाद बिजनेस ऑनलाइन होने से अब बाउंड्रीज हट गई हैं। वहीं नीलम मित्तल ने कहा कि विमन आन्त्रप्रेन्योर के लिए बीएनआई राइट प्लेटफॉर्म है। कोई भी महिला आन्त्रप्रेन्योर बिना स्ट्रगल के नेशनली और इंटरनेशनली कनेक्ट हो सकती हैं।

'प्रयास' का विमोचन

सिटी रिपोर्टर | मालवीय नगर स्थित मालवीय कॉन्वेंट की वार्षिक पत्रिका 'प्रयास' का विमोचन उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने किया। इस मौके पर संस्था निदेशक सन्नी कपूर, प्रिंसीपल श्वेतिका कपूर समेत अन्य स्टाफ उपस्थित थे।

पूर्णिमा के चांद तले जर्मनी के कार्सटन विके ने किया रुद्र वीणा वादन

सिटी रिपोर्टर | चांदनी रात में सिटी पैलेस की खूबसूरती निखर आई थी। रुद्र वीणा की आवाज सर्वतोभद्र में ठहर सी गई थी जब जर्मनी के कार्सटन विके ने रुद्र वीणा वादन किया। कार्सटन की उंगलियां रुद्र वीणा के तारों पर कमाल कर रही थीं और मौजूदा लोग पूर्णिमा की रात में इस पवित्र ध्वनि का आनंद ले रहे थे। मौका था शनिवार को रुद्र वीणा फेस्टिवल के आखिरी दिन का जिसमें कार्सटन विके ने इस प्राचीन वाद्य यंत्र की ध्वनि बिखेरी। पखावज पर उनका साथ मिथुन चक्रवर्ती ने दिया। उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर भारतीय संगीत कला और संस्कृति समाज की ओर से हुए इस पांच दिवसीय रुद्र वीणा उत्सव में प्राचीन भारतीय विरासत को संजोया गया। कार्यक्रम संयोजक शबाना डागर और इमरान डागर ने बताया कि इस दौरान जयपुर के कलाकार गीत जांगिड़ ने सभी कलाकारों का लाइव स्केच भी तैयार किया जिसे समापन समारोह में सभी के लिए डिस्प्ले भी किया गया।

बेटर किचन कलिनरी चैलेंज सीजन-3 का आयोजन

सिटी रिपोर्टर| जयपुर हॉस्पिटैलिटी के छात्रों के लिए बीकेसीसी एवरेस्ट बेटर किचन कलिनरी चैलेंज सीजन-3 में शनिवार को दंगायच स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में आयोजित पाक कला में उत्कृष्ट प्रस्तुति और रचनात्मकता देखी गई। मौका था जयपुर एवरेस्ट बीकेसीसी सीजन-3 के सातवें आयोजन का। इसकी योजना 10 शहरों में बनाई गई। जयपुर में एवरेस्ट बेटर किचन कलिनरी चैलेंज के मुख्य अतिथि शशि किरण चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर एवं ललित पंवार थे। जूरी मेंबर्स में शेफ गौतम महर्षि, दयाशंकर शर्मा, जतिंदर धालीवाल सुजित सिंह और अभिषेक शर्मा थे।

'मेरी आवाज ही पहचान है' में गूंजेंगे सुरीले नगमे

सिटी रिपोर्टर| 'सप्तक-सोसायटी ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर' की ओर से एक मई को जेकेके के रंगायन सभागार में 'मेरी आवाज ही पहचान है' संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी को उनके गीतों से श्रद्धांजलि दी जाएगी। सप्तक की ओर से आयोजित इस संगीत संध्या में राजेश गोस्वामी, सुरेन्द्र विजयवर्गीय, गौरव शर्मा, पायल आचार्य, सूबे सिंह योगी, प्रियांक अग्रवाल, अरिना चेटर्जी, दीपक अरोरा, डॉ. रुचि गोस्वामी, प्रबोध गोस्वामी, अन्जू सुखीजा के साथ ग्वालियर से डॉ. मुकुल तैलंग और कोटा से महेन्द्र चौहान व प्रांगल चौहान भी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सभी कलाकार 50 के दशक से लेकर आज तक के फिल्म संगीत के विभिन्न पड़ावों को अपनी आवाज के माध्यम से साकार करेंगे।

ब्राह्मीलिपि के चिन्हों को टैक्सचर बना जीवंत किए राधा-कृष्ण के अक्स

सिटी रिपोर्टर | जयपुर में रहकर कला साधना कर रहे बीकानेर के वरिष्ठ चित्रकार डॉ. रजनीश हर्ष ने मौर्य कालीन प्राचीन ब्राह्मीलिपि को अपने चित्रों में टैक्सचर के रूप में उपयोग कर कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। चित्रकला में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करने वाले डॉ. रजनीश ने बताया कि इस शैली से बनाए उनके चार चित्र पहली बार उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की मणिकर्णिका आर्ट गैलरी में आयोजित ग्रुप एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए गए हैं। सभी चित्रों में राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ शैली का प्रभाव है। चार चित्रों में उन्होंने अलग-अलग प्रसंगों को दर्शाया है। एक चित्र में राधा-कृष्ण के मिलन के भाव हैं जिसके मध्य में गणपति विराजमान हैं, दूसरे में कृष्ण का गोपियों के वस्त्र हरण का दृश्य है, तीसरे चित्र में कृष्ण वन क्षेत्र में एकांत में बंशी बजा रहे हैं और चारों ओर से गायों के झुंड उनकी ओर आने को आतुर दिखाई दे रहे हैं, चौथे चित्र में कलाकार ने फड़ शैली में विवाह की उमंगों को जीवंत किया है। कलाकार ने कैनवास पर ब्राह्मीलिपि लिखकर उसे रंगों के संयोजन से अदृश्य कर दिया है।

Carstern Wicke playing rudra veena during the Anaahat event held in city HT PHOTOS

Wicke's rudra veena recital captivates music lovers!

Deep Saxena
deep.saxena@htlive.com

Musician Carstern Wicke treated music lovers in Lucknow with a recital of rudra veena during the Anaahat event held in baithak format.

A native of Germany, he has been learning and playing this age-old instrument since 1990 when he started training under Ustad Asad Ali Khan and later under the tutelage of Ashish Sankrityayan who taught him dhrupad in 'kandharbani and dagarbani style'.

"As a kid, I started with violin and then in India with tabla. But then, I got intrigued by rudra veena. It's a rare instrument, and besides the learning aspect there are many challenges associated with it. I need to travel by train as the instrument baggage is around 35-40 kgs. But, once I start playing, it's worth it," said Wicke.

Carsten opened the evening with a detailed expansion of 'raag bihag' in which he presented the traditional veena style of alaap, jod and Jhala followed by a composition in chautaal. In the second half, he presented raga jog with a bandish in teevra taal.

On the request from the audience, he also played raga 'bhinna shadaj' and a bandish in sooltal. He also shared some technical details of Dhrupad and rudra veena with the audience which made the baithak more interactive. He was accompanied by Shashi Kant Pathak on pakhavaj and Aanchal on tanpura.

"There are many students who get fascinated by this instrument, but I do tell them about its challenges as well. Rudra veena today is a rare instrument with only very few performers left throughout the world. It is considered to be the mother of all stringed instruments in Hindustani classical music," he added.

The event was attended by some renowned personalities from music and theatre in Lucknow, informed organiser Abhishek Sharma.

These classical notes tugged at the heartstrings

Pics: Vivek Kumar

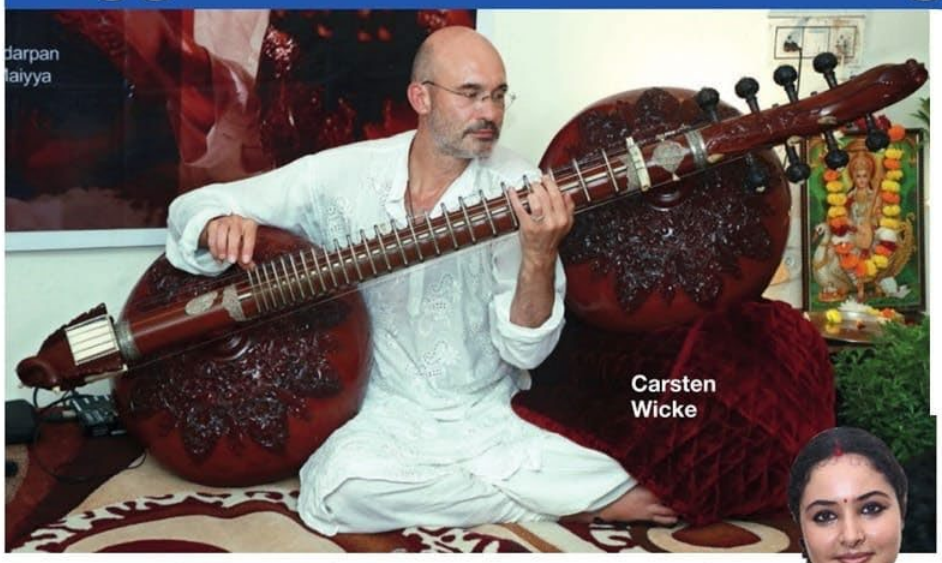

Carsten Wicke

An event of classical music was recently organized in the form of a traditional *baithak* setting which saw the recital of the *rudraveena*. Organized by **Abhishek Sharma**, the musical evening had **Carsten Wicke** playing *rudraveena* amid a full house.

Being one of the disciples of the legendary Ustad Asad Ali Khan, Carsten began the performance with *raag* Bihag in which he presented the *alaap*, *jod* and *jhala*, followed by a composition in *chautal*. Later, there was an informal interaction between the artist and the audience.

— Vivek Kumar

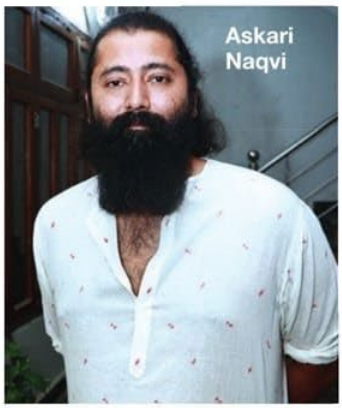

Askari Naqvi

Shashikant Pathak

<< Aastha Mishra

Abhishek Sharma

Dr Abhishek

Vikas Singh

Naveen Singh

Akshat Awasthi

Rudra Veena recital by Carsten Wicke from Germany mesmerised audience at ICCR Kolkata

Kolkata(Partha Roy):Rudra Veena recital by Carsten Wicke from Germany mesmerised audience at ICCR Kolkata on 5th August 2023.

Carsten Wicke was accompanied by Mithun Chakraborty on Pakhawaj and Atreyee Day on Tanpura .

Rudra Veena is a classical Indian string instrument which is popularly known as mother of Indian string instruments amongst musicians.

Keeping with mood of the rainy season, in the first half the musicians presented the Raga Miyan ki Malhar, associated with the Monsoon season. After Alap, Jor and Jhala on the Rudra Veena, the artists presented a Dhrupad composition in Chautala.

In the second half, the musicians presented the mid night Raga Malkauns with a fast Dhrupad Bandish in Sooltala.

Carsten Wicke and other artists received wide appreciation from the audience for their performance.

Beside his musical work, Carsten Wicke develops new Rudra Veenas in collaboration with Indian craftsmen, to counter the present shortage in the manufacturing and supply of this rare instrument. ICCR has awarded him with the Ustad Ghulam Mustafa Khan Senior Fellowship for Music to honour his dedication for Rudra Veena.

Rudra Veena and her music are rediscovered by a growing international audience.

Cultural soirée

An Art Adda presentation, hosted by Santanu Ghosh at his 100-year-old heritage house near Maddox Square saw music and dance soiree with performances by Carsten Wicke from Germany playing the Rudra Veena and a dance by Dr Debanjana Das from the US. The evening was graced by German consul general Manfred Auster and faces from the tinsel town among others.

Pics: Pritam Sarkar

Surrendering to the sound of the rudra veena

February 05, 2024 11:10 pm | Updated 11:10 pm IST - PUDUCHERRY

DINESH VARMA

COMMENTS SHARE READ LATER

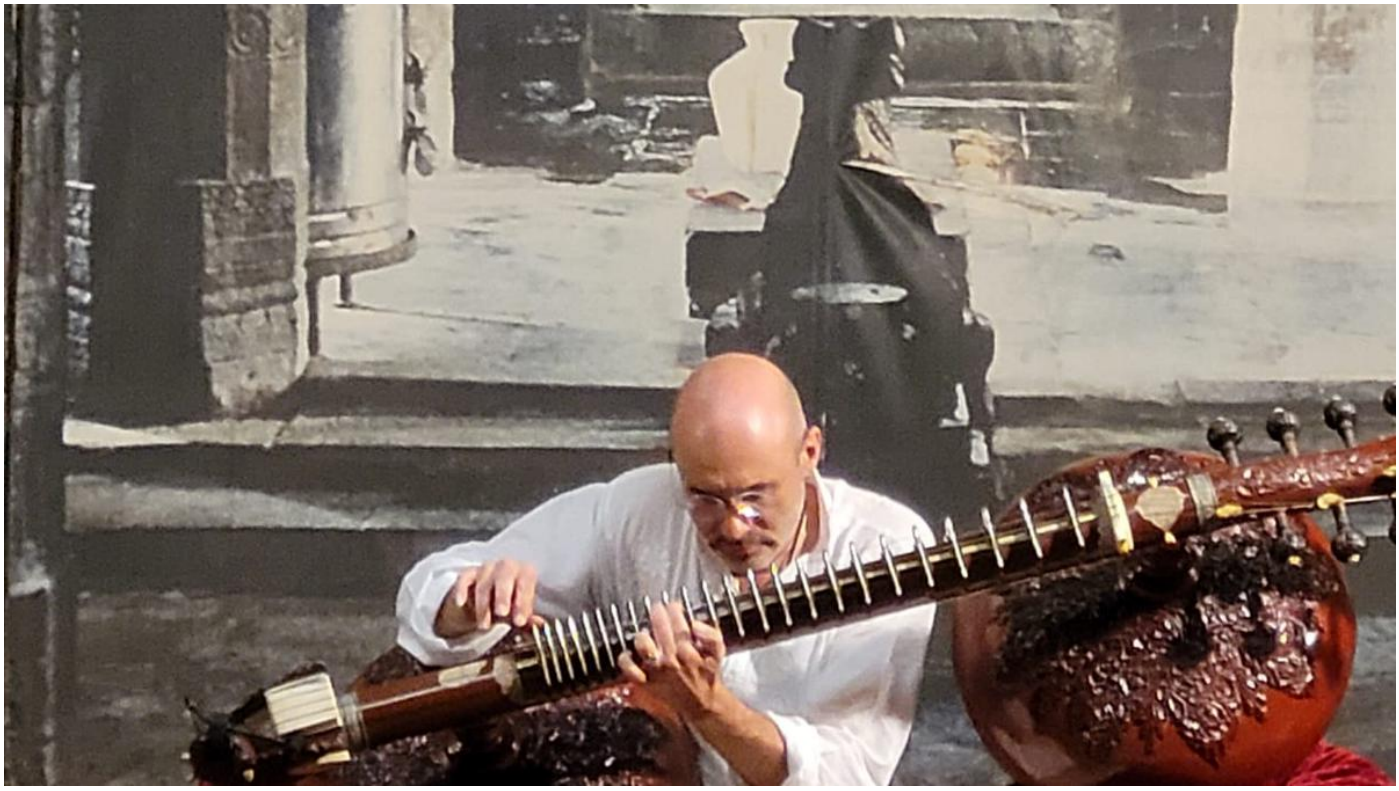

Carsten Wicke performing at a concert in Aurodhan. | Photo Credit: M. Dinesh Varma

To surrender to the notes of the rudra veena can be like experiencing some magical mind coolant, of entering a zone where extrinsic sound blends into an inner silence.

Why are farmers protesting in Europe? | Explained

To discover more such stories, visit SHOWCASE

Kolkata-based German musician Carsten Wicke, regarded to be among the world's foremost contemporary rudra veena exponents, is in the city, performing concerts, meeting music enthusiasts and engaging in a rare collaboration: a music-dance fusion experiment with a South Korean classical dancer.

At Aurodhan's Krtashraya Aurodhan Garden, Mr. Wicke escorted the audience on a journey of experiencing Hindustani classicism during the show 'Sandhiprakash: a meditative evening'.

"Though it is a classical form that has a rigid structure and rules of grammar, all you need is to put in your attention and be able to appreciate the music".

He suggested that sometimes the best listeners turned out to be those who were unfamiliar with the world of raags , perhaps to set at ease the uninitiated. The concert, he said, was designed to offer classical music in a meditative mould. "So, close your eyes and simply go with the sound."

The musician, born in erstwhile East Germany and now adopted the City of Joy as home, commenced the concert with an exploration of the Raag Bageshree.

A choice, as he would explain, determined by its classification as an evening raag, its inherent melodious character and its relative accessibility vis-a-vis some of the more complex ragas in the Hindustani oeuvre.

Even in the absence of his regular percussionist, Mr. Wicke tapped into the "interesting mix" of sweetness, emotions and romance in Bageshree, with the rudra veena exposition making its measured progression from the meditative *alap* to the *jor* section before the *jhala* finale.

Growing inspiration

Mr. Wicke first got initiated into violin and singing as a child before his journey into Indian music started in the 1990s when he studied under renowned tabla maestro

Pandit Anindo Chatterjee. A growing fascination for the classical Dhrupad music led him to a life-changing meeting with the legendary Ustad Asad Ali Khan, under whose mentorship, Mr. Wicke became the masterful exponent of the rudra veena in the Khandar bani style.

The musician noted that a vocalist's concert approach would involve melodic ornaments like *meend* and *gamaks*, the rudra veena's sequential elaboration of a raag transits through the *alaap, jor and jhala.*

The deep resonance and rich overtone makes the rudra veena an ideal instrument for the interpretation of a raag in the Dhrupad style, primarily characterised by an emphasis on the microtonal flow of sound and melody, said the artist. His collaboration with Indian craftsmen to create rudra veena instruments and ensure that dearth of availability does not threaten the survival of the genre has led the Indian Council For Cultural Relations to honour him with the Ustad Ghulam Mustafa Khan Senior Fellowship for Music.

Paid tribute

What followed was Mr. Wicke's tribute to his guru, the legendary a maestro Ustad Asad Ali Khan, a short journey into the musical terrain of the rare raag *Bhinna Shadja.*

The artist recalled that *Bhinna Shadja* aka *Kaushik Dhwani* was a raag he learnt from listening to his guru play a few times.

"He didn't formally teach me this raag. But the way he played, it went deep into my self, touching heart and soul. Later, on listening to a recording, I resolved that I needed to play this raag which is not bound by any strict temporal system".

Whenever he engages with this raag, it serves as a remembrance for Ustad Asad Ali Khan's incredible rudra veena legacy and the stalwart's role in passing on the torch of keeping alive an instrument with its centuries-old tradition to another generation of exponents.

Mr. Wicke performs at a concert hosted by Svaram at 6.30 p.m. in Unity Pavilion, Auroville on Tuesday.

" Phaag Mahotsav " celebrated through "Raaga"- Indian Classical Music at ICCR Kolkata

Kolkata(PARTHA ROY): As Bharat is preparing for one of the most popular traditional celebration - Holi - the festival of colours, " Phaag Mahotsav " was celebrated through " Raaga"- Indian Classical Music by Ministry of Culture, ICCR Kolkata in collaboration with Pandit Siyaram Tiwari Memorial Sangeet Trust of Patna, Bihar on 3rd March 2024.

The festival began with a Rudra Veena recital by Carsten Wicke from Germany, and concluded with a Sarod recital by Aniket Chakravarty from Kolkata.

Phaag Mahotsav featured Dhrupad vocalists Sumeet Anand Pandey and Nirmalya Dey (both from New Delhi) and Khayal vocalists Rosy Dutta and Malyaban Chatterjee (both from Kolkata). Lead artists were supported by accompanying artists Tapash Das, Rishabh Dhar and Mithun Chakraborty (all Pakhawaj), Prabir Mitra, Sandip Banerjee (both Tabla), Kamalaksha Mukherjee (Harmonium) . Program was hosted by Indrani Dey.

The music festival was titled " Phaag Mahotsav " to celebrate month of Phagun welcoming festival of colour, Holi. On full moon day in the month of Phagun of traditional Indian calender systems Holi is celebrated across India. All the artists tried to bring out the spirit of myriad colours through their raag sangeet. Phagun is month of celebration of romantic love across India with seasonal change. Celebration of traditional Hindu season of love begins from Basant Panchumi and continues till Holi. Vocalists sang songs depicting Braj ki Holi, a romantic and poetic play of love and colours between Shri Krishna Radharani and Gopis of Braj.

The festival was attended by Deputy Consul General of Russia in Kolkata Mr. Maxim Aleshin and his wife, Ms. Minakshi Misra, Head and Zonal Director of ICCR Kolkata, Ms. Astrid Wege Director Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan in Kolkata, other diplomats, and music connoisseurs.

India Germany relationship are growing steadily. He mentioned Germany is export oriented nation and keenly interested to develop trade partnership with India . Deputy goods from MSME sector despite turbulence in global economic scene due to multiple reasons. He added various policies as well as schemes of Union Government to provide Incentives to successfully running for decades. Saha indicated he will initiate initiatives to promote investment in West Bengal in time ahead. Saha concluded " When West Bengal grows , India grows" .

Discussion Programme on 'Mera Pehla Vote Desh ke Liye' at Sikra, Chapra of Nadia District

Kolkata, (KCN):A discussion programme was organised on 'Desh ke Liye Mera Pehla Vote'- the awareness programme to make every first time voter to exercise her franchise and help in making a strong country at college Chapra Government College, in Sikra, Chapra of Nadia district on Monday (March 4, 2024). There, Professor Sunayan Mukherjee, Professor Rudra Shekhar Basu and others inspired the college students, more importantly, the first time voters to cast their vote this year with enthusiasm. Both of them asked the first time voters to cast their votes as each vote is important for helping form a strong government, which in turn helps in the overall development of the country.

The first time voter students who were present there also revealed their enthusiasm to cast their franchise for the first time. They said, every vote is important for upholding good governance in the country, and all the youngsters, who are supposed to cast their votes for the first time should come forward and exercise their franchise, which are their fundamental duties towards the country and democratic right also.

Prime Minister Shri Narendra Modi had urged every citizen of the country to spread the message of the campaign relating to the first time voters-'Mera Pehla Vote Desh ke Liye'. The Union Minister for Information & Broadcasting and Youth Affairs & Sports, Shri Anurag Thakur had shared the anthem for the same and has urged everybody to share it. Appreciating the initiative, Shri Modi had remarked, the election process of the country should be made more participatory and hence #Mera Pehla Vote Desh ke Liye message is required to be spread among all sections of people.

5/8

सहजसत्ता हिन्दी दैनिक
प्रयागराज, गुरूवार, 7 मार्च 2024
राष्ट्रीय
2

कथा सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता

बीकापुर - अयोध्या । कोतवाली क्षेत्र के करनपुर मजरे भिटौरा गांव में साप्ताहिक भागवत कथा ज्ञान में बुधवार के दिन व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य पंडित प्रेमधर तिवारी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे भक्त गण रुक्मणी के विवाह की बात महराज जी के अमृत मई वाणी से सुनते इस तरह से भक्ति के रस में डुबकी लगाने लगे की शुद्ध बुद्ध को खो कर भक्ति के रस में शराबोर होकर ठुमके लगाने लगे उक्त रुक्मणी के विवाह को विस्तार करते हुए महाराज जी ने बताया कि राजा भीष्मक अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या की शादी के लिए चिंतित होने पर अपने पांचो पुत्रों से सलाह लेने पर बड़े पुत्र द्वारा शिशुपाल के साथ शादी का प्रस्ताव रख, जबकि राजा भीष्मक एवं पुत्री रुक्मणी की इच्छा प्रभु कृष्ण चंद्र भगवान से शादी करने की थी। जिसमें बाधा पैदा होने पर रुक्मणी द्वारा ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजने पर भक्त के विस्वास की रक्षा के लिए गौरी पूजन के समय प्रभु गोविंद के साथ रथ में जाकर रुक्मणी ने मथुरा में शादी करने की कथा का विस्तार से वर्णन करने पर तथा संगीतमई कथा में मैने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम के लिए ,मैंने बिंदिया सजाई कृष्णा नाम के लिए की गीत प्रस्तुत करने पर। आए हजारों की संख्या में श्रोतागणों ने भक्ति के रस में डुबकी लगाते हुए भाव विभोर होकर अपने ही स्थान पर खड़े होकर ठुमके लगाने को मजबूर होते देखे गए हैं। उक्त कथा के प्रमुख जजमान पूर्व में जेo ईo रहे अनिल उपाध्याय एवं पत्नी राजकुमारी उपाध्याय द्वारा व्यास से कथा श्रवण करने पर तथा मुदुभाषी महाराज जी की कथा से भाव विभोर होकर लगभग सभी श्रवण करने आये कथा प्रेमियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उक्त कथा की व्यवस्था देख रहे प्रमुख जजमान के जेष्ठ पुत्र निरंकार उपाध्याय द्वारा जहां कथा श्रवण करने वाले भक्तों को कथा श्रवण से लेकर कथा विश्राम होने पर सभी के हाथों में प्रसाद पहुंचने तक पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन अपनी टीम के साथ कर रहे थे। वहीं उक्त कथा कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से सुरेंद्र, विमल, विनोद, दिनेश, पवन, राजकरण, अवधेश, राज कुमार, अनवी ,कान्हा, बालवीर,प्रकाश, रोहित, निखिल, हिमांशु, शुभम, और वैभव, विमल आदि लोगों के सहयोग से कथा के स्थान को रोचक बनाये रखने एवं भक्त गणों को आदर सत्कार मिलने से कथा श्रवण करने आए भक्त गणों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

श्री पार्थ रॉयः- आईसीसीआर कोलकाता में भारतीय शास्त्रीय संगीत 'राग' के माध्यम से 'फाग महोत्सव' मनाया गया

कोलकाता में रूस के डिप्टी सीजी श्री मैक्सिम अलेशिन और उनकी पत्नी, सुश्री मिनाक्षी मिश्रा, जोनल निदेशक और आईसीसीआर प्रमुख, सुश्री एस्ट्रिड वेगे, निदेशक गोएथेइंस्टीट्यूट/मैक्समुलर भवन, राजनयिक, संगीत विशेषज्ञ और गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में

जैसा कि भारत सबसे लोकप्रिय पारंपरिक उत्सवों में से एक - होली - रंगों का त्योहार, की तैयारी कर रहा है, संस्कृति मंत्रालय, आईसीसीआर कोलकाता द्वारा पंडित सियाराम तिवारी मेमोरियल संगीत के सहयोग से 'राग' - भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से 'फाग महोत्सव' मनाया गया। 3 मार्च 2024 को ट्रस्ट ऑफ पटना, बिहार। महोत्सव की शुरुआत रूद्र वीणा वादन से हुई जर्मनी से कार्स्टन विके ने सरोद वादन के साथ समापन किया कोलकाता से अनिकेत चक्रवर्ती। फाग महोत्सव इसमें ध्रुपद गायक सुमीत आनंद पांडे और निर्मल्या डे शामिल थे (दोनों नई दिल्ली से) और ख्याल गायक रोज़ी दत्ता और माल्यबन चटर्जी (दोनों कोलकाता से)। मुख्य कलाकारों को सहयोगी कलाकार तपश दास, ऋषभ थर का समर्थन प्राप्त था और मिथुन चक्रवर्ती (सभी पखावज), प्रबीर मित्रा, संदीप बनर्जी (दोनों तबला), कमलाक्ष मुखर्जी (हारमोनियम)।

कार्यक्रम की मेजबानी इंद्राणी डे ने की.फागुन महीने का जश्न मनाने के लिए संगीत समारोह का नाम 'फाग महोत्सव' रखा गया थारंगों के त्योहार होली का स्वागत। पारंपरिक भारतीय कैलेंडर प्रणाली के फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में होली मनाई जाती है। की भावना को सभी कलाकारों ने सामने लाने का प्रयास कियाउनके राग संगीत के माध्यम से असंख्य रंग। फागुन पूरे भारत में मौसमी बदलाव के साथ रोमांटिक प्रेम के उत्सव का महीना है। प्रेम के पारंपरिक हिंदू मौसम का जश्न वसंत पंचमी से शुरू होता है और होली तक जारी रहता है। गायकों ने श्री के बीच प्रेम और रंगों के रोमांटिक

और काव्यात्मक खेल, ब्रज की होली को दर्शाते हुए गीत गाए कृष्ण राधारानी और ब्रज की गोपियों।इस महोत्सव में कोलकाता में रूस के उप महावाणिज्यदूत श्री मैक्सिम अलेशिन और उनकी पत्नी सुश्री मिनाक्षी मिश्रा, आईसीसीआर कोलकाता की प्रमुख और क्षेत्रीय निदेशक सुश्री एस्ट्रिड वेगे ने भाग लिया।कोलकाता में गोएथे-इंस्टीट्यूट/मैक्स मुलर भवन के निदेशक, अन्य राजनयिक और संगीत विशेषज्ञ।

Slow and steady

Festivals like Dhrupad Vaibhav are the need of the hour to uphold the classicism of the form

Manjari Sinha

Dhrupad, the pristine musical form of Hindustani classical music, is derived from the ancient chhand-prabandh gayan. Dhrupad offered a compositional structure to the abstract raag. Swami Haridas and Tansen and later Raja Mansingh Tomar of Gwalior popularised it in the 15th and 16th centuries. The musical form retained this exalted position till about the mid-19th century before khayal singing, with all its embellishments, took precedence under royal patronage.

Despite a decline in its popularity, dhrupad continues to hold its position as the epitome of classicism. Institutions such as the Dhrupad Kendra in Bhopal revived its wide appeal and established its contemporary relevance. Apart from training young enthusiasts, it organised dhrupad festivals. With gurus such as Ustad Zia Mohiuddin Dagar and Zia Fariduddin Dagar, the Dhrupad Kendra was run by Bharat Bhavan under the insightful guidance of Ashok Vajpeyi, who now looks after the Raza Foundation.

Dhrupad Vaibhav, a festival celebrating the unhurried and immersive style of this form, is organised by the Raza Foundation. The third edition of this festival was held recently in Delhi in collaboration with India International Centre and Naad-Chakra Trust of Pt. Nirmalya De. The audience, who were referred to as '*chatur sujan*' (wise and clever) by Ashok Vajpeyi were there on both days.

Nnuanced rendition

The festival opened with a rudra veena recital, without which an ode to dhrupad can never be complete. It was also a tribute to Ustad Zia Mohiuddin Dagar, a exponent of the instrument. The artiste of the evening was Carsten Vicke from Germany. A senior disciple of Asad Ali Khan, who belongs to the Khandar bani of dhrupad. Carsten displayed the nuances of the bani right from his aalap-jod-jhala, which had melodic phrasings and raag elaboration with complete rhythmic patterns. Pt. Mohan Shyam Sharma accompanied on the pakhawaj and Sujanya Arvindan on the tanpura.

Carsten began with the rare raag Adbhut Kalyan. 'Adbhut' means extraordinary or exceptional, and it was an exceptional raag without both the madhyam and pancham swaras, the two main pillars to hold any musical scale. Omitting these two main swaras implied sweeping through the whole octave in one slow leap. Carsten's meends and gamakas were sure and secure in a rigorously conceived alaap, jod, jhala, and a dhrupad rendition set to Chautaal. He also played a dhamar in Hindol, which is a raag of the spring season. "It's a lifetime's work to study and play this instrument," said Carsten.

Surbahar exponent Saurabhbrata Chakraborty with Shubhasheesh Pathak on the pakhawaj and Dipanvita Sharma on the tanpura

Kaberi Kar, a senior disciple of Ustad Rahim Fahimuddin Dagar, was the second artiste of the inaugural evening. She opened her vocal dhrupad recital with Jaijaiwanti. Her well-trained disciple Nisha Pal provided vocal support while Pt. Mohan Shyam Sharma was on the pakhawaj.

The introductory alaap created the melodious aura of the raag before Kaberi presented a dhrupad in Chautaal. Next came a dhamar in Shankara. Finding her subtle understatements lost in pakhawaj's sound, she politely said, "Mohan ji is playing with me after two decades, and this *sangat* develops by sitting together and conversing with each other." She continued, "I think the swar should be seen with closed eyes, and then presented with reverence."

The festival opened with a rudra veena recital, an instrument that defines dhrupad's inherent qualities

Since it was the month of Falgun and Holi, Kaberi also presented her guru's dhamar composition 'Hori khelungi saanvare ke sang' in raag Bahar, before concluding with her own composition in Sooltaal.

On the second day, Ashok Vajpeyi recalled anecdotes about Bade Ustad and his inimitable music. The evening opened with a surbahar concert by Saurabhbrata Chakraborty.

Opening with raag Yaman, Saurabhbrata played detailed alaap-jod-jhala and a dhrupad composition in Dhamar taal, accompanied on the pakhawaj by Shubhasheesh Pathak and Dipanvita Sharma on the tanpura.

Yaman, one of the most melodious evening raags, was played with great elan. Saurabhbrata concluded with a Sooltaal composition in raag Basant, apt for the Spring season.

Perfect choice of songs

The festival concluded with the concert of Pt. Premkumar Mallick, the 12th generation dhrupad vocalist from Darbhanga gharana.

The renowned son and disciple of Pt. Vidur Mallick, Premkumar is equally at ease with khayal, thumri, dadra and bhajan. A Sangeet Natak Akademi awardee, he is also an author and a professor of music at Allahabad University.

He offered the choicest gems from his treasure trove, especially dhamars in different raags. A style allied to dhrupad, dhamaar compositions are mostly in Braj bhasha, and sung in Dhamar taal of 14 beats time cycle.

Preceeded by a detailed alaap in Puriya, a late evening raag, the first dhamar went as 'Aaj rasa been liye, kar duff-mridanga sab gwal baal', where the elaboration in the lower octave was striking. Describing the Holi festival, the second dhamar came in Khamaj, 'Aaj khelat moson hori'. The raag continued in the third one – 'Braj mein dhoom machyo hai' and also the fourth, 'Lal mose khelo na hori'. Instead of continuing the same raag, Premkumar could have brought in variety by singing dhamars in raags such as Kafi, Pilu and Sindura.

Pt. Premkumar Mallick concluded with the dhamar 'Aai basant bahar' in Shankara, a Veer rasa raag, motivated by the combative pakhawaj of Gaurav Shankar Upadhyaay.